বিসমিল্লাহির রহ-মা-নির রহীম

পরম করুনাময় ও অতিশয় দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলার নামে (শুরু)।

কামিল (স্নাতকোত্তর) তাফসীর ১ম পর্ব

৩য় পত্র : আত-তাফসীরুল ফিকহি-১

বিষয় কোড: ৬২১১০৩

নির্ধারিত গ্রন্থ: তাফসিরে মাজহারী

(التفسير المظهري : العلامة القاضي محمد ثناء الله الفاني فتي)

নির্ধারিত পাঠ: সূরা মায়েদাহর শুরু থেকে সূরা আনফাল-এর শেষ পর্যন্ত

(من بداية سورة المائدة الى نهاية سورة الأنفال)

▪ মানবন্টন

- **ক) তাফসিরসহ অনুবাদ:** ৮টি থাকবে ৫টির উত্তর দিতে হবে: ৫×৮=৪০
- **খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:** ১৫টি থাকবে ১০টির উত্তর দিতে হবে: ১০×৫=৫০
- **গ) বিস্তারিত প্রশ্ন:** (প্রশ্ন হবে কিতাব ও লেখক সংশ্লিষ্ট) ২টি থাকবে ১টির উত্তর দিতে হবে: ১×১০=১০

▪ সাজেশন:

ক্রম নং	প্রশ্ন, সূরা ও আয়াত নং	পার্সেন্ট
সূরা মায়েদাহ : ৫-এর অনুবাদ ও তাফসীর: ১-১৯ পৃঃ		
১	সূরা মায়েদাহ: আয়াত ১-২ সা.	99%
২	**সূরা মায়েদাহ: আয়াত ৩-৪**	99%
৩	**সূরা মায়েদাহ: আয়াত ৬-৭**	99%
৪	সূরা মায়েদাহ: আয়াত ২২-২৩/২০-২৩ সা.	90%
৫	**সূরা মায়েদাহ: আয়াত ৩৫-৩৭/৩৫-৩৬** সা.	99%
৬	**সূরা মায়েদাহ: আয়াত ৬৪-৬৫**	99%
৭	**সূরা আল-মায়েদাহ: আয়াত ৮২-৮৫** সা.	98%
৮	**সূরা মায়েদাহ: আয়াত ৯০-৯৩** সা.	99%
৯	**সূরা মায়েদাহ: আয়াত ৯৪-৯৫**	99%
১০	সূরা মায়েদাহ: আয়াত ৯৭-১০০ সা.	99%
১১	সূরা মায়েদাহ: আয়াত ১১২-১১৫	৯৮%
সুরা আল-আন'আম-এর অনুবাদ ও তাফসীর: ২০-৩৪ পৃঃ		
১	**সুরা আল-আন'আম: আয়াত ১-৩/১-৪** সা.	99%
২	**সুরা আল-আন'আম: আয়াত ১১-১৩**	99%
৩	**সুরা আল-আন'আম: আয়াত ২৮-৩২** সা.	99%
৪	সুরা আল-আন'আম: আয়াত ৩৮-৩৯	98%
৫	সুরা আল-আন'আম: আয়াত ৬০-৬২	98%
৬	সুরা আল-আন'আম: আয়াত ৭৩-৭৪	98%
৭	**সুরা আল-আন'আম: আয়াত ১১৫-১১৭**	99%
৮	**সুরা আল-আন'আম: আয়াত ১৫১-১৫৩**	99%

৯	**সুরা আল-আন'আম: আয়াত ১৬৪-১৬৫**	99%
সুরা আল-আরাফ-এর অনুবাদ ও তাফসীর: ৩৫-৪৬ পৃঃ		
১	**সুরা আল-আরাফ: আয়াত ৬-৮**	99%
২	**সুরা আল-আরাফ: আয়াত ১০-১২**	99%
৩	**সুরা আল-আরাফ: আয়াত ২১-২৩**	99%
৪	**সুরা আল-আরাফ: আয়াত ৪০-৪১**	99%
৫	সুরা আল-আরাফ: আয়াত ৪৮-৫০	95%
৬	সুরা আল-আরাফ: আয়াত ১২৩-১২৫	98%
সূরা আনফাল -এর অনুবাদ ও তাফসীর: ৪৭-৫০ পৃঃ		
১	**সূরা আনফাল: আয়াত ১-৩**	99%
২	**সূরা আনফাল: আয়াত ৭-৮**	99%
৩	**সূরা আনফাল: আয়াত ৯-১৮**	99%

- **বিস্তারিত প্রশ্ন: কিতাব ও লেখক সংশ্লিষ্ট বিষয়:** তাফসিরে মাজহারীর বৈশিষ্ট্যসমূহ
- **মডেল প্রশ্ন উত্তর**

- **ক) তাফসিরসহ অনুবাদ:** ৮টি থাকবে ৫টির উত্তর দিতে হবে: ৫×৮=৪০

▪ সূরা মায়েদাহ-এর অনুবাদ ও তাফসীর

সুরা আল-মায়েদা (৫:১-২) এর তাফসির মাযহারি অনুযায়ী ব্যাখ্যা উপস্থাপন:

📖 **সূরা আল-মায়েদা আয়াত ১:**

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ"

বাংলা অনুবাদ: "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো। তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু (বাহিমাতুল আন'আম) হালাল করা হয়েছে, তবে যা তোমাদের কাছে পাঠ করা হবে তা ব্যতীত (যেমন মৃত ও হারাম)। যখন তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাকবে, তখন শিকার করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। নিশ্চয় আল্লাহ যা চান, তাই বিধান দেন।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতের শুরুতে 'উকুদ' (الْعُقُودِ)-এর ব্যাপক অর্থের উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, এর মধ্যে আল্লাহর সাথে বান্দার অঙ্গীকার (যেমন ঈমান ও ইবাদত), বান্দাদের পরস্পরের মধ্যেকার বৈধ চুক্তি (যেমন ক্রয়-বিক্রয়, বিবাহ) এবং সাধারণভাবে সকল প্রকার ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি অন্তর্ভুক্ত। এই অঙ্গীকারসমূহ রক্ষা করা মুমিনদের অবশ্য কর্তব্য।

'বাহিমাতুল আন'আম' (بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ) বলতে উট, গরু, ছাগল ও ভেড়ার ন্যায় চতুষ্পদ জন্তুকে বোঝানো হয়েছে, যা সাধারণভাবে হালাল। তবে, আল্লাহ তা'আলা শীঘ্রই এই সূরার অন্যত্র (এবং অন্যান্য সূরায়) কিছু খাদ্যদ্রব্যকে হারাম ঘোষণা করবেন, যা এই আয়াতের "إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ" অংশের মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

"غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ" (যখন তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাকবে, তখন শিকার করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়) - এই অংশে ইহরাম অবস্থায় শিকারের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এর তাৎপর্য ব্যাখ্যায় বলেন, ইহরাম অবস্থায় বান্দা আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকে এবং জাগতিক কাজকর্ম থেকে দূরে থাকে। শিকারের অনুমতি দিলে এই একাগ্রতা ব্যাহত হতে পারে। "إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ" (নিশ্চয় আল্লাহ যা চান, তাই বিধান দেন) - এই বাক্য দ্বারা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণের কথা বলা হয়েছে।

📖 **সূরা আল-মায়েদা আয়াত ২:**

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۘ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ"

বাংলা অনুবাদ: "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ (শায়ারিল্লাহ) কে হালাল মনে করো না (অর্থাৎ অবজ্ঞা করো না), না পবিত্র মাসসমূহ (শাহরুল হারাম) কে, না কুরবানির পশু (হাদঈ) ও তাদের গলায় বাঁধা

চিহ্ন (কালাইদ) কে, এবং না আল্লাহর ঘর (আল-বাইতুল হারাম)-এর দিকে আগমনকারীদেরকে, যারা তাদের রবের অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অন্বেষণে আসে। যখন তোমরা ইহরাম মুক্ত হবে, তখন শিকার করতে পারো। এবং কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে মসজিদুল হারাম থেকে বাধা দেওয়ার কারণে সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে। তোমরা সৎকর্ম (বিরর) ও আল্লাহভীরুতায় (তাকওয়া) একে অপরের সাহায্য করো এবং পাপ (ইসম) ও সীমালঙ্ঘনের (উদওয়ান) ব্যাপারে একে অপরের সাহায্য করো না। আল্লাহকে ভয় করো; নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) 'শায়ারিল্লাহ' (شَعَائِرَ اللَّهِ) এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর দ্বারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ যেমন হজ্জের আহকাম (সাফা-মারওয়া, কুরবানী ইত্যাদি), হারাম শরীফের সম্মান এবং সাধারণভাবে আল্লাহর আনুগত্যের প্রতীকসমূহ বোঝানো হয়। এগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা মুমিনদের কর্তব্য।

'শাহরুল হারাম' (الشَّهْرَ الْحَرَامَ) অর্থাৎ যিলকদ, যিলহজ্জ, মুহাররম ও রজব - এই চারটি মাসকে সম্মান জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এগুলোতে যুদ্ধবিগ্রহ ও হানাহানি নিষিদ্ধ। 'হাদঈ' (الْهَدْيَ) হলো কুরবানির পশু যা মক্কায় প্রেরণ করা হয় এবং 'কালাইদ' (الْقَلَائِدَ) হলো সেই পশুগুলোর গলায় அடையாளস্বরূপ বাঁধা ফিতা, যা তাদের সম্মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

'আম্মীনাল বাইতাল হারাম' (آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ) - যারা আল্লাহর ঘরের দিকে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে আগমন করে, তাদের সম্মান করা এবং বাধা না দেওয়া মুমিনদের কর্তব্য। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অন্বেষণে আসে।

"وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا" (যখন তোমরা ইহরাম মুক্ত হবে, তখন শিকার করতে পারো) - ইহরামের নিষেধাজ্ঞা সমাপ্তির পর শিকারের বৈধতার কথা বলা হয়েছে।

"وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا" (এবং কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে মসজিদুল হারাম থেকে বাধা দেওয়ার কারণে সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে) - এখানে মুসলিমদেরকে তাদের শত্রুদের প্রতিও ন্যায়বিচার বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাদের শত্রুতা যেন মুসলিমদেরকে তাদের উপর জুলুম করতে বা সীমালঙ্ঘন করতে উৎসাহিত না করে।

"وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" (তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীরুতায় একে অপরের সাহায্য করো এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অপরের সাহায্য করো না) - এটি ইসলামী সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। মুসলিমদের উচিত ভালো ও কল্যাণকর কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করা এবং অন্যায় ও পাপের কাজে একে অপরের থেকে দূরে থাকা।

"وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" (আল্লাহকে ভয় করো; নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা) - এই আয়াতের শেষে আল্লাহভীতির গুরুত্ব এবং যারা তাঁর আদেশ অমান্য করে তাদের জন্য কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারি প্রদান করা হয়েছে।

উপসংহার:

আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) 'আত-তাফসীরুল মাজহারী'-তে এই দুটি আয়াতে ইসলামী শরীয়তের মৌলিক নীতি, অঙ্গীকার রক্ষা, হালাল-হারামের বিধান, ধর্মীয় নিদর্শনাবলীর সম্মান, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

এবং পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্ব অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি আরবি ভাষার গভীর জ্ঞান এবং কুরআন-সুন্নাহর প্রামাণিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে এই আয়াতগুলোর তাৎপর্য বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, যা মুমিনদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানের নির্দেশনা প্রদান করে।

সুরা আল-মায়েদা (৫:৩-৪) এর তাফসির মাযহারি অনুযায়ী ব্যাখ্যা উপস্থাপন:

📖 সূরা আল-মায়েদা আয়াত ৩:

"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ١ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ"٢

বাংলা অনুবাদ: "তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জীব (আল-মাইতাহ), রক্ত (আদ্দাম), শূকরের মাংস (লাহমাল খিনযির), যা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত (মা উহিল্লা লিগাইরিল্লাহ), শ্বাসরুদ্ধ করে মারা (আল-মুনখানিকাহ), আঘাত করে মারা (আল-মাওকুযাহ), উপর থেকে পড়ে মারা (আল-মুতারদ্দিয়াহ), শিং-এর আঘাতে মারা (আন-নাতীহাহ), হিংস্র পশুতে খাওয়া (মা আকালাস সাবু') তবে যা তোমরা যবেহ করেছ তা ব্যতীত, এবং যা বেদীর উপর যবেহ করা হয়েছে (মা যুবিহা আলান নুসুবি), এবং ভাগ্য নির্ধারক তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা (আন-তাসতাকসিমু বিল-আজলাম)। এগুলো পাপাচার (ফিসকুন)। আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীন থেকে নিরাশ হয়েছে; সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না এবং আমাকে ভয় করো। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম। অতঃপর যে ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে, কিন্তু পাপের দিকে ঝুঁকে না, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে মুসলিমদের জন্য হারামকৃত খাদ্যদ্রব্যগুলোর বিস্তারিত তালিকা তুলে ধরেছেন। 'আল-মাইতাহ' (الْمَيْتَةُ) হলো সেই মৃত জীব যা স্বাভাবিকভাবে মারা যায় অথবা শরীয়তসম্মতভাবে যবেহ করা হয়নি। 'আদ্দাম' (الدَّمُ) অর্থাৎ রক্ত পান করা হারাম। 'লাহমাল খিনযির' (وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) হলো শূকরের মাংস, যা সম্পূর্ণরূপে নাপাক ও হারাম। 'মা উহিল্লা লিগাইরিল্লাহ' (وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) অর্থ যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে উৎসর্গ করা হয়েছে।

এরপর বিভিন্ন প্রকার অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণে হারাম হওয়া পশুদের উল্লেখ করা হয়েছে: 'আল-মুনখানিকাহ' (الْمُنْخَنِقَةُ) শ্বাসরুদ্ধ করে মারা, 'আল-মাওকুযাহ' (الْمَوْقُوذَةُ) আঘাত করে মারা, 'আল-মুতারদ্দিয়াহ' (الْمُتَرَدِّيَةُ) উপর থেকে পড়ে মারা, 'আন-নাতীহাহ' (النَّطِيحَةُ) শিং-এর আঘাতে মারা এবং 'মা আকালাস সাবু'' (وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ) হিংস্র পশুতে খাওয়া - এই সকল পশু হারাম, যদি না মৃত্যুর পূর্বে শরীয়তসম্মতভাবে যবেহ করা হয় ("إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ").

'মা যুবিহা আলান নুসুবি' (وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ) অর্থাৎ মূর্তি পূজার বেদীর উপর যা যবেহ করা হয়েছে, তা হারাম। 'আন-তাসতাকসিমু বিল-আজলাম' (وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ) হলো ভাগ্য নির্ধারক তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা, যা এক প্রকার জুয়া এবং হারাম। লেখক বলেন, এই সকল কাজ 'ফিসকুন' (فِسْقٌ), অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের বাইরে যাওয়া।

এই আয়াতের শেষাংশে ইসলামের পরিপূর্ণতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির ঘোষণা করা হয়েছে ("الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا"). এই দিনটি ছিল আরাফার দিন, বিদায় হজ্জের সময়। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই অংশের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন, এই ঘোষণার মাধ্যমে দ্বীন ইসলামের সকল মৌলিক বিধি-বিধান পূর্ণতা লাভ করেছে এবং আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করেছেন।

তবে, ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে এবং পাপের দিকে ঝুঁকে না পড়লে হারাম খাদ্য গ্রহণের অবকাশ দেওয়া হয়েছে ("فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ"), কারণ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

📖 সূরা আল-মায়েদা আয়াত ৪:

"يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ٣ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ"٤

বাংলা অনুবাদ: "তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তাদের জন্য কী হালাল করা হয়েছে? বলো, তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ (আত-তাইয়্যেবাত) হালাল করা হয়েছে এবং শিকারী পশু-পাখি যা তোমরা শিকারের জন্য প্রশিক্ষণ দিয়েছ, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ যা শিখিয়েছেন তা শিখিয়ে থাকো; সুতরাং তারা যা ধরে আনে তা তোমরা খাও এবং তাতে আল্লাহর নাম স্মরণ করো। আর আল্লাহকে ভয় করো; নিশ্চয় আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে হালাল খাদ্যদ্রব্যের একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। "আত-তাইয়্যেবাত" (الطَّيِّبَاتُ) অর্থাৎ যা পবিত্র, উত্তম ও স্বাস্থ্যকর তাই মুসলমানদের জন্য হালাল করা হয়েছে। এর মধ্যে সকল প্রকার হালাল পশু, পাখি ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও, শিকারের জন্য প্রশিক্ষিত পশু-পাখি (যেমন শিকারী কুকুর, বাজপাখি) কর্তৃক শিকারকৃত পশুও হালাল, যদি শিকারীকে আল্লাহ তা'আলার শেখানো পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। শিকার করার সময় শিকারীর উপর আল্লাহর নাম স্মরণ করা (বিসমিল্লাহ বলা) অপরিহার্য।

আয়াতের শেষে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত। এর মাধ্যমে হালাল ও হারাম সম্পর্কে আল্লাহর বিধান মেনে চলার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াতে হারামকৃত বস্তুর বিপরীতে হালাল বস্তুর একটি সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করে এবং মুসলমানদের জীবন ধারণের জন্য প্রশস্ততা দান করে।

উপসংহার: এই দুটি আয়াতে (৫:৩-৪) ইসলামী শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ দুটি দিক - হারাম ও হালাল খাদ্যদ্রব্যের বিস্তারিত বিবরণ এবং দ্বীনের পরিপূর্ণতার ঘোষণা - তুলে ধরা হয়েছে। আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী

(রাহিমাহুল্লাহ) 'আত-তাফসীরুল মাজহারী'-তে এই আয়াতগুলোর ভাষাগত, ফিকহী ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, যা মুসলমানদের জন্য একটি সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা।

সুরা আল-মায়েদা (৫:৬-৭) এর তাফসির মাযহারি অনুযায়ী ব্যাখ্যা উপস্থাপন:

📖 সূরা আল-মায়েদা আয়াত ৬:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ١ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ٢ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ٣ تَشْكُرُونَ"

বাংলা অনুবাদ: "হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হও, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করো এবং তোমাদের মাথা মাসেহ করো এবং টাখনু পর্যন্ত পা ধৌত করো। যদি তোমরা অপবিত্র থাকো, তবে ভালোভাবে পবিত্র হও। আর যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা সফরে থাকো অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা থেকে আসে অথবা তোমরা নারীদের স্পর্শ করো, অতঃপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো; তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত তা দ্বারা মাসেহ করো। আল্লাহ তোমাদের উপর কোনো কাঠিন্য চাপাতে চান না, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের উপর তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে সালাতের পূর্বে ওযুর নিয়মাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। "إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ" (যখন তোমরা সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হও) - এর অর্থ হলো যখন সালাতের ইচ্ছা করো। ওযুর ফরজ চারটি:

১. "فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ" (তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত করো) - কানের লতি থেকে থুতনির নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের গোড়া থেকে অন্য কানের গোড়া পর্যন্ত ভালোভাবে ধৌত করা ফরজ।

২. "وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ" (এবং কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করো) - আঙ্গুলের ডগা থেকে কনুই পর্যন্ত উভয় হাত ধৌত করা ফরজ।

৩. "وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ" (এবং তোমাদের মাথা মাসেহ করো) - মাথার সম্মুখভাগ থেকে শুরু করে পিছনের দিক পর্যন্ত একবার মাসেহ করা ফরজ।

৪. "وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ" (এবং টাখনু পর্যন্ত পা ধৌত করো) - পায়ের আঙ্গুলের ডগা থেকে টাখনু পর্যন্ত উভয় পা ভালোভাবে ধৌত করা ফরজ।

"وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا" (যদি তোমরা অপবিত্র থাকো, তবে ভালোভাবে পবিত্র হও) - জানাবাতের অবস্থায় (সহবাস অথবা স্বপ্নদোষের কারণে) গোসল করা ফরজ।

এরপর তায়াম্মুমের বিধান উল্লেখ করা হয়েছে ঐ পরিস্থিতিতে যখন পানি পাওয়া না যায় অথবা পানি ব্যবহারে কোন বাধা থাকে:

- وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا"[4] (আর যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা সফরে থাকো অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা থেকে আসে অথবা তোমরা নারীদের স্পর্শ করো, অতঃপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো) - এই চারটি অবস্থায় পানি না পেলে তায়াম্মুম করা বৈধ। 'লামাসতুমুন্ নিসা' (لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) এর অর্থ স্পর্শ করা, তবে এর দ্বারা সহবাসও বোঝানো হতে পারে। 'সাঈদান তাইয়্যেবান' (صَعِيدًا طَيِّبًا) অর্থ পবিত্র মাটি অথবা মাটি জাতীয় কিছু।

তায়াম্মুমের নিয়ম: "فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ" (তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত তা দ্বারা মাসেহ করো) - পবিত্র মাটির উপর হাত মেরে মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের কবজি পর্যন্ত মাসেহ করা ফরজ।

আয়াতের শেষে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে: " مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"[5] (আল্লাহ তোমাদের উপর কোনো কাঠিন্য চাপাতে চান না, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের উপর তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো)। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ওযু ও তায়াম্মুমের বিধানের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জন এবং তাঁর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার সুযোগ দান করেছেন।

📖 সূরা আল-মায়েদা আয়াত ৭:

"وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ"

বাংলা অনুবাদ: "তোমরা আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ করো, যা তিনি তোমাদের উপর বর্ষণ করেছেন এবং সেই অঙ্গীকারকে যা তিনি তোমাদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন, যখন তোমরা বলেছিলে, 'আমরা শুনলাম এবং মানলাম'। আর আল্লাহকে ভয় করো; নিশ্চয় আল্লাহ অন্তরের বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে মুমিনদেরকে আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ করার এবং সেই অঙ্গীকারের কথা মনে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন যা তারা আল্লাহর সাথে করেছে। "وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ" (তোমরা আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ করো) - এর দ্বারা ইসলাম, ঈমান এবং শরীয়তের বিধি-বিধানের নেয়ামতের কথা বোঝানো হয়েছে।

"وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا" (এবং সেই অঙ্গীকারকে যা তিনি তোমাদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন, যখন তোমরা বলেছিলে, 'আমরা শুনলাম এবং মানলাম') - এই অঙ্গীকারটি আকাবার শপথ এবং অন্যান্য আনুগত্যের অঙ্গীকারকে বোঝায় যা সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে করেছিলেন। এর মাধ্যমে সকল মুমিনকে আল্লাহর আদেশ ও রাসূলের আনুগত্যের প্রতি দৃঢ় থাকার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

"وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ" (আর আল্লাহকে ভয় করো; নিশ্চয় আল্লাহ অন্তরের বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত) - আয়াতের শেষে আল্লাহভীতির গুরুত্ব এবং আল্লাহর সর্বজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহ মানুষের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন। সুতরাং, মুমিনদের উচিত আন্তরিকভাবে আল্লাহর আনুগত্য করা এবং গোপনেও তাঁকে ভয় করা।

উপসংহার: এই দুটি আয়াতে (৫:৬-৭) ইসলামী ইবাদতের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ - সালাতের পূর্বে পবিত্রতা অর্জনের নিয়মাবলী (ওযু ও তায়াম্মুম) এবং আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ ও তাঁর আনুগত্যের অঙ্গীকারের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) 'আত-তাফসীরুল মাজহারী'-তে এই আয়াতগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, যা মুমিনদের জন্য দৈনন্দিন জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলার সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা।

সুরা আল-মায়েদা (৫:২২–২৩) এর তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা আরবি ইবারতসহ উপস্থাপন করা হলো:

📖 সূরা আল-মায়েদা আয়াত ২২:

"قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا ۖ فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ"

বাংলা অনুবাদ: "তারা বলল, 'হে মূসা! নিশ্চয়ই সেখানে এক প্রবল শক্তিশালী জাতি রয়েছে এবং তারা যতক্ষণ সেখান থেকে বের না হবে ততক্ষণ আমরা তাতে প্রবেশ করব না। অতএব যদি তারা সেখান থেকে বের হয়, তবে নিশ্চয়ই আমরা প্রবেশ করব।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে বনী ইসরাঈলের দুর্বল ঈমান ও আল্লাহর আদেশের প্রতি তাদের অনীহার চিত্র তুলে ধরেছেন। যখন মূসা (আঃ) তাদেরকে পবিত্র ভূমিতে (বাইতুল মুকাদ্দাস) প্রবেশ করার নির্দেশ দিলেন, তখন তারা সেখানকার অধিবাসীদের শারীরিক শক্তি ও বিশালতার কথা উল্লেখ করে ভয় প্রকাশ করল। "قَوْمًا جَبَّارِينَ" (প্রবল শক্তিশালী জাতি) বলতে তারা আমালেকা সম্প্রদায়কে বুঝিয়েছিল, যারা ছিল দীর্ঘদেহী ও শক্তিশালী।

"وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا" (এবং তারা যতক্ষণ সেখান থেকে বের না হবে ততক্ষণ আমরা তাতে প্রবেশ করব না) - বনী ইসরাঈল আল্লাহর ওয়াদা ও মূসা (আঃ)-এর নবুওয়তের উপর ভরসা না করে নিজেদের দুর্বলতা ও শত্রুদের শক্তিকে বড় করে দেখল। তাদের এই উক্তি আল্লাহর আদেশের সুস্পষ্ট অবাধ্যতা ও জিহাদ থেকে পলায়নের মানসিকতা প্রকাশ করে।

"فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ" (অতএব যদি তারা সেখান থেকে বের হয়, তবে নিশ্চয়ই আমরা প্রবেশ করব) - তাদের এই শর্ত আরোপের মাধ্যমে আল্লাহর উপর তাদের পূর্ণ ভরসার অভাব এবং নিজেদের প্রচেষ্টার পরিবর্তে অলৌকিক কিছুর প্রত্যাশা ফুটে ওঠে। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, তাদের এই ধরনের মনোভাব আল্লাহর প্রতি তাদের দুর্বল ঈমান এবং জিহাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে না পারার ফল ছিল।

📖 সূরা আল-মায়েদা আয়াত ২৩:

"قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ١ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ"٢

বাংলা অনুবাদ: "যারা আল্লাহকে ভয় করত তাদের মধ্য থেকে দুইজন ব্যক্তি, যাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন, বলল, 'তোমরা তাদের উপর দরজায় প্রবেশ করো। যখন তোমরা তাতে প্রবেশ করবে, তখন নিশ্চয়ই তোমরা বিজয়ী হবে এবং আল্লাহর উপর ভরসা করো, যদি তোমরা মুমিন হও।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে বনী ইসরাঈলের মধ্যে থাকা দুইজন আল্লাহভীরু ও দৃঢ় ঈমানের ব্যক্তির সাহসী বক্তব্য তুলে ধরেছেন। " رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا" (যারা আল্লাহকে ভয় করত তাদের মধ্য থেকে দুইজন ব্যক্তি, যাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন) - এই দুইজন ব্যক্তি ছিলেন ইউশা' বিন নুন ও কালেব বিন ইউকুনা (আলাইহিমাস সালাম)। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ঈমানের দৃঢ়তা ও সৎসাহসের নেয়ামত দান করেছিলেন।

তারা তাদের জাতিকে উৎসাহিত করে বলল, "ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ" (তোমরা তাদের উপর দরজায় প্রবেশ করো)। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর অর্থ হলো শহরের প্রধান ফটক দিয়ে সাহসের সাথে প্রবেশ করো। শত্রুদের সংখ্যা ও শক্তি দেখে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই।

"فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ" (যখন তোমরা তাতে প্রবেশ করবে, তখন নিশ্চয়ই তোমরা বিজয়ী হবে) - তারা আল্লাহর ওয়াদা ও সাহায্যের উপর পূর্ণ আস্থা রেখে এই সুসংবাদ দিয়েছিল। তাদের ঈমান ছিল দৃঢ় যে আল্লাহর সাহায্য থাকলে শত্রুদের মোকাবিলা করা সহজ।

"وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" (এবং আল্লাহর উপর ভরসা করো, যদি তোমরা মুমিন হও) - তারা তাদের জাতিকে আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা করার আহ্বান জানাল। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ঈমানের অপরিহার্য অংশ হলো আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা। যদি তারা সত্যিকারের মুমিন হয়, তবে তাদের উচিত একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করা এবং তাঁর সাহায্য চাওয়া।

উপসংহার: এই দুটি আয়াতে (৫:২২-২৩) বনী ইসরাঈলের অধিকাংশের দুর্বল ঈমান ও আল্লাহর আদেশের প্রতি তাদের ভীতি এবং তাদের মধ্যে থাকা দুইজন আল্লাহভীরু ব্যক্তির সাহস ও আল্লাহর উপর তাদের দৃঢ় ভরসার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) 'আত-তাফসীরুল মাজহারী'-তে এই ঘটনা থেকে মুমিনদের জন্য আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল এবং জিহাদের গুরুত্বের শিক্ষা গ্রহণ করার কথা বলেছেন। যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর উপর ভরসা রাখে, আল্লাহ তাদের সাহায্য করেন এবং বিজয় দান করেন।

- **সুরা আল-মায়েদা (৫:৩৫–৩৭) এর তাফসির মাযহারি অনুযায়ী ব্যাখ্যা উপস্থাপন:**

📖 সূরা আল-মায়েদা আয়াত ৩৫:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"

বাংলা অনুবাদ: "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ করো এবং তাঁর পথে জিহাদ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে মুমিনদেরকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আদেশ দিয়েছেন যা সফলতার চাবিকাঠি:

১. "اتَّقُوا اللَّهَ" (আল্লাহকে ভয় করো): এর অর্থ হলো সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকা। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল প্রকার পাপাচার থেকে নিজেকে রক্ষা করা তাকওয়ার অন্তর্ভুক্ত।

২. "وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ" (এবং তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ করো): 'ওয়াসীলা' শব্দের অর্থ হলো এমন মাধ্যম যার দ্বারা কোনো কিছুর নিকটবর্তী হওয়া যায়। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর দ্বারা এমন সৎকর্মসমূহ বোঝানো হয়েছে যা বান্দাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সাহায্য করে। এর মধ্যে ঈমান, ইবাদত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ, নেক আমল, আল্লাহর যিকির এবং তাঁর কাছে দোয়া করা অন্তর্ভুক্ত। কিছু বিদ্বান 'ওয়াসীলা' দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং অন্যান্য নেককার বান্দাদের সুপারিশকেও বুঝিয়েছেন, তবে এর মূল অর্থ হলো আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম অন্বেষণ করা।

3. "وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ" (এবং তাঁর পথে জিহাদ করো): 'জিহাদ' শব্দের অর্থ হলো প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম করা। আল্লাহর পথে জিহাদের ব্যাপক অর্থ রয়েছে। এর মধ্যে নিজের নফস বা কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ, শয়তানের প্ররোচনার বিরুদ্ধে জিহাদ এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী সংগ্রাম করা অন্তর্ভুক্ত। প্রয়োজনে আল্লাহর পথে সশস্ত্র জিহাদও এর অংশ।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে "لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (যাতে তোমরা সফলকাম হও)। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই তিনটি আদেশ যথাযথভাবে পালন করার মাধ্যমেই মুমিন দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জন করতে পারবে।

📖 সূরা আল-মায়েদা আয়াত ৩৬:

"إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ"[১]

বাংলা অনুবাদ: "নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে, যদি তাদের কাছে পৃথিবীর সবকিছু থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে, তবুও কিয়ামতের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য তারা যদি তা মুক্তিপণ হিসেবে দেয়, তবে তা তাদের কাছ থেকে কবুল করা হবে না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে কাফেরদের কিয়ামতের দিনের ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করেছেন। যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, কিয়ামতের দিন তাদের অনুতাপের কোনো সীমা থাকবে না। যদি তাদের কাছে পৃথিবীর সমস্ত ধন-সম্পদ এবং তার সমপরিমাণ আরও সম্পদ থাকে, তবুও তারা সেই দিনের কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তা মুক্তিপণ হিসেবে দিতে চাইবে।

"مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ" (তা তাদের কাছ থেকে কবুল করা হবে না) - আল্লাহ তা'আলা তাদের কোনো প্রকার মুক্তিপণ গ্রহণ করবেন না। কারণ, দুনিয়ার জীবনে তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছে এবং সত্য দ্বীনকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কিয়ামতের দিন অনুতাপের কোনো মূল্য নেই।

"وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" (এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি) - তাদের জন্য সেদিন অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ও কঠিন শাস্তি নির্ধারিত থাকবে, যা থেকে তারা কোনোভাবেই মুক্তি পাবে না। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই আয়াতটি কাফেরদের জন্য একটি কঠোর হুঁশিয়ারি এবং মুমিনদের জন্য ঈমানের গুরুত্ব অনুধাবন করার একটি শিক্ষা।

📖 সূরা আল-মায়েদা আয়াত ৩৭:

"يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ"

বাংলা অনুবাদ: "তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, কিন্তু তারা সেখান থেকে বের হতে পারবে না এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে জাহান্নামের শাস্তি স্থায়ী হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। কিয়ামতের দিন যখন কাফেরদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা সেই ভয়াবহ শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হবে এবং সেখান থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করবে।

"وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا" (কিন্তু তারা সেখান থেকে বের হতে পারবে না) - তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে এবং তারা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হতে থাকবে।

"وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ" (এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি) - তাদের শাস্তি কোনো ক্ষণস্থায়ী বিষয় নয়, বরং তা হবে চিরস্থায়ী ও অবিরাম। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই আয়াতটি কুফরীর ভয়াবহ পরিণতি এবং আখিরাতের অনন্ত জীবনের শাস্তির বিষয়ে মুমিনদেরকে সতর্ক করে। সুতরাং, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমেই চিরস্থায়ী মুক্তি লাভ করা সম্ভব।

উপসংহার: এই তিনটি আয়াতে (৫:৩৫-৩৭) মুমিনদের জন্য আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ এবং তাঁর পথে জিহাদ করার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি, কাফেরদের কিয়ামতের দিনের অনুতাপ ও তাদের চিরস্থায়ী শাস্তির ভয়াবহ চিত্র বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) 'আত-তাফসীরুল মাজহারী'-তে এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে মুমিনদেরকে তাকওয়া অবলম্বন, সৎকর্ম করা এবং আল্লাহর পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর প্রতি উৎসাহিত করেছেন এবং কুফরীর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন।

সুরা আল-মায়েদা (৫:৬৪–৬৫) এর তাফসির মাযহারি অনুযায়ী ব্যাখ্যা উপস্থাপন:

📖 সূরা আল-মায়েদা আয়াত ৬৪:

"وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ"١

বাংলা অনুবাদ: "ইয়াহুদীরা বলে, 'আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে।' তাদের হাত বন্ধ হোক এবং তারা যা বলেছে তার জন্য তারা অভিশপ্ত হোক। বরং তাঁর উভয় হাত প্রসারিত; তিনি যেভাবে চান সেভাবে দান করেন। আর তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফরী বৃদ্ধি করবেই। আর আমি তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করেছি। যখনই তারা যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করে, আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন। আর তারা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়। আর আল্লাহ ফাসাদকারীদের ভালোবাসেন না।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে ইয়াহুদীদের একটি নিকৃষ্ট উক্তি ও তার পরিণতি বর্ণনা করেছেন। "وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ" (ইয়াহুদীরা বলে, 'আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে') - এর অর্থ হলো ইয়াহুদীরা আল্লাহর কৃপণতা ও দানশীলতার অভাবের অভিযোগ করত। তারা বলত, আল্লাহ এখন আর আগের মতো প্রাচুর্য দান করেন না।

"غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا" (তাদের হাত বন্ধ হোক এবং তারা যা বলেছে তার জন্য তারা অভিশপ্ত হোক) - আল্লাহ তা'আলা তাদের এই জঘন্য উক্তির জন্য বদদোয়া করেছেন যে তাদের হাত বন্ধ হোক অর্থাৎ তারা অভাবগ্রস্ত হোক এবং তারা তাদের এই মিথ্যাচারের জন্য অভিশপ্ত হোক।

"بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ" (বরং তাঁর উভয় হাত প্রসারিত; তিনি যেভাবে চান সেভাবে দান করেন) - আল্লাহ তা'আলার অসীম দানশীলতা ও ক্ষমতার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তাঁর হাত বন্ধ নয়, বরং সদা প্রসারিত এবং তিনি যেভাবে ইচ্ছা তাঁর বান্দাদের রিযিক দান করেন।

"وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا" (আর তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফরী বৃদ্ধি করবেই) - কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হওয়ার ফলে ইয়াহুদীদের মধ্যে যারা হঠকারী ও সত্যবিমুখ, তাদের বিদ্বেষ ও কুফরী আরও বাড়বে।

"وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ" (আর আমি তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করেছি) - তাদের দুষ্কর্মের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত বজায় থাকবে।

"كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ" (যখনই তারা যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করে, আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন) - ইয়াহুদীরা যখনই মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে বা যুদ্ধের আগুন জ্বালাতে চেষ্টা করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সেই চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেন।

"وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ" (আর তারা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়। আর আল্লাহ ফাসাদকারীদের ভালোবাসেন না) - ইয়াহুদীরা পৃথিবীতে অন্যায়, বিশৃঙ্খলা ও ফ্যাসাদ সৃষ্টিতে লিপ্ত থাকে এবং আল্লাহ তা'আলা ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের অপছন্দ করেন।

📖 সূরা আল-মায়েদা আয়াত ৬৫:

"وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ"

বাংলা অনুবাদ: "আর যদি আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান) ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে অবশ্যই আমি তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিতাম এবং তাদেরকে জান্নাতুল নাঈমে প্রবেশ করাতাম।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে আহলে কিতাবদের জন্য মুক্তির পথ বাতলে দিয়েছেন। "وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا" (আর যদি আহলে কিতাব ঈমান আনত) - যদি ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা তাদের গোঁড়ামি পরিহার করে শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনত এবং কুরআনের সত্যতা স্বীকার করত।

"وَاتَّقَوْا" (এবং তাকওয়া অবলম্বন করত) - এবং যদি তারা আল্লাহকে ভয় করত, তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলত এবং সকল প্রকার পাপাচার থেকে নিজেদের রক্ষা করত।

"لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ" (তবে অবশ্যই আমি তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিতাম) - যদি তারা ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আল্লাহ তা'আলা তাদের অতীতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিতেন।

"وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ" (এবং তাদেরকে জান্নাতুল নাঈমে প্রবেশ করাতাম) - এবং আখিরাতে তারা চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তির স্থান জান্নাতুল নাঈমে প্রবেশ করত।

আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই আয়াতে আহলে কিতাবদের প্রতি আল্লাহর অসীম দয়ার প্রকাশ ঘটেছে। যদিও তারা বহু অন্যায় ও ভুল করেছে, তবুও যদি তারা সত্যকে গ্রহণ করে এবং তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে, তবে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে জান্নাত দান করবেন।

উপসংহার: এই দুটি আয়াতে (৫:৬৪-৬৫) ইয়াহুদীদের নিন্দনীয় উক্তি ও তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ এবং আহলে কিতাবদের জন্য ঈমান ও তাকওয়ার মাধ্যমে ক্ষমা ও জান্নাত লাভের সুযোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) 'আত-তাফসীরুল মাজহারী'-তে এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে ইয়াহুদীদের হঠকারিতা ও সত্য প্রত্যাখ্যানের পরিণতি এবং আহলে কিতাব সহ সকল মানুষের জন্য আল্লাহর পথে ফিরে আসার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।

সুরা আল-মায়েদা (৫:৯৪–৯৫) এর তাফসির মাযহারি অনুযায়ী ব্যাখ্যা উপস্থাপন:

📖 সূরা আল-মায়েদা আয়াত ৯৪:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ"

বাংলা অনুবাদ: "হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে শিকারের মাধ্যমে পরীক্ষা করবেন, যা তোমাদের হাত ও বর্শার নাগালের মধ্যে থাকবে, যাতে আল্লাহ জানতে পারেন কে তাঁকে না দেখে ভয় করে। অতঃপর যে এর পরেও সীমালঙ্ঘন করবে, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে ইহরাম অবস্থায় শিকারের নিষেধাজ্ঞা এবং এই বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মুমিনদের পরীক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন। "لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ" (আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে শিকারের মাধ্যমে পরীক্ষা করবেন, যা তোমাদের হাত ও বর্শার নাগালের মধ্যে থাকবে) - এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা ইহরাম অবস্থায় এমন শিকারের সুযোগ সৃষ্টি করবেন যা সহজেই ধরা যায়, এমনকি হাত দিয়ে বা বর্শা দিয়েও শিকার করা সম্ভব হবে। এর উদ্দেশ্য হলো মুমিনদের আনুগত্য ও আল্লাহভীতি পরীক্ষা করা।

"لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ" (যাতে আল্লাহ জানতে পারেন কে তাঁকে না দেখে ভয় করে) - আল্লাহ তা'আলা তো সবকিছুই জানেন, তবে এখানে 'জানতে পারা' অর্থ হলো বাস্তবে প্রকাশ করা, যাতে প্রতীয়মান হয় কে গোপনেও আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর আদেশ অমান্য করা থেকে বিরত থাকে। ইহরাম অবস্থায় যখন শিকার হাতের নাগালে থাকে, তখনো যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে তা শিকার করে না, সেই প্রকৃত আল্লাহভীরু।

"فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ" (অতঃপর যে এর পরেও সীমালঙ্ঘন করবে, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি) - এই স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা জানার পরেও যে ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় শিকার করবে, সে আল্লাহর হুকুম অমান্যকারী হিসেবে গণ্য হবে এবং তার জন্য কিয়ামতের দিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই আয়াতটি মুমিনদেরকে আল্লাহর আদেশ পালনে সতর্ক থাকার এবং প্রলোভনের মুহূর্তেও নিজেদেরকে সংযত রাখার শিক্ষা দেয়।

📖 সূরা আল-মায়েদা আয়াত ৯৫:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا٣ ۗ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ"

বাংলা অনুবাদ: "হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাকবে, তখন শিকার করো না। আর তোমাদের মধ্যে যে ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার করবে, তার বিনিময় হলো সেই গৃহপালিত পশু যা সে হত্যা করেছে, তোমাদের মধ্যেকার দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি যার ফয়সালা করবে, যা হাদঈ হিসেবে কাবায় পৌঁছাতে হবে অথবা কাফফারা হিসেবে দরিদ্রদের খাদ্য দান অথবা তার সমপরিমাণ রোজা রাখা। যাতে সে তার কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করে। আল্লাহ যা অতীত হয়েছে তা ক্ষমা করেছেন। আর যে পুনরায় করবে, আল্লাহ তার থেকে প্রতিশোধ নেবেন। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে ইহরাম অবস্থায় শিকার করার নিষেধাজ্ঞা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার করলে তার কাফফারার বিধান বর্ণনা করেছেন। " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ" (হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাকবে, তখন শিকার করো না) - ইহরাম অবস্থায় স্থলজ শিকার করা সম্পূর্ণরূপে হারাম।

"وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ" (আর তোমাদের মধ্যে যে ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার করবে, তার বিনিময় হলো সেই গৃহপালিত পশু যা সে হত্যা করেছে, তোমাদের মধ্যেকার দুইজন

ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি যার ফয়সালা করবে) - যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ইহরাম অবস্থায় শিকার করে, তবে তার কাফফারা হলো সেই শিকারকৃত প্রাণীর সমতুল্য গৃহপালিত পশু। এই সমতুল্যতা নির্ধারণ করবে মুসলমানদের মধ্য থেকে দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি।

"هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا" (যা হাদঈ হিসেবে কাবায় পৌঁছাতে হবে অথবা কাফফারা হিসেবে দরিদ্রদের খাদ্য দান অথবা তার সমপরিমাণ রোজা রাখা) - কাফফারার তিনটি বিকল্প রয়েছে:

১. সমতুল্য পশু হাদঈ হিসেবে মক্কায় প্রেরণ করা এবং তা হারাম এলাকায় যবেহ করা।

২. কাফফারা হিসেবে দরিদ্রদের খাদ্য দান করা। খাদ্যদানের পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে শিকারকৃত প্রাণীর মূল্যের উপর ভিত্তি করে।

৩. খাদ্যদানের পরিবর্তে সমপরিমাণ রোজা রাখা। প্রত্যেক মিসকিনের খাদ্যের পরিবর্তে একটি করে রোজা রাখতে হবে।

"لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ" (যাতে সে তার কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করে) - এই কাফফারার বিধানের উদ্দেশ্য হলো শিকারকারী তার ভুলের পরিণতি উপলব্ধি করতে পারে।

"عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ" (আল্লাহ যা অতীত হয়েছে তা ক্ষমা করেছেন) - জাহেলী যুগে বা ইহরামের বিধান না জানার কারণে পূর্বে যা ঘটেছে, আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিয়েছেন।

"وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ" (আর যে পুনরায় করবে, আল্লাহ তার থেকে প্রতিশোধ নেবেন) - এই বিধান জানার পরেও যদি কেউ পুনরায় ইহরাম অবস্থায় শিকার করে, তবে আল্লাহ তার শাস্তি দেবেন।

"وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ" (আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী) - আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং যারা তাঁর আদেশ অমান্য করে, তিনি তাদের কঠোর শাস্তি দেন। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই আয়াতটি ইহরামের পবিত্রতা রক্ষা এবং আল্লাহর বিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরে।

উপসংহার: এই দুটি আয়াতে (৫:৯৪-৯৫) ইহরাম অবস্থায় শিকারের নিষেধাজ্ঞা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার করলে তার কাফফারার বিস্তারিত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে মুমিনদের আনুগত্য ও আল্লাহভীতি পরীক্ষা করেন এবং যারা তাঁর আদেশ অমান্য করে, তাদের জন্য কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারি দেন। আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) 'আত-তাফসীরুল মাজহারী'-তে এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে মুমিনদেরকে আল্লাহর বিধানের প্রতি সর্বদা শ্রদ্ধাশীল থাকার এবং ইহরামের পবিত্রতা রক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করার আহ্বান জানিয়েছেন।

সুরা আল-মায়েদা (৫:১১২–১১৫) এর তাফসির মাযহারি অনুযায়ী ব্যাখ্যা উপস্থাপন:

📖 সূরা আল-মায়েদা আয়াত ১১২:

"إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ۚ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ"

বাংলা অনুবাদ: "যখন হাওয়ারীগণ বলল, 'হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! আপনার রব কি আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা (মা'ইদাহ) অবতরণ করতে সক্ষম?' তিনি বললেন, 'তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যদি তোমরা মুমিন হও।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে হাওয়ারীদের (ঈসা আলাইহিস সালামের শিষ্য) একটি বিশেষ মোজেজা দেখার আগ্রহ এবং ঈসা (আঃ)-এর উপদেশ বর্ণনা করেছেন। "إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ" (যখন হাওয়ারীগণ বলল, 'হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! আপনার রব কি আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতরণ করতে সক্ষম?') - হাওয়ারীরা ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়তের সত্যতা আরও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করার জন্য এবং তাদের অন্তরের প্রশান্তির জন্য আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা (মা'ইদাহ) অবতরণের অনুরোধ করেছিল। তাদের এই প্রশ্ন আল্লাহর ক্ষমতার প্রতি সন্দেহ পোষণ করে নয়, বরং নিজেদের ঈমানকে আরও মজবুত করার আকাঙ্ক্ষা থেকে ছিল।

"قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" (তিনি বললেন, 'তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যদি তোমরা মুমিন হও') - ঈসা (আঃ) তাদের এই অনুরোধের জবাবে প্রথমে আল্লাহভীতির উপদেশ দিলেন। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ঈমানদারের উচিত আল্লাহর ক্ষমতার উপর পূর্ণ আস্থা রাখা এবং অযৌক্তিক বা সন্দেহপূর্ণ প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা। মোজেজা চাওয়া দোষের নয়, তবে এর উদ্দেশ্য যেন আল্লাহকে পরীক্ষা করা না হয়।

📖 সূরা আল-মায়েদা আয়াত ১১৩:

"قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ"১

বাংলা অনুবাদ: "তারা বলল, 'আমরা চাই যে আমরা তা থেকে আহার করি এবং আমাদের অন্তর প্রশান্ত হয় এবং আমরা জানতে পারি যে আপনি আমাদেরকে সত্য বলেছেন এবং আমরা তার সাক্ষ্যদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে হাওয়ারীদের তাদের অনুরোধের কারণ স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তারা শুধু অলৌকিক খাবার দেখতে চায়নি, বরং এর মাধ্যমে তাদের তিনটি উদ্দেশ্য ছিল:

১. "نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا" (আমরা চাই যে আমরা তা থেকে আহার করি) - তারা ক্ষুধার নিবৃত্তি করতে চেয়েছিল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা বরকতময় খাবার গ্রহণ করতে চেয়েছিল।

২. "وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا" (এবং আমাদের অন্তর প্রশান্ত হয়) - অলৌকিক নিদর্শন দেখার মাধ্যমে তাদের ঈমান আরও দৃঢ় হবে এবং অন্তরে শান্তি ও স্থিরতা আসবে।

3. "وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ" (এবং আমরা জানতে পারি যে আপনি আমাদেরকে সত্য বলেছেন এবং আমরা তার সাক্ষ্যদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই) - তারা ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়তের সত্যতা সম্পর্কে আরও নিশ্চিত হতে চেয়েছিল এবং এই মোজেজার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে অন্যদের কাছে সাক্ষ্য দিতে চেয়েছিল। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাওয়ারীদের এই চাওয়া ঈমানের দুর্বলতা থেকে ছিল না, বরং ঈমানকে আরও শক্তিশালী করার এবং অন্যদের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর একটি মাধ্যম হিসেবে ছিল।

📖 সূরা আল-মায়েদা আয়াত ১১৪:

"قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ ۖ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ"২

বাংলা অনুবাদ: "ঈসা ইবনে মারইয়াম বললেন, 'হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! আমাদের উপর আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতরণ করুন যা আমাদের প্রথম ও আমাদের পরের জন্য ঈদ হবে এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে। আর আমাদেরকে রিযিক দান করুন এবং আপনিই সর্বোত্তম রিযিকদাতা।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে ঈসা (আঃ)-এর আন্তরিক দোয়া ও আল্লাহর কাছে তাঁর মিনতির বর্ণনা করেছেন। হাওয়ারীদের অনুরোধের পর ঈসা (আঃ) আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন:

- "اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ" (হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! আমাদের উপর আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতরণ করুন) - ঈসা (আঃ) আল্লাহর কাছে আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতরণের জন্য কাতর প্রার্থনা জানালেন।
- "تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا" (যা আমাদের প্রথম ও আমাদের পরের জন্য ঈদ হবে) - এই খাদ্য অবতরণের দিনটি যেন তাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্য আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার দিন হয়। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর অর্থ হলো এই মোজেজা যেন তাদের জন্য একটি স্মরণীয় উৎসবে পরিণত হয়।
- "وَآيَةً مِنْكَ" (এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে) - এই অলৌকিক ঘটনা যেন আল্লাহর ক্ষমতা ও নবুওয়তের সত্যতার একটি স্পষ্ট প্রমাণ হয়।
- "وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ" (আর আমাদেরকে রিযিক দান করুন এবং আপনিই সর্বোত্তম রিযিকদাতা) - ঈসা (আঃ) আল্লাহর কাছে রিযিক চাইলেন, কারণ তিনিই সর্বোত্তম রিযিকদাতা এবং তাঁর দান সর্বশ্রেষ্ঠ।

ঈসা (আঃ)-এর এই দোয়া তাঁর বিনয় ও আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণের পরিচয় বহন করে।

📖 সূরা আল-মায়েদা আয়াত ১১৫:

"قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۖ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ"৩

বাংলা অনুবাদ: "আল্লাহ বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি তা তোমাদের উপর অবতরণ করব। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে এর পরেও কুফরী করবে, তবে নিশ্চয়ই আমি তাকে এমন শাস্তি দেব যা বিশ্বজগতের আর কাউকে দেব না।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ঈসা (আঃ)-এর দোয়ার কবুলিয়াত এবং এর পরবর্তী পরিণতির বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারি বর্ণনা করেছেন। "قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ" (আল্লাহ বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি তা তোমাদের উপর অবতরণ করব') - আল্লাহ তা'আলা হাওয়ারীদের অনুরোধে আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতরণ করার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

"فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ" (অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে এর পরেও কুফরী করবে, তবে নিশ্চয়ই আমি তাকে এমন শাস্তি দেব যা বিশ্বজগতের আর কাউকে দেব না) - আল্লাহ তা'আলা

এই মোজেজা দেখার পরেও যারা ঈমান আনবে না বা কুফরী করবে, তাদের জন্য কঠিন শাস্তির ঘোষণা দিলেন। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, স্পষ্ট নিদর্শন দেখার পরেও সত্য প্রত্যাখ্যান করার শাস্তি অন্যান্য সাধারণ কুফরীর চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহ হবে। কারণ, এর মাধ্যমে আল্লাহর নিদর্শনকে অবজ্ঞা করা হয়।

উপসংহার: এই চারটি আয়াতে (৫:১১২-১১৫) হাওয়ারীদের আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতরণের অনুরোধ, ঈসা (আঃ)-এর দোয়া এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই দোয়ার কবুলিয়াত ও কুফরীর পরিণতির বিষয়ে কঠোর সতর্কবাণী উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) 'আত-তাফসীরুল মাজহারী'-তে এই ঘটনা থেকে মোজেজা দেখার পরেও ঈমানের উপর অবিচল থাকার এবং কুফরী থেকে বেঁচে থাকার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।

▪ সুরা আল-আন'আম-এর অনুবাদ ও তাফসীর: ২০-৩৪ পৃঃ

সুরা আল-আন'আম (৬:১-৩) এর তাফসির মাযহারি অনুযায়ী ব্যাখ্যা উপস্থাপন:

📖 সূরা আল-আন'আম আয়াত ১:

"الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ۖ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ"১

বাংলা অনুবাদ: "সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলো তৈরি করেছেন; তবুও যারা কুফরী করে, তারা তাদের রবের সাথে শরীক স্থাপন করে।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই সূরার শুরুতে আল্লাহ তা'আলার মহিমা ও একত্ববাদের বর্ণনা দিয়েছেন। "الْحَمْدُ لِلَّهِ" (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য) - এই বাক্য দ্বারা সকল প্রকার প্রশংসা ও গুণকীর্তন একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। তিনিই সকল সৃষ্টির উৎস এবং একমাত্র ইবাদতের যোগ্য।

"الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ" (যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন) - আল্লাহ তা'আলার অসীম ক্ষমতার নিদর্শন হলো এই বিশাল আকাশ ও বিস্তৃত পৃথিবী সৃষ্টি করা। এই সৃষ্টির মাধ্যমেই তাঁর একত্ববাদ ও সার্বভৌমত্ব প্রমাণিত হয়।

"وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ" (এবং অন্ধকার ও আলো তৈরি করেছেন) - আল্লাহ তা'আলা বিপরীত দুটি জিনিস - অন্ধকার ও আলো সৃষ্টি করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি রাত ও দিনের আবর্তন এবং জীবনের বিভিন্ন দিককে নিয়ন্ত্রণ করেন। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এখানে 'আল-জুলুমাত' (الظُّلُمَاتِ) বহুবচন ব্যবহার করার কারণ হলো অন্ধকারের বিভিন্ন স্তর ও প্রকারভেদ রয়েছে, পক্ষান্তরে 'আন-নূর' (النُّورَ) একবচন ব্যবহার করার কারণ হলো আলো মূলত একই।

"ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ" (তবুও যারা কুফরী করে, তারা তাদের রবের সাথে শরীক স্থাপন করে) - এত স্পষ্ট নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও যারা কুফরী করে, তারা তাদের রবের সাথে অন্যদেরকে সমতুল্য ও শরীক স্থাপন করে। 'ইয়াদিলুন' (يَعْدِلُونَ) শব্দের অর্থ হলো সমকক্ষ স্থাপন করা বা তুলনা করা। আল্লামা পানিপথী

(রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে সৃষ্টির ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও মানুষ আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্যদেরকে শরীক করে।

📖 সূরা আল-আন'আম আয়াত ২:

"هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا ۖ وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ۖ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ"

বাংলা অনুবাদ: "তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি (তোমাদের জন্য) একটি নির্দিষ্ট কাল নির্ধারণ করেছেন এবং তাঁর কাছে আরেকটি নির্দিষ্ট কাল রয়েছে; তবুও তোমরা সন্দেহ পোষণ করো।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে মানুষের সৃষ্টির সূচনা ও মৃত্যুর অনিবার্যতা এবং অবিশ্বাসীদের সন্দেহপ্রবণতার কথা উল্লেখ করেছেন। "هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ" (তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন) - আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির আদি পিতা আদম (আঃ)-কে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং এরপর মানব বংশ বিস্তার লাভ করেছে। এর মাধ্যমে মানুষের দুর্বল ও নশ্বর উৎপত্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

"ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا" (অতঃপর তিনি (তোমাদের জন্য) একটি নির্দিষ্ট কাল নির্ধারণ করেছেন) - আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের জন্য একটি নির্দিষ্ট জীবনকাল নির্ধারণ করে রেখেছেন, যা পৃথিবীতে তার অবস্থানের সময়সীমা।

"وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ" (এবং তাঁর কাছে আরেকটি নির্দিষ্ট কাল রয়েছে) - এখানে কিয়ামতের দিনের নির্দিষ্ট সময়ের কথা বলা হয়েছে, যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানায়ত্ত। এই দিনেই সকল সৃষ্টির হিসাব নেওয়া হবে।

"ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ" (তবুও তোমরা সন্দেহ পোষণ করো) - এত স্পষ্ট নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও অবিশ্বাসীরা পুনরুত্থান ও কিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, মানুষের উচিত তাদের সৃষ্টির উৎস ও পরিণতির কথা চিন্তা করা এবং সন্দেহ পরিহার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা।

📖 সূরা আল-আন'আম আয়াত ৩:

"وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ۖ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ"

বাংলা অনুবাদ: "আর তিনিই আল্লাহ, আকাশসমূহেও এবং পৃথিবীতেও; তিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জানেন এবং তোমরা যা অর্জন করো তাও তিনি জানেন।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার সর্বব্যাপী জ্ঞান ও ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেছেন। "وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ" (আর তিনিই আল্লাহ, আকাশসমূহেও এবং পৃথিবীতেও) - এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা সর্বত্র বিদ্যমান, তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আকাশ ও পৃথিবী উভয় স্থানেই বিস্তৃত। তিনি স্থানান্তরিত হন না, বরং তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতা সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে।

"يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ" (তিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জানেন) - আল্লাহ তা'আলা মানুষের মনের গোপন চিন্তা ও ইচ্ছাও জানেন, তেমনি তাদের প্রকাশ্য কাজকর্ম সম্পর্কেও তিনি অবগত। কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়।

"وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ" (এবং তোমরা যা অর্জন করো তাও তিনি জানেন) - মানুষ তার জীবনে যা কিছু অর্জন করে, ভালো হোক বা মন্দ হোক, সবই আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই আয়াতটি মানুষকে তাদের সকল কাজকর্ম ও চিন্তাভাবনার ব্যাপারে সতর্ক করে, কারণ সবকিছুই আল্লাহর কাছে সুস্পষ্ট।

উপসংহার: এই তিনটি আয়াতে (৬:১-৩) সূরা আল-আন'আমের সূচনা হয়েছে আল্লাহর প্রশংসা, তাঁর সৃষ্টি ক্ষমতা ও একত্ববাদের ঘোষণার মাধ্যমে। এতে অবিশ্বাসীদের শিরক ও সন্দেহপ্রবণতার নিন্দা করা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার সর্বব্যাপী জ্ঞান ও ক্ষমতার কথা উল্লেখ করে মানুষকে তাঁর প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানানো হয়েছে। আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) 'আত-তাফসীরুল মাজহারী'-তে এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার মহিমা অনুধাবন এবং শিরক ও সন্দেহ পরিহার করে তাঁর আনুগত্য করার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।

সুরা আল-আন'আম (৬:১১-১৩) এর তাফসির মাযহারি অনুযায়ী ব্যাখ্যা উপস্থাপন:

📖 সূরা আল-আন'আম আয়াত ১১:

"قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ"

বাংলা অনুবাদ: "বলুন, 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো, অতঃপর দেখো যারা মিথ্যাবাদী ছিল তাদের পরিণতি কী হয়েছে।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে অবিশ্বাসীদেরকে অতীত জাতিসমূহের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। "قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ" (বলুন, 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো') - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফেরদের উদ্দেশ্যে বলতে বলা হয়েছে যেন তারা বিভিন্ন জনপদে ভ্রমণ করে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর নিদর্শন দেখে।

"ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ" (অতঃপর দেখো যারা মিথ্যাবাদী ছিল তাদের পরিণতি কী হয়েছে) - যারা আল্লাহর রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল এবং আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছিল, তাদের কী ভয়াবহ পরিণতি হয়েছে তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করো। তাদের ঘরবাড়ি, ধ্বংসের চিহ্ন এবং তাদের উপর আপতিত শাস্তি দেখলে তোমরা শিক্ষা লাভ করতে পারবে। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইতিহাস হলো শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। অবিশ্বাসীদের উচিত অতীত জাতিগুলোর ধ্বংসের কারণ অনুসন্ধান করা এবং নিজেদের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক হওয়া।

📖 সূরা আল-আন'আম আয়াত ১২:

"قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُلْ لِلَّهِ ۚ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ"

বাংলা অনুবাদ: "বলুন, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা কার?' বলুন, 'আল্লাহর।' তিনি তাঁর নিজের উপর দয়া (রহমত) লিখে নিয়েছেন। অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে কিয়ামতের দিনে একত্র করবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। যারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তারাই ঈমান আনে না।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্ব, তাঁর অসীম দয়া এবং কিয়ামতের অনিবার্যতা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। "قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" (বলুন, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা কার?') - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবিশ্বাসীদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে বলা হয়েছে যে আকাশ ও পৃথিবীর সকল কিছুর মালিক কে? "قُلْ لِلَّهِ" (বলুন, 'আল্লাহর') - এর স্পষ্ট উত্তর হলো সবকিছু একমাত্র আল্লাহর মালিকানাধীন। তাঁর অনুমতি ব্যতীত কিছুই অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না।

"كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ" (তিনি তাঁর নিজের উপর দয়া (রহমত) লিখে নিয়েছেন) - আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসীম দয়ার গুণে গুণান্বিত। তিনি নিজেই তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়া করার অঙ্গীকার করেছেন। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহর রহমত তাঁর ক্রোধের উপর প্রাধান্য বিস্তারকারী।

"لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ" (অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে কিয়ামতের দিনে একত্র করবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই) - আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের জন্য অবশ্যই একত্রিত করবেন। এই বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

"الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ" (যারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তারাই ঈমান আনে না) - যারা আল্লাহর একত্ববাদ ও রাসূলের রিসালাত অস্বীকার করে, তারাই প্রকৃতপক্ষে নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কারণ, তারা অনন্ত জীবনের সুখ থেকে বঞ্চিত হয় এবং জাহান্নামের শাস্তির উপযুক্ত হয়। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ঈমান না আনার মূল কারণ হলো নিজেদের নফসের প্রতি অবিচার করা।

📖 সূরা আল-আন'আম আয়াত ১৩:

"وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ"

বাংলা অনুবাদ: "আর তাঁরই মালিকানাধীন যা কিছু রাতে ও দিনে স্থির থাকে এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার সর্বব্যাপী কর্তৃত্ব ও জ্ঞানের আরও একটি দিক তুলে ধরেছেন। "وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ" (আর তাঁরই মালিকানাধীন যা কিছু রাতে ও দিনে স্থির থাকে) - রাতে ও দিনে যা কিছু বিদ্যমান, গতিশীল বা স্থির, সবকিছুই একমাত্র আল্লাহর মালিকানাধীন। কোনো কিছুই তাঁর কর্তৃত্বের বাইরে নয়।

"وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" (এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ) - আল্লাহ তা'আলা সবকিছু শোনেন এবং সবকিছু জানেন। কোনো কিছুই তাঁর শ্রবণ ও জ্ঞানের বাইরে নয়। মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য কথা, তাদের কর্ম ও উদ্দেশ্য - সবকিছুই তিনি অবগত। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই আয়াতটি আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা ও জ্ঞানের প্রমাণ বহন করে এবং মানুষকে তাঁর কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করার আহ্বান জানায়।

উপসংহার: এই তিনটি আয়াতে (৬:১১-১৩) অবিশ্বাসীদেরকে অতীত জাতিসমূহের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও অসীম দয়া, কিয়ামতের অনিবার্যতা এবং আল্লাহর সর্বব্যাপী কর্তৃত্ব ও জ্ঞানের বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) 'আত-তাফসীরুল মাজহারী'-তে এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে অবিশ্বাসীদেরকে সত্যের পথে ফিরে আসার এবং আল্লাহর একত্ববাদ ও রাসূলের রিসালাতের প্রতি ঈমান আনার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।

সুরা আল-আন'আম (৬:৩৮-৩৯) এর তাফসির মাযহারি অনুযায়ী ব্যাখ্যা উপস্থাপন:

📖 সূরা আল-আন'আম আয়াত ৩৮:

"وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ"[১]

বাংলা অনুবাদ: "আর পৃথিবীতে বিচরণকারী কোনো প্রাণী নেই এবং নিজ ডানায় উড়ে এমন কোনো পাখি নেই, যা তোমাদের মতো সম্প্রদায় নয়। আমি কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দেইনি; অতঃপর তাদেরকে তাদের রবের কাছে একত্র করা হবে।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে জীবজগতের প্রতি আল্লাহর ব্যাপক জ্ঞান ও ন্যায়বিচারের কথা উল্লেখ করেছেন। "وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ" (আর পৃথিবীতে বিচরণকারী কোনো প্রাণী নেই এবং নিজ ডানায় উড়ে এমন কোনো পাখি নেই, যা তোমাদের মতো সম্প্রদায় নয়) - পৃথিবীতে যত প্রকার জীবজন্তু বিচরণ করে এবং যত প্রকার পাখি আকাশে উড়ে বেড়ায়, তারা সকলেই বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত এবং তাদের নিজস্ব জীবনযাত্রা, স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। 'উমামুন আমসালুকুম' (أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ) এর অর্থ হলো তারা তোমাদের মতোই বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত, যাদের জীবন ধারণের নিজস্ব নিয়ম ও পদ্ধতি রয়েছে। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর মাধ্যমে জীবজগতের প্রতি আল্লাহর ব্যাপক সৃষ্টি নৈপুণ্য ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

"مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ" (আমি কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দেইনি) - এখানে 'আল-কিতাব' (الْكِتَابِ) দ্বারা 'লাওহে মাহফুজ' (লিপিবদ্ধ ভাগ্যলিপি) বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা লাওহে মাহফুজে সকল সৃষ্টির ভাগ্য, জীবনকাল, রিযিক এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয় বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। কিছুই বাদ দেওয়া হয়নি। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর অর্থ কুরআনেও প্রয়োজনীয় সকল মৌলিক নীতি ও হেদায়েত বিদ্যমান রয়েছে, যা মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য যথেষ্ট।

"ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ" (অতঃপর তাদেরকে তাদের রবের কাছে একত্র করা হবে) - কিয়ামতের দিন সকল জীবজন্তু ও পাখিকে তাদের রবের কাছে একত্র করা হবে। তাদেরও বিচার হবে এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করা হবে। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার পূর্ণাঙ্গ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, যেখানে কোনো সৃষ্টির প্রতি অবিচার করা হবে না।

📖 সূরা আল-আন'আম আয়াত ৩৯:

"وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ۚ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ ۖ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ"

বাংলা অনুবাদ: "আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে, তারা বধির ও বোবা, অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ যাকে চান তাকে পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে চান তাকে সরল পথে পরিচালিত করেন।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে আল্লাহর আয়াত অস্বীকারকারীদের অবস্থা ও পরিণতি বর্ণনা করেছেন। "وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ" (আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে, তারা বধির ও বোবা, অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে) - যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ (কুরআন ও রাসূলের বাণী) অস্বীকার করে, তাদের অবস্থা বধির ও বোবার মতো। তারা সত্য কথা শুনতে পায় না এবং সত্যের পক্ষে কোনো কথা বলতেও পারে না। তারা কুফরীর অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে, সত্যের আলো তাদের কাছে পৌঁছায় না। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটি তাদের আধ্যাত্মিক বধিরতা ও বোবাত্বের চিত্র, যার কারণে তারা হেদায়েত লাভ করতে পারে না।

"مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ ۖ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" (আল্লাহ যাকে চান তাকে পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে চান তাকে সরল পথে পরিচালিত করেন) - পথভ্রষ্ট করা এবং সরল পথে পরিচালিত করা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আল্লাহ যার অন্তরে সত্য গ্রহণের আগ্রহ দেখেন না এবং যে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে, তাকে তিনি তার ভ্রান্তিতে ছেড়ে দেন। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি সত্যের অনুসন্ধান করে এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, আল্লাহ তাকে সরল পথে পরিচালিত করেন। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, মানুষের উচিত সর্বদা আল্লাহর কাছে হেদায়েতের জন্য দোয়া করা এবং সত্য গ্রহণের জন্য নিজেদের অন্তরকে উন্মুক্ত রাখা।

উপসংহার: এই দুটি আয়াতে (৬:৩৮-৩৯) জীবজগতের প্রতি আল্লাহর জ্ঞান ও ন্যায়বিচার এবং আল্লাহর আয়াত অস্বীকারকারীদের আধ্যাত্মিক অন্ধত্ব ও পথভ্রষ্টতার কথা বলা হয়েছে। কিয়ামতের দিন সকল সৃষ্টিকে আল্লাহর কাছে একত্র করা হবে এবং আল্লাহ যাকে চান তাকে পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে চান তাকে সরল পথে পরিচালিত করেন। আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) 'আত-তাফসীরুল মাজহারী'-তে এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য ও ন্যায়বিচারের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন এবং সত্য গ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।

সুরা আল-আন'আম (৬:৬০-৬২) এর তাফসির মাযহারি অনুযায়ী ব্যাখ্যা উপস্থাপন:

📖 সূরা আল-আন'আম আয়াত ৬০:

"وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُسَمًّى ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ"১

বাংলা অনুবাদ: "আর তিনিই যিনি রাতে তোমাদেরকে পূর্ণরূপে ধারণ করেন (যেন তোমরা মৃত) এবং দিনে তোমরা যা উপার্জন করো তা তিনি জানেন; অতঃপর তিনি তোমাদেরকে দিনে উঠান, যাতে নির্ধারিত কাল পূর্ণ হয়; অতঃপর তাঁর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জানাবেন যা তোমরা করতে।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ ক্ষমতা ও জ্ঞানের পরিচয় এবং মানুষের জীবন ও মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন করেছেন। "وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ"

(আর তিনিই যিনি রাতে তোমাদেরকে পূর্ণরূপে ধারণ করেন) - রাতে যখন মানুষ ঘুমায়, তখন আল্লাহ তা'আলা সাময়িকভাবে তাদের রুহ কবজ করে নেন, যেন তারা মৃত্যুর অবস্থায় পতিত হয়। 'তাওয়াফফা' (يَتَوَفَّاكُمْ) শব্দের অর্থ পূর্ণরূপে গ্রহণ করা বা ধারণ করা। এখানে ঘুমের অবস্থাকে ছোট মৃত্যু হিসেবে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

"وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ" (এবং দিনে তোমরা যা উপার্জন করো তা তিনি জানেন) - দিনের বেলায় মানুষ যা কিছু ভালো বা মন্দ কাজ করে, আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। 'জারাহতুম' (جَرَحْتُمْ) শব্দের অর্থ উপার্জন করা বা অর্জন করা, তবে এর দ্বারা কৃতকর্মও বোঝানো হয়।

"ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُسَمًّى" (অতঃপর তিনি তোমাদেরকে দিনে উঠান, যাতে নির্ধারিত কাল পূর্ণ হয়) - রাতের ঘুমের পর আল্লাহ তা'আলা আবার মানুষকে জাগিয়ে তোলেন, যাতে তাদের জন্য নির্ধারিত জীবনকাল পূর্ণ হয়। 'আজালুন মুসাম্মা' (أَجَلٌ مُسَمًّى) অর্থ হলো নির্দিষ্ট সময়সীমা।

"ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ" (অতঃপর তাঁর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন) - যখন মানুষের নির্ধারিত জীবনকাল শেষ হবে, তখন সকলের প্রত্যাবর্তন একমাত্র আল্লাহর দিকেই হবে।

"ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" (অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জানাবেন যা তোমরা করতে) - কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তাদের দুনিয়ার জীবনের সকল কাজকর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন এবং সে অনুযায়ী তাদের প্রতিদান দেবেন। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই আয়াতটি মানুষের জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের রহস্য উন্মোচন করে এবং আল্লাহর সর্বব্যাপী জ্ঞান ও ক্ষমতার প্রমাণ বহন করে।

📖 সূরা আল-আন'আম আয়াত ৬১:

"وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ"٢

বাংলা অনুবাদ: "আর তিনিই তাঁর বান্দাদের উপর প্রবল পরাক্রান্ত এবং তিনি তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক প্রেরণ করেন, যতক্ষণ না তোমাদের কারো মৃত্যু আসে, তখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা তার রুহ কবজ করে এবং তারা কোনো ত্রুটি করে না।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার অসীম ক্ষমতা ও ব্যবস্থাপনার কথা উল্লেখ করেছেন। "وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ" (আর তিনিই তাঁর বান্দাদের উপর প্রবল পরাক্রান্ত) - আল্লাহ তা'আলা তাঁর সকল বান্দার উপর পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রাখেন। কেউই তাঁর ইচ্ছের বাইরে যেতে পারে না। 'কাহির' (الْقَاهِرُ) অর্থ প্রবল পরাক্রান্ত ও নিয়ন্ত্রণকারী।

"وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً" (এবং তিনি তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক প্রেরণ করেন) - আল্লাহ তা'আলা মানুষের কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করার জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। 'হাফাজাহ' (حَفَظَةً) অর্থ হলো রক্ষাকারী বা তত্ত্বাবধায়ক। এই ফেরেশতারা মানুষের ভালো ও মন্দ সকল কাজ লিখে রাখেন।

"حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا" (যতক্ষণ না তোমাদের কারো মৃত্যু আসে, তখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা তার রুহ কবজ করে) - যখন কারো মৃত্যুর সময় আসে, তখন আল্লাহর নিযুক্ত ফেরেশতারা (মালাকুল মাউত ও তার সহকারীগণ) তার রুহ কবজ করে নেন। 'রুসুলুনা' (رُسُلُنَا) এখানে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে, যা রুহ কবজের কাজে নিয়োজিত ফেরেশতাদের দলকে বোঝায়।

"وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ" (এবং তারা কোনো ত্রুটি করে না) - রুহ কবজের ক্ষেত্রে ফেরেশতারা আল্লাহর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন এবং কোনো প্রকার ত্রুটি বা বিলম্ব করেন না। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার নিখুঁত ব্যবস্থাপনা এবং মৃত্যুর অনিবার্যতা সম্পর্কে মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

📖 সূরা আল-আন'আম আয়াত ৬২:

"ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ ۖ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ"

বাংলা অনুবাদ: "অতঃপর তাদেরকে তাদের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনা হবে। জেনে রাখো, হুকুম একমাত্র তাঁরই এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে মৃত্যুর পরবর্তী চূড়ান্ত পরিণতির কথা উল্লেখ করেছেন। "ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ" (অতঃপর তাদেরকে তাদের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনা হবে) - মৃত্যুর পর সকল মানুষকে তাদের প্রকৃত মালিক ও অভিভাবক আল্লাহ তা'আলার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে। 'মাওলাহুমুল হাক্ক' (مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ) অর্থ তাদের প্রকৃত অভিভাবক ও সত্যের ধারক আল্লাহ।

"أَلَا لَهُ الْحُكْمُ" (জেনে রাখো, হুকুম একমাত্র তাঁরই) - সেদিন চূড়ান্ত বিচার ও ফয়সালার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই থাকবে। কারো কোনো ক্ষমতা থাকবে না।

"وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ" (এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী) - আল্লাহ তা'আলা অতি দ্রুত সকলের হিসাব গ্রহণ করবেন। তাঁর হিসাব গ্রহণে কোনো বিলম্ব বা জটিলতা হবে না। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই আয়াতটি কিয়ামতের দিনের বিচারের গুরুত্ব এবং আল্লাহর ন্যায়বিচারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মানুষের উচিত দুনিয়ার জীবনে সৎকর্ম করা এবং আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পিত হওয়া।

উপসংহার: এই তিনটি আয়াতে (৬:৬০-৬২) আল্লাহ তা'আলার রাত ও দিনের নিয়ন্ত্রণ, মানুষের কাজকর্মের জ্ঞান, মৃত্যুর অনিবার্যতা, ফেরেশতাদের মাধ্যমে রুহ কবজ, কিয়ামতের দিনে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন এবং তাঁর দ্রুত হিসাব গ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) 'আত-তাফসীরুল মাজহারী'-তে এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে মানুষের জীবন ও মৃত্যুর রহস্য এবং আখিরাতের বিচারের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।

সুরা আল-আন'আম (৬:৭৩-৭৪) এর তাফসির মাযহারি অনুযায়ী ব্যাখ্যা উপস্থাপন:

📖 সূরা আল-আন'আম আয়াত ৭৩:

"وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ الْحَقُّ ۚ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ۚ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ"[১]

বাংলা অনুবাদ: "আর তিনিই যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে; আর যেদিন তিনি বলবেন, 'হও', তখনই তা হয়ে যাবে। তাঁর কথাই সত্য এবং যেদিন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে সেদিন কর্তৃত্ব হবে তাঁরই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী এবং তিনিই প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি ক্ষমতা, কিয়ামতের অনিবার্যতা এবং তাঁর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বর্ণনা দিয়েছেন। "وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ" (আর তিনিই যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে) - আল্লাহ তা'আলা এই বিশাল আকাশ ও বিস্তৃত পৃথিবী অনর্থক সৃষ্টি করেননি, বরং এর প্রতিটি সৃষ্টির পেছনে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও হিকমত রয়েছে। 'বিল হাক্ক' (بِالْحَقِّ) এর অর্থ হলো যথাযথভাবে, ন্যায়সঙ্গতভাবে এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা।

"وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ" (আর যেদিন তিনি বলবেন, 'হও', তখনই তা হয়ে যাবে) - কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তা'আলা পুনরুত্থানের আদেশ দেবেন, তখন তাঁর কেবল 'হও' বলার সঙ্গে সঙ্গেই সবকিছু অস্তিত্ব লাভ করবে। তাঁর ইচ্ছার বাস্তবায়নে কোনো বিলম্ব বা বাধা থাকবে না।

"قَوْلُهُ الْحَقُّ" (তাঁর কথাই সত্য) - আল্লাহ তা'আলার সকল কথা সত্য ও বাস্তব। তাঁর কোনো কথার ব্যতিক্রম হয় না।

"وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ" (এবং যেদিন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে সেদিন কর্তৃত্ব হবে তাঁরই) - যেদিন ইসরাফিল (আঃ) শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেবেন, সেদিন সমগ্র সৃষ্টিজগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকবে। সকল ক্ষমতা ও আধিপত্য সেদিন তাঁরই হবে।

"عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ" (তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী) - আল্লাহ তা'আলা দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সকল কিছুর জ্ঞান রাখেন। কোনো কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়।

"وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ" (এবং তিনিই প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ) - আল্লাহ তা'আলা তাঁর সকল কর্মে প্রজ্ঞাময় এবং সকল বিষয়ে সম্যক অবগত। তাঁর কোনো কাজ হিকমত ও জ্ঞানের বাইরে নয়। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রমাণ বহন করে এবং কিয়ামতের অনিবার্যতা সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করে।

📖 সূরা আল-আন'আম আয়াত ৭৪:

"وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً ۖ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ"

বাংলা অনুবাদ: "আর স্মরণ করো, যখন ইব্রাহীম তার পিতা আযরকে বলল, 'আপনি কি প্রতিমাগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করছেন? নিশ্চয়ই আমি আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে দেখছি।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে ইব্রাহীম (আঃ)-এর তাওহীদের দাওয়াত এবং তাঁর পিতার প্রতি তাঁর আহ্বানের কথা উল্লেখ করেছেন। "وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً" (আর স্মরণ করো, যখন ইব্রাহীম তার পিতা আযরকে বলল, 'আপনি কি প্রতিমাগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করছেন?') - ইব্রাহীম (আঃ) যখন নবুওয়াত লাভ করেন, তখন তিনি সর্বপ্রথম তাঁর পিতাকে

মূর্তি পূজা ত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদত করার আহ্বান জানান। 'আযর' ছিলেন ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতার নাম। 'আসনামান আলিহাতান' (أَصْنَامًا آلِهَةً) অর্থ প্রতিমাগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করা।

"إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ" (নিশ্চয়ই আমি আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে দেখছি) - ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পিতাকে এবং তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের মূর্তি পূজার ভ্রান্তি সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে তারা এক সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত রয়েছে। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইব্রাহীম (আঃ) অত্যন্ত সাহস ও দৃঢ়তার সাথে তাঁর পিতার কুসংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রতিবাদ করেছিলেন এবং তাদেরকে সত্যের পথে আহ্বান জানিয়েছিলেন। এই ঘটনা তাওহীদের দাওয়াতের গুরুত্ব এবং শিরকের ভয়াবহতা তুলে ধরে।

উপসংহার: এই দুটি আয়াতে (৬:৭৩-৭৪) আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি ক্ষমতা, কিয়ামতের অনিবার্যতা, অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং ইব্রাহীম (আঃ)-এর তাওহীদের দাওয়াত ও তাঁর পিতার প্রতি আহ্বানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) 'আত-তাফসীরুল মাজহারী'-তে এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং শিরক পরিহার করার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।

সুরা আল-আন'আম (৬:১১৫-১১৭) এর তাফসির মাযহারি অনুযায়ী ব্যাখ্যা উপস্থাপন:

📖 সূরা আল-আন'আম আয়াত ১১৫:

"وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ"

বাংলা অনুবাদ: "আর তোমার রবের বাণী পরিপূর্ণ হয়েছে সত্য ও ন্যায়ের মাধ্যমে। তাঁর বাণীর কোনো পরিবর্তনকারী নেই এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে কুরআন মাজীদের বৈশিষ্ট্য এবং আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। "وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا" (আর তোমার রবের বাণী পরিপূর্ণ হয়েছে সত্য ও ন্যায়ের মাধ্যমে) - এখানে 'কালিমাতু রাব্বিকা' (كَلِمَةُ رَبِّكَ) দ্বারা কুরআন মাজীদকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার এই বাণী পরিপূর্ণ, এতে কোনো প্রকার মিথ্যা বা ভুল নেই। এটি সম্পূর্ণরূপে সত্য এবং ন্যায়বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর সকল আদেশ-নিষেধ ইনসাফপূর্ণ এবং মানুষের জন্য কল্যাণকর।

"لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ" (তাঁর বাণীর কোনো পরিবর্তনকারী নেই) - আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করার ক্ষমতা কারো নেই। এটি অপরিবর্তনীয় এবং চিরস্থায়ী। কোনো শক্তি বা ষড়যন্ত্র একে বিকৃত করতে পারবে না।

"وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" (এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ) - আল্লাহ তা'আলা সবকিছু শোনেন এবং সবকিছু জানেন। মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য কথা এবং তাদের অন্তরের ইচ্ছাও তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই আয়াতটি কুরআনের সত্যতা ও চিরস্থায়িত্ব এবং আল্লাহ তা'আলার অসীম জ্ঞান ও ক্ষমতার প্রমাণ বহন করে।

📖 সূরা আল-আন'আম আয়াত ১১৬:

"وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ"১

বাংলা অনুবাদ: "আর যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের অনুসরণ করো, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা তো কেবল অনুমানের অনুসরণ করে এবং তারা শুধু মিথ্যা কথা বলে।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে সংখ্যাধিক্যের অনুসরণ করার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন এবং সত্যের মানদণ্ড সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। " وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ" (আর যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের অনুসরণ করো, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে) - অধিকাংশ মানুষ সত্য পথ সম্পর্কে অজ্ঞ এবং তারা কুপ্রবৃত্তি ও ভ্রান্ত ধারণার অনুসরণ করে। যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-ও তাদের অনুসরণ করতেন, তবে তারাও পথভ্রষ্ট হতেন। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য। সত্যের পথে চলতে হলে সংখ্যাধিক্যের অনুসরণ না করে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করা জরুরি।

"إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ" (তারা তো কেবল অনুমানের অনুসরণ করে এবং তারা শুধু মিথ্যা কথা বলে) - অধিকাংশ মানুষ কোনো জ্ঞান বা প্রমাণের ভিত্তিতে কথা বলে না, বরং তারা কেবল অনুমান ও ধারণার উপর নির্ভর করে এবং মিথ্যা রচনা করে। তাদের অনুসরণ সত্যের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই আয়াতটি সত্যের অনুসন্ধানে জ্ঞান ও প্রমাণের গুরুত্ব এবং অন্ধ অনুকরণের কুফল সম্পর্কে সতর্ক করে।

📖 সূরা আল-আন'আম আয়াত ১১৭:

"إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ"

বাংলা অনুবাদ: "নিশ্চয়ই তোমার রব জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনিই জানেন কারা সঠিক পথে আছে।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে কে পথভ্রষ্ট এবং কে হেদায়েতপ্রাপ্ত সে সম্পর্কে চূড়ান্ত জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা - এই বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। "إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ" (নিশ্চয়ই তোমার রব জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে) - আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে ভালো জানেন কে তাঁর সরল পথ থেকে সরে গেছে এবং ভ্রান্ত পথে চলছে।

"وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ" (এবং তিনিই জানেন কারা সঠিক পথে আছে) - তেমনিভাবে, কারা সঠিক পথে আছে, কারা হেদায়েতপ্রাপ্ত এবং কারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকারী, সে সম্পর্কেও আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভালো জানেন। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, মানুষের বাহ্যিক অবস্থা দেখে চূড়ান্ত ফয়সালা করা উচিত নয়, কারণ অন্তরের খবর একমাত্র আল্লাহই জানেন। মানুষের কর্তব্য হলো সত্যের পথে অবিচল থাকা এবং আল্লাহর কাছে হেদায়েতের জন্য প্রার্থনা করা।

উপসংহার: এই তিনটি আয়াতে (৬:১১৫-১১৭) কুরআনের সত্যতা ও চিরস্থায়িত্ব, সংখ্যাধিক্যের অন্ধ অনুসরণ পরিহার করার গুরুত্ব এবং কে পথভ্রষ্ট ও কে হেদায়েতপ্রাপ্ত সে সম্পর্কে আল্লাহর চূড়ান্ত জ্ঞানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) 'আত-তাফসীরুল মাজহারী'-তে এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করার এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।

সুরা আল-আন'আম (৫: ১৫১-১৫৩) এর তাফসির মাযহারি অনুযায়ী ব্যাখ্যা উপস্থাপন:

📖 **সূরা আল-আন'আম আয়াত ১৫১:**

"قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ"[১]

বাংলা অনুবাদ: "বলুন, 'এসো, তোমাদের রব তোমাদের উপর যা হারাম করেছেন তা আমি তেলাওয়াত করি; তা এই যে, তোমরা তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে এবং দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না; আমিই তোমাদেরকে রিযিক দেই এবং তাদেরকেও; আর তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন কোনো অশ্লীল কাজের কাছেও যাবে না এবং আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তোমরা তাকে হত্যা করবে না। এগুলোর নির্দেশ তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পারো।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দাদের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিধি-নিষেধ ও অধিকারের কথা উল্লেখ করেছেন। "قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ" (বলুন, 'এসো, তোমাদের রব তোমাদের উপর যা হারাম করেছেন তা আমি তেলাওয়াত করি') - রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে কাফের ও মুশরিকদেরকে আহ্বান করে বলতে বলা হচ্ছে যে আল্লাহ তাদের উপর কী কী হারাম করেছেন তা তিনি তাদের কাছে বর্ণনা করবেন।

এখানে প্রধান হারাম কাজগুলো হলো:

- "أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا" (তোমরা তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না) - এটি সবচেয়ে বড় হারাম কাজ। আল্লাহর সাথে কোনো প্রকার অংশীদার স্থাপন করা যাবে না।
- "وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا" (এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে) - পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করা, তাদের সেবা করা এবং তাদের অধিকার রক্ষা করা অপরিহার্য।
- "وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ" (এবং দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না; আমিই তোমাদেরকে রিযিক দেই এবং তাদেরকেও) - দারিদ্র্যের আশঙ্কায় সন্তান হত্যা করা জঘন্য অপরাধ। আল্লাহই সকলের রিযিকদাতা।
- "وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ" (আর তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন কোনো অশ্লীল কাজের কাছেও যাবে না) - সকল প্রকার প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা পরিহার করা আবশ্যক।

- "وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ" (এবং আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তোমরা তাকে হত্যা করবে না) - শরীয়তের বিধান অনুযায়ী যথার্থ কারণ (যেমন: মৃত্যুদণ্ড, আত্মরক্ষা) ছাড়া কোনো জীবন হরণ করা হারাম।

"ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ" (এগুলোর নির্দেশ তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পারো) - আল্লাহ তা'আলা এই নির্দেশগুলো দিয়েছেন যাতে মানুষ এগুলো অনুধাবন করে এবং তাদের জীবনে বাস্তবায়ন করে।

📖 সূরা আল-আন'আম আয়াত ১৫২:

"وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ"٢

বাংলা অনুবাদ: "আর তোমরা ইয়াতীমের সম্পদের কাছেও যেয়ো না, তবে উত্তম পন্থায়, যতক্ষণ না সে তার পূর্ণ বয়সে পৌঁছে। আর তোমরা ন্যায্যভাবে পরিপূর্ণভাবে পরিমাপ করবে ও ওজন করবে। আমি কোনো ব্যক্তিকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেই না। আর যখন তোমরা কথা বলবে, তখন ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে, যদিও সে আত্মীয় হয়। আর আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। এগুলোর নির্দেশ তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও আর্থিক বিধি-নিষেধের কথা উল্লেখ করেছেন।

- "وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ" (আর তোমরা ইয়াতীমের সম্পদের কাছেও যেয়ো না, তবে উত্তম পন্থায়, যতক্ষণ না সে তার পূর্ণ বয়সে পৌঁছে) - ইয়াতীমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে এবং তার কল্যাণের জন্য ব্যবহার করতে হবে। যখন সে সাবালক হবে তখন তার সম্পদ তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।
- "وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ" (আর তোমরা ন্যায্যভাবে পরিপূর্ণভাবে পরিমাপ করবে ও ওজন করবে) - ব্যবসা-বাণিজ্যে ও লেনদেনে সঠিক পরিমাপ ও ওজন ব্যবহার করা অপরিহার্য। কোনো প্রকার কমবেশি করা হারাম।
- "لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا" (আমি কোনো ব্যক্তিকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেই না) - আল্লাহ তা'আলা কারো উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না।
- "وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ" (আর যখন তোমরা কথা বলবে, তখন ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে, যদিও সে আত্মীয় হয়) - সাক্ষ্য দেওয়া বা কোনো বিষয়ে মতামত দেওয়ার সময় ন্যায় ও সত্যের উপর অটল থাকতে হবে, এমনকি যদি সেই সত্য কারো নিকটাত্মীয়ের বিরুদ্ধেও যায়।
- "وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا" (আর আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করবে) - আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গীকার এবং মানুষের সাথে কৃত সকল বৈধ চুক্তি ও ওয়াদা পূরণ করা আবশ্যক।

"ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ" (এগুলোর নির্দেশ তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো) - আল্লাহ তা'আলা এই নির্দেশগুলো দিয়েছেন যাতে মানুষ এগুলো স্মরণ রাখে এবং তাদের জীবনে মেনে চলে।

📖 সূরা আল-আন'আম আয়াত ১৫৩:

"وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"৩

বাংলা অনুবাদ: "আর নিশ্চয়ই এটা আমার সরল পথ, সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ করো এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এগুলোর নির্দেশ তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে ইসলামের সরল পথের অনুসরণ এবং অন্যান্য ভ্রান্ত পথ পরিহার করার গুরুত্বের কথা বলেছেন। "وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ" (আর নিশ্চয়ই এটা আমার সরল পথ, সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ করো) - আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে ইসলামই হলো সরল, সঠিক ও মুক্তির পথ। সকল মানুষকে এই পথের অনুসরণ করতে হবে।

"وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ" (এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে) - ইসলামের পথ ছাড়া অন্য সকল ভ্রান্ত পথ ও মতবাদ অনুসরণ করা নিষিদ্ধ। এগুলো মানুষকে আল্লাহর সরল পথ থেকে দূরে সরিয়ে বিপথগামী করে।

"ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" (এগুলোর নির্দেশ তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো) - আল্লাহ তা'আলা এই সুস্পষ্ট নির্দেশগুলো দিয়েছেন যাতে মানুষ তাকওয়া (আল্লাহভীতি) অবলম্বন করে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই আয়াতটি ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও শরীয়তের মূলনীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং একমাত্র আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলার আহ্বান জানায়।

উপসংহার: এই তিনটি আয়াতে (৬:১৫১-১৫৩) আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু মৌলিক বিধি-নিষেধ ও অধিকারের কথা উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে শিরক পরিহার, পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার, সন্তান হত্যা না করা, অশ্লীলতা পরিহার, ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া নরহত্যা না করা, ইয়াতীমের সম্পদ রক্ষা করা, ওজনে কারচুপি না করা, ন্যায়সঙ্গত কথা বলা, আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করা এবং একমাত্র ইসলামের সরল পথের অনুসরণ করা। আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) 'আত-তাফসীরুল মাজহারী'-তে এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা তুলে ধরেছেন।

সুরা আল-আন'আম (৬:১৬৪-১৬৫) এর তাফসির মাযহারি অনুযায়ী ব্যাখ্যা উপস্থাপন:

📖 সূরা আল-আন'আম আয়াত ১৬৪:

"قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ"১

বাংলা অনুবাদ: "বলুন, 'আমি কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য রব অনুসন্ধান করব, অথচ তিনিই সকল কিছুর রব?' আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করে তা তারই উপর বর্তায় এবং কোনো বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না; অতঃপর তোমাদের রবের দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তখন তিনি তোমাদেরকে জানাবেন যে বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করতে।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে তাওহীদের অকাট্য প্রমাণ এবং ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও আখিরাতের বিচারের নীতি বর্ণনা করেছেন। " قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ" (বলুন, 'আমি কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য রব অনুসন্ধান করব, অথচ তিনিই সকল কিছুর রব?') - রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে মুশরিকদের উদ্দেশ্যে বলতে বলা হয়েছে যে কিভাবে তিনি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে রব হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন, जबकि একমাত্র আল্লাহই সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও নিয়ন্ত্রক। অন্য কোনো সত্তার রব হওয়ার যোগ্যতা নেই।

"وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا" (আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করে তা তারই উপর বর্তায়) - প্রত্যেক ব্যক্তি তার ভালো বা মন্দ কাজের ফল ভোগ করবে। কারো কর্মের দায়ভার অন্য কারো উপর বর্তাবে না। এটি ব্যক্তিগত দায়িত্বের নীতি।

"وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ" (এবং কোনো বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না) - কিয়ামতের দিন কেউ অন্যের পাপের বোঝা বহন করবে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মের জন্য দায়ী থাকবে। এটি ন্যায়বিচারের নীতি।

"ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ" (অতঃপর তোমাদের রবের দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তখন তিনি তোমাদেরকে জানাবেন যে বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করতে) - অবশেষে সকল মানুষের প্রত্যাবর্তন আল্লাহ তা'আলার দিকেই হবে। সেদিন তিনি তাদেরকে তাদের সকল মতবিরোধপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে অবগত করবেন এবং সত্য-মিথ্যার চূড়ান্ত ফয়সালা করবেন। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই আয়াতটি তাওহীদের অপরিহার্যতা, ব্যক্তিগত দায়িত্বের গুরুত্ব এবং আখিরাতের বিচারের অনিবার্যতা তুলে ধরে।

📖 সূরা আল-আন'আম আয়াত ১৬৫:

"وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ"২

বাংলা অনুবাদ: "আর তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন এবং তোমাদের একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন। নিশ্চয়ই তোমার রব দ্রুত শাস্তিদানকারী এবং নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান, সামাজিক স্তরবিন্যাস এবং আল্লাহর পরীক্ষা ও তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। "وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ" (আর তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন) - আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে জ্ঞান, বুদ্ধি ও ক্ষমতা দিয়েছেন যাতে তারা পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। 'খালাইফ' (خَلَائِفَ) অর্থ হলো প্রতিনিধি বা উত্তরাধিকারী।

"وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ" (এবং তোমাদের একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন) - আল্লাহ তা'আলা সমাজে বিভিন্ন স্তরের মানুষ সৃষ্টি করেছেন; কেউ ধনী, কেউ দরিদ্র, কেউ শক্তিশালী, কেউ দুর্বল, কেউ জ্ঞানী, কেউ অজ্ঞ। এই স্তরবিন্যাসের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ মানুষকে তাদের প্রদত্ত নিয়ামত (ধন, জ্ঞান, ক্ষমতা ইত্যাদি) দ্বারা পরীক্ষা করবেন যে তারা কিভাবে তা ব্যবহার করে এবং অন্যের প্রতি কেমন আচরণ করে।

"إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ" (নিশ্চয়ই তোমার রব দ্রুত শাস্তিদানকারী এবং নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু) - যারা আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে না এবং অন্যের প্রতি অবিচার করে, তাদের জন্য আল্লাহর শাস্তি অতি দ্রুত আসবে। তবে যারা নিজেদের ভুল স্বীকার করে অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহর পথে ফিরে আসে, তাদের জন্য আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই আয়াতটি পৃথিবীতে মানুষের দায়িত্ব, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং আল্লাহর শাস্তির ভয় ও ক্ষমার আশার সমন্বয় ঘটায়।

উপসংহার: এই দুটি আয়াতে (৬:১৬৪-১৬৫) তাওহীদের অকাট্য প্রমাণ, ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও আখিরাতের বিচারের নীতি এবং পৃথিবীতে মানুষের প্রতিনিধিত্ব, সামাজিক স্তরবিন্যাস ও আল্লাহর পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা দ্রুত শাস্তিদানকারী এবং একইসাথে ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) 'আত-তাফসীরুল মাজহারী'-তে এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর রহমত ও শাস্তির বিষয়ে সতর্ক থাকার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।

▪ সুরা আল-আরাফ-এর অনুবাদ ও তাফসীর: ৩৫-৪৬

সুরা আল-আরাফ (৭:৬-৮) এর তাফসির মাযহারি অনুযায়ী ব্যাখ্যা উপস্থাপন:

📖 সূরা আল-আ'রাফ আয়াত ৬:

"فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ"

বাংলা অনুবাদ: "অতএব অবশ্যই আমি সেই সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করব যাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল এবং অবশ্যই আমি রাসূলগণকেও জিজ্ঞাসা করব।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে কিয়ামতের দিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিত্র তুলে ধরেছেন। আল্লাহ তা'আলা সেদিন উভয় পক্ষকে - যাদের কাছে রাসূল পাঠানো

হয়েছিল এবং স্বয়ং রাসূলগণকে - জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। "فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ" (অতএব অবশ্যই আমি সেই সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করব যাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল) - আল্লাহ তা'আলা সেই সকল উম্মতকে জিজ্ঞাসা করবেন যারা তাদের কাছে প্রেরিত রাসূলদের দাওয়াতের প্রতি কেমন সাড়া দিয়েছিল, তারা রাসূলদের কথা বিশ্বাস করেছিল কিনা এবং আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলেছিল কিনা।

"وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ" (এবং অবশ্যই আমি রাসূলগণকেও জিজ্ঞাসা করব) - আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণকেও জিজ্ঞাসা করবেন যে তারা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছিলেন কিনা, তারা তাদের উম্মতদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন কিনা এবং তারা তাদের দাওয়াতের ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি করেছিলেন কিনা। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই জিজ্ঞাসাবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে এবং এর মাধ্যমেই প্রত্যেকের কর্মের প্রকৃত মূল্যায়ন করা হবে।

📖 সূরা আল-আ'রাফ আয়াত ৭:

"فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ ۖ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ"

বাংলা অনুবাদ: "অতএব অবশ্যই আমি তাদেরকে জ্ঞান অনুযায়ী সবকিছু বিবৃত করব এবং আমি তো অনুপস্থিত ছিলাম না।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে কিয়ামতের দিনের বিচারের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। "فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ" (অতএব অবশ্যই আমি তাদেরকে জ্ঞান অনুযায়ী সবকিছু বিবৃত করব) - আল্লাহ তা'আলা সেদিন তাদের সামনে তাদের সকল কাজকর্ম জ্ঞান অনুযায়ী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করবেন। কোনো প্রকার ভুল বা অস্পষ্টতা থাকবে না।

"وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ" (এবং আমি তো অনুপস্থিত ছিলাম না) - আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ এবং সর্বত্র বিরাজমান। তিনি তাদের সকল কাজকর্ম প্রত্যক্ষ করেছেন এবং কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে ছিল না। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই বাক্য দ্বারা আল্লাহর সর্বব্যাপী জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সেদিন কোনো বান্দা আল্লাহর কাছে কিছুই গোপন করতে পারবে না এবং তাদের সকল কৃতকর্মের হিসাব দেওয়া হবে।

📖 সূরা আল-আ'রাফ আয়াত ৮:

"وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ"

বাংলা অনুবাদ: "আর সেদিন ওজন হবে সত্য। সুতরাং যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে কিয়ামতের দিনের বিচারের মানদণ্ড বর্ণনা করেছেন। "وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ" (আর সেদিন ওজন হবে সত্য) - সেদিন আমলের ওজন নেওয়া হবে এবং সেই ওজন হবে ন্যায় ও সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। কোনো প্রকার অবিচার বা পক্ষপাতিত্ব করা হবে না। 'আল-ওয়াজন' (الْوَزْنُ) দ্বারা মানুষের ভালো ও মন্দ আমলের ওজন বোঝানো হয়েছে, যা মীযানে মাপা হবে।

"فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ" (সুতরাং যাদের পাল্লা ভারী হবে) - যাদের ভালো আমলের পাল্লা মন্দ আমলের পাল্লার চেয়ে ভারী হবে।

"فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" (তারাই হবে সফলকাম) - তারাই সেদিন আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করে সফলকাম হবে। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, মানুষের উচিত দুনিয়ার জীবনে বেশি বেশি সৎকর্ম করা যাতে কিয়ামতের দিন তাদের নেকীর পাল্লা ভারী হয় এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে।

উপসংহার: এই তিনটি আয়াতে (৭:৬-৮) কিয়ামতের দিনের জিজ্ঞাসাবাদ, আল্লাহর সর্বব্যাপী জ্ঞান অনুযায়ী বিচার এবং সেই দিনের বিচারের মানদণ্ড ও সফলকামদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সেদিন রাসূল ও উম্মত উভয়কেই জিজ্ঞাসা করবেন এবং জ্ঞান অনুযায়ী সকলের কর্মের হিসাব নেবেন। যাদের নেকীর পাল্লা ভারী হবে, তারাই সেদিন সফলকাম হবে। আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) 'আত-তাফসীরুল মাজহারী'-তে এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে মুমিনদেরকে আখিরাতের বিচারের ভয়াবহতা স্মরণ করিয়ে দেন এবং সৎকর্মের প্রতি উৎসাহিত করেন।

সুরা আল-আরাফ (৭:১০-১২) এর তাফসির মাযহারি অনুযায়ী ব্যাখ্যা উপস্থাপন:

📖 সূরা আল-আ'রাফ আয়াত ১০:

"وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ"

বাংলা অনুবাদ: "আর অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করেছি এবং তোমাদের জন্য তাতে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি; তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে মানবজাতির উপর আল্লাহ তা'আলার দুটি বড় নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন। "وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ" (আর অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করেছি) - আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে পৃথিবীতে বসবাসের ও কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা দান করেছেন। তাদেরকে জ্ঞান, বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি দিয়েছেন যার মাধ্যমে তারা পৃথিবীর সম্পদ ব্যবহার করতে এবং নিজেদের জীবনযাত্রাকে উন্নত করতে পারে।

"وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ" (এবং তোমাদের জন্য তাতে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি) - আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, পানীয়, বাসস্থান এবং অন্যান্য উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। বিভিন্ন প্রকার ফসল, ফল, পশু-পাখি ও খনিজ সম্পদ মানুষের জীবিকার উৎস।

"قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ" (তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো) - এত বড় নিয়ামত দান করার পরেও মানুষ আল্লাহর প্রতি খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর নিয়ামত ভোগ করে কিন্তু তাঁর শুকরিয়া আদায় করে না এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে না। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, মানুষের উচিত এই নিয়ামতগুলোর কদর করা এবং আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ থাকা।

📖 সূরা আল-আ'রাফ আয়াত ১১:

"وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ"১

বাংলা অনুবাদ: "আর অবশ্যই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তোমাদের আকৃতি দিয়েছি, অতঃপর আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, 'তোমরা আদমকে সিজদা করো', তখন ইবলীস ব্যতীত সকলে সিজদা করল; সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি, মানুষের মর্যাদা এবং ইবলীসের অহংকার ও অবাধ্যতার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। "وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ" (আর অবশ্যই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তোমাদের আকৃতি দিয়েছি) - এখানে 'তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি' দ্বারা মূলত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টিকে বোঝানো হয়েছে, কারণ তিনিই মানবজাতির আদি পিতা। এরপর 'তোমাদের আকৃতি দিয়েছি' দ্বারা মানব সন্তানের সুন্দর ও সুষম গঠন এবং বিভিন্ন প্রকার বৈশিষ্ট্য দান করার কথা বলা হয়েছে।

"ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ" (অতঃপর আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, 'তোমরা আদমকে সিজদা করো', তখন ইবলীস ব্যতীত সকলে সিজদা করল; সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না) - আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে আদম (আঃ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য সিজদা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং সকল ফেরেশতা আল্লাহর আদেশ পালন করেছিল। কিন্তু ইবলীস (শয়তান) অহংকারবশত সিজদা করতে অস্বীকার করেছিল। সে নিজেকে আদম (আঃ)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করত, কারণ সে আগুনের তৈরি আর আদম (আঃ) মাটির তৈরি। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই ঘটনা ইবলীসের প্রথম অবাধ্যতা এবং অহংকারের কুফলের একটি জ্বলন্ত উদাহরণ।

📖 সূরা আল-আ'রাফ আয়াত ১২:

"قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ"

বাংলা অনুবাদ: "তিনি বললেন, 'যখন আমি তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কিসে তোমাকে সিজদা করতে বাধা দিল?' সে বলল, 'আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ; আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার সাথে ইবলীসের কথোপকথন এবং ইবলীসের অহংকারের মূল কারণ বর্ণনা করেছেন। "قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ" (তিনি বললেন, 'যখন আমি তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কিসে তোমাকে সিজদা করতে বাধা দিল?') - আল্লাহ তা'আলা ইবলীসকে তার সিজদা না করার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

"قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ" (সে বলল, 'আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ; আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন') - ইবলীস তার সিজদা না করার কারণ হিসেবে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করল। সে বলল যে আল্লাহ তাকে আগুনের তৈরি করেছেন, যা মাটির চেয়ে উন্নত। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইবলীসের এই যুক্তি ছিল সম্পূর্ণ ভুল ও ভিত্তিহীন। আল্লাহর আদেশ পালন করাই ছিল তার কর্তব্য। তার এই অহংকার ও আল্লাহর আদেশের প্রতি অবজ্ঞা তাকে আল্লাহর রহমত থেকে

দূরে সরিয়ে দিয়েছে এবং অভিশপ্ত করেছে। এই ঘটনা থেকে মানুষের জন্য শিক্ষা হলো, কখনোই অহংকার করা উচিত নয় এবং আল্লাহর সকল আদেশ নিঃশর্তভাবে মেনে চলা উচিত।

উপসংহার: এই তিনটি আয়াতে (৭:১০-১২) আল্লাহ তা'আলার মানবজাতির উপর নিয়ামত, আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি ও মর্যাদা এবং ইবলীসের অহংকার ও অবাধ্যতার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) 'আত-তাফসীরুল মাজহারী'-তে এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার, অহংকার পরিহার করার এবং আল্লাহর সকল আদেশ মেনে চলার গুরুত্ব অনুধাবন করিয়েছেন।

সুরা আল-আরাফ (৭:২১-২৩) এর তাফসির মাযহারি অনুসারে ব্যাখ্যা উপস্থাপন:

📖 সূরা আল-আ'রাফ আয়াত ২১:

"وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ"

বাংলা অনুবাদ: "এবং সে (শয়তান) তাদের উভয়ের কাছে কসম করে বলল, 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উভয়ের হিতাকাঙ্ক্ষী।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-কে প্রতারিত করার জন্য শয়তানের চাতুর্যপূর্ণ কৌশল বর্ণনা করেছেন। "وَقَاسَمَهُمَا" (এবং সে তাদের উভয়ের কাছে কসম করে বলল) - শয়তান আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-এর বিশ্বাস অর্জনের জন্য আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম খেয়েছিল। 'কাসাম' অর্থ শপথ করা।

"إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ" (নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উভয়ের হিতাকাঙ্ক্ষী) - শয়তান তাদেরকে এই ফল ভক্ষণে উৎসাহিত করার জন্য মিথ্যাভাবে বলেছিল যে সে তাদের কল্যাণ চায় এবং তাদের ভালোর জন্যই এই পরামর্শ দিচ্ছে। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, শয়তান মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়। এই আয়াতে তার একটি জঘন্য কৌশল প্রকাশ পেয়েছে।

📖 সূরা আল-আ'রাফ আয়াত ২২:

"فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ"[১]

বাংলা অনুবাদ: "অতঃপর সে তাদেরকে প্রতারণার মাধ্যমে পদস্খলিত করল। যখন তারা বৃক্ষের ফল আস্বাদন করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে গেল এবং তারা জান্নাতের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে ঢাকতে লাগল। আর তাদের রব তাদেরকে ডেকে বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে ঐ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি এবং তোমাদেরকে বলিনি যে শয়তান তোমাদের উভয়ের প্রকাশ্য শত্রু?"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে শয়তানের প্রতারণার ফল এবং আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-এর অনুতাপের চিত্র বর্ণনা করেছেন। "فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ" (অতঃপর সে তাদেরকে প্রতারণার মাধ্যমে পদস্খলিত করল) - শয়তান তার মিথ্যা কসম ও প্রলোভনের মাধ্যমে আদম (আঃ)

ও হাওয়া (আঃ)-কে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণে প্ররোচিত করতে সক্ষম হলো। 'দাল্লা' অর্থ পদস্খলিত করা এবং 'গুরুর' অর্থ প্রতারণা।

"فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا" (যখন তারা বৃক্ষের ফল আস্বাদন করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে গেল) - নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের উপর থেকে জান্নাতের পোশাক সরে গেল এবং তাদের লজ্জাস্থান উন্মোচিত হয়ে পড়ল।

"وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ" (এবং তারা জান্নাতের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে ঢাকতে লাগল) - নিজেদের লজ্জাস্থান আবৃত করার জন্য তারা দ্রুত জান্নাতের পাতা সংগ্রহ করে নিজেদের শরীরে লাগাতে শুরু করলেন।

"وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ" (আর তাদের রব তাদেরকে ডেকে বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে ঐ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি এবং তোমাদেরকে বলিনি যে শয়তান তোমাদের উভয়ের প্রকাশ্য শত্রু?') - আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ডেকে ভর্ৎসনা করলেন এবং স্মরণ করিয়ে দিলেন যে তিনি তাদেরকে ঐ নির্দিষ্ট বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছিলেন এবং শয়তান তাদের উভয়ের প্রকাশ্য শত্রু একথাও জানিয়েছিলেন। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই ঘটনায় আল্লাহর আদেশ অমান্য করার তাৎক্ষণিক পরিণতি এবং শয়তানের শত্রুতা সম্পর্কে মানুষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে।

📖 সূরা আল-আ'রাফ আয়াত ২৩:

"قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ"

বাংলা অনুবাদ: "তারা উভয়ে বলল, 'হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি। আর যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-এর অনুতাপ ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার আন্তরিকতা বর্ণনা করেছেন। "قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا" (তারা উভয়ে বলল, 'হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি') - তারা উভয়ে নিজেদের ভুল স্বীকার করে আল্লাহর কাছে মিনতি জানাল এবং বলল যে তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে নিজেদের আত্মার উপর অবিচার করেছে।

"وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ" (আর যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব) - তারা আল্লাহর ক্ষমা ও দয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বলল যে যদি আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং তাদের প্রতি রহম না করেন, তবে তারা নিশ্চিতভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে গণ্য হবে। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই দোয়া অনুতাপের আন্তরিকতা এবং আল্লাহর ক্ষমার প্রতি গভীর প্রত্যাশা প্রকাশ করে। এই দোয়া সকল গুনাহগার বান্দার জন্য অনুকরণীয়, যারা নিজেদের ভুলের জন্য অনুতপ্ত এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও দয়া প্রার্থী।

উপসংহার: এই তিনটি আয়াতে (৭:২১-২৩) শয়তানের প্রতারণা, আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-এর নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ, তাদের লজ্জাস্থান প্রকাশ হওয়া এবং আল্লাহর কাছে তাদের আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) 'আত-তাফসীরুল মাজহারী'-তে এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে শয়তানের ধোঁকা থেকে সতর্ক থাকা, আল্লাহর আদেশ অমান্য করার পরিণতি এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।

সুরা আল-আরাফ (৭:৪০-৪১) এর তাফসির মাযহারি অনুসারে ব্যাখ্যা উপস্থাপন:

📖 সূরা আল-আ'রাফ আয়াত ৪০:

"إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ"

বাংলা অনুবাদ: "নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে এবং সেগুলোর ব্যাপারে অহংকার করেছে, তাদের জন্য আকাশের দ্বারসমূহ খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না উট সূঁচের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে। আর এভাবেই আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে কাফের ও অহংকারীদের ভয়াবহ পরিণতি বর্ণনা করেছেন। "إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا" (নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে এবং সেগুলোর ব্যাপারে অহংকার করেছে) - যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ (কুরআন ও রাসূলের বাণী) অস্বীকার করেছে এবং অহংকারবশত তা মানতে রাজি হয়নি।

"لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ" (তাদের জন্য আকাশের দ্বারসমূহ খোলা হবে না) - তাদের আমল ও দোয়া আল্লাহর কাছে পৌঁছাবে না এবং তাদের রুহ ঊর্ধ্বাকাশে ascent করার অনুমতি পাবে না। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর অর্থ হলো তাদের কোনো সৎকর্ম আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

"وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ" (এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না উট সূঁচের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে) - উটের সূঁচের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করা যেমন অসম্ভব, তেমনি যারা আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করে ও অহংকার করে তাদের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করাও অসম্ভব। এটি একটি চরম দৃষ্টান্ত যার মাধ্যমে তাদের চিরস্থায়ীভাবে জান্নাত থেকে বঞ্চিত থাকার কথা বলা হয়েছে।

"وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ" (আর এভাবেই আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি) - যারা আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করে এবং অহংকার করে, তাদের জন্য এটাই আল্লাহর শাস্তি। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই আয়াতটি অবিশ্বাস ও অহংকারের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে কঠোর সতর্কবার্তা।

📖 সূরা আল-আ'রাফ আয়াত ৪১:

"لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ"

বাংলা অনুবাদ: "তাদের জন্য জাহান্নামের শয্যা থাকবে এবং তাদের উপরে থাকবে আচ্ছাদন। আর এভাবেই আমি জালিমদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে অবিশ্বাসীদের জাহান্নামের শাস্তির বিবরণ দিয়েছেন। "لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ" (তাদের জন্য জাহান্নামের শয্যা থাকবে) - জাহান্নামের আগুনই হবে তাদের বিছানা, যেখানে তারা শয়ন করবে এবং আরামের পরিবর্তে যন্ত্রণাই অনুভব করবে।
"وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ" (এবং তাদের উপরে থাকবে আচ্ছাদন) - তাদের উপরে আগুনের আচ্ছাদন থাকবে, যা তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রাখবে এবং অসহ্য যন্ত্রণা দেবে। 'গাওয়াশ' (غَوَاشٍ) অর্থ হলো আচ্ছাদন বা আবরণ।
"وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ" (আর এভাবেই আমি জালিমদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি) - যারা আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করে এবং নিজেদের আত্মার উপর জুলুম করে, তাদের জন্য এটাই আল্লাহর শাস্তি। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই আয়াতটি জাহান্নামের ভয়াবহতা এবং জালিমদের জন্য নির্ধারিত কঠিন শাস্তির চিত্র তুলে ধরে। মানুষের উচিত কুফর ও জুলুম পরিহার করে আল্লাহর পথে ফিরে আসা।
উপসংহার: এই দুটি আয়াতে (৭:৪০-৪১) যারা আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করে ও অহংকার করে তাদের জন্য আকাশের দরজা বন্ধ করে দেওয়া এবং জান্নাতে প্রবেশে বাধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তাদের জন্য জাহান্নামের আগুনের শয্যা ও আচ্ছাদনের শাস্তির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) 'আত-তাফসীরুল মাজহারী'-তে এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে অবিশ্বাস ও অহংকারের ভয়াবহ পরিণতি এবং আখিরাতের কঠিন শাস্তি সম্পর্কে মুমিনদেরকে সতর্ক করেছেন।

সুরা আল-আরাফ (৭:৪৮-৫০) এর তাফসির মাযহারি অনুসারে ব্যাখ্যা উপস্থাপন:

📖 সূরা আল-আ'রাফ আয়াত ৪৮:

"وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ"১

বাংলা অনুবাদ: "আর আ'রাফের অধিবাসীরা এমন কিছু লোককে ডেকে বলবে যাদেরকে তারা তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনতে পারবে, তারা বলবে, 'তোমাদের দলবল ও তোমাদের ঔদ্ধত্য তোমাদের কোনো কাজে আসেনি।"
তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে আ'রাফের অধিবাসীদের একটি কথোপকথন তুলে ধরেছেন। আ'রাফ হলো জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটি স্থান, যেখানে কিছু লোক তাদের নেকী ও বদীর পরিমাণে সমতার কারণে অবস্থান করবে। "وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ" (আর আ'রাফের অধিবাসীরা এমন কিছু লোককে ডেকে বলবে যাদেরকে তারা তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনতে পারবে) - আ'রাফের অধিবাসীরা জাহান্নামের দিকে তাকিয়ে কিছু কাফেরকে তাদের চেহারার কালো ও বিকৃত অবস্থা দেখে চিনতে পারবে এবং তাদেরকে ডেকে বলবে।
"قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ" (তারা বলবে, 'তোমাদের দলবল ও তোমাদের ঔদ্ধত্য তোমাদের কোনো কাজে আসেনি') - আ'রাফের অধিবাসীরা ঐ কাফেরদেরকে তিরস্কার করে বলবে যে দুনিয়াতে তোমরা তোমাদের অনুসারীদের সংখ্যা ও নিজেদের ধন-সম্পদ নিয়ে গর্ব করতে এবং আল্লাহর আয়াত ও মুমিনদের অবজ্ঞা করতে। কিন্তু আজ তোমাদের সেই দলবল ও ঔদ্ধত্য তোমাদের কোনো উপকারে আসেনি এবং আল্লাহর

শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারেনি। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই তিরস্কার কাফেরদের চরম হতাশা ও অনুতাপ আরও বাড়িয়ে দেবে।

📖 সূরা আল-আ'রাফ আয়াত ৪৯:

"أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۚ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ"

বাংলা অনুবাদ: "এরা কি তারাই যাদের সম্পর্কে তোমরা কসম করে বলতে যে আল্লাহ এদের প্রতি কোনো দয়া করবেন না? (জান্নাতবাসীদেরকে বলা হবে) তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো, তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে আ'রাফের অধিবাসীদের আরও একটি উক্তি এবং জান্নাতবাসীদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের বর্ণনা দিয়েছেন। " أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ" (এরা কি তারাই যাদের সম্পর্কে তোমরা কসম করে বলতে যে আল্লাহ এদের প্রতি কোনো দয়া করবেন না?) - আ'রাফের অধিবাসীরা জাহান্নামীদেরকে দেখিয়ে বলবে, এরা কি সেই দরিদ্র ও দুর্বল মুমিনরা যাদের সম্পর্কে তোমরা দুনিয়াতে কসম করে বলতে যে আল্লাহ কখনোই তাদের প্রতি দয়া করবেন না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না?

"ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ" ((জান্নাতবাসীদেরকে বলা হবে) তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো, তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না) - এরপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ঐ দরিদ্র ও দুর্বল মুমিনদেরকে বলা হবে যে তোমরা শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করো। সেখানে তোমাদের কোনো প্রকার ভয় থাকবে না এবং তোমরা কোনো বিষয়ে দুঃখিতও হবে না। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই বাক্য দ্বারা দুনিয়ার অহংকারীদের মিথ্যা ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে এবং মুমিনদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

📖 সূরা আল-আ'রাফ আয়াত ৫০:

"وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۚ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ"٢

বাংলা অনুবাদ: "আর জাহান্নামের অধিবাসীরা জান্নাতের অধিবাসীদেরকে ডেকে বলবে, 'আমাদের প্রতি কিছু পানি অথবা আল্লাহ তোমাদেরকে যা রিযিক দিয়েছেন তা থেকে কিছু ঢেলে দাও।' তারা বলবে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা কাফেরদের জন্য হারাম করেছেন।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে জাহান্নামের অধিবাসীদের চরম কষ্টের চিত্র এবং জান্নাতবাসীদের সাথে তাদের কথোপকথন তুলে ধরেছেন। " وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ" (আর জাহান্নামের অধিবাসীরা জান্নাতের অধিবাসীদেরকে ডেকে বলবে, 'আমাদের প্রতি কিছু পানি অথবা আল্লাহ তোমাদেরকে যা রিযিক দিয়েছেন তা

থেকে কিছু ঢেলে দাও') - জাহান্নামের কঠিন তৃষ্ণা ও ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে সেখানকার অধিবাসীরা জান্নাতবাসীদের কাছে পানি অথবা আল্লাহ তাদেরকে যে উত্তম রিযিক (ফল, পানীয় ইত্যাদি) দিয়েছেন তা থেকে সামান্য সাহায্য চাইবে। 'আফিদু' (أَفِيضُوا) অর্থ ঢেলে দেওয়া বা প্রবাহিত করা।

"قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ" (তারা বলবে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা কাফেরদের জন্য হারাম করেছেন') - জান্নাতবাসীরা তাদের উত্তরে বলবে যে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের পানি ও রিযিক কাফেরদের জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম করে দিয়েছেন। তারা সেখান থেকে কিছুই পাবে না। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই কথোপকথন জাহান্নামীদের চরম হতাশা ও নিরাশতার বহিঃপ্রকাশ এবং কাফেরদের জন্য আখিরাতের কঠিন পরিণতির একটি স্পষ্ট চিত্র।

উপসংহার: এই তিনটি আয়াতে (৭:৪৮-৫০) আ'রাফের অধিবাসীদের কাফেরদের তিরস্কার, দুনিয়ার অহংকারীদের মিথ্যা ধারণা খণ্ডন এবং জাহান্নামীদের পানি ও রিযিকের জন্য জান্নাতবাসীদের কাছে আকুতি ও তাদের হতাশাজনক উত্তর বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) 'আত-তাফসীরুল মাজহারী'-তে এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে আখিরাতের বিভিন্ন স্তরের অবস্থা এবং কাফেরদের জন্য নির্ধারিত কঠিন পরিণতির চিত্র তুলে ধরেছেন।

সুরা আল-আরাফ (৭:১২৩-১২৫) এর তাফসির মাযহারি অনুসারে ব্যাখ্যা উপস্থাপন:

📖 সূরা আল-আ'রাফ আয়াত ১২৩:

"قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۚ إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ"

বাংলা অনুবাদ: "ফিরআউন বলল, 'আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে? নিশ্চয়ই এটা একটা ষড়যন্ত্র, যা তোমরা শহরে করেছ এখানকার অধিবাসীদেরকে বের করে দেয়ার জন্য। সুতরাং শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে মূসা (আঃ)-এর মুজেজা দেখে ঈমান আনয়নকারী যাদুকরদের প্রতি ফিরআউনের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করেছেন। "قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ" (ফিরআউন বলল, 'আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে?') - যখন যাদুকররা সুস্পষ্ট মুজেজা দেখার পর অকপটে মূসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনল, তখন ফিরআউন ক্রোধান্বিত হয়ে তাদেরকে তিরস্কার করল এবং বলল যে সে অনুমতি দেওয়ার আগেই তারা ঈমান এনেছে। ফিরআউন নিজেকে রাজ্যের মালিক ও সর্বেসর্বা মনে করত এবং তার অনুমতি ব্যতীত কারো ঈমান আনাকে সে বিদ্রোহ হিসেবে গণ্য করত।

"إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا" (নিশ্চয়ই এটা একটা ষড়যন্ত্র, যা তোমরা শহরে করেছ এখানকার অধিবাসীদেরকে বের করে দেয়ার জন্য) - নিজের পরাজয় ঢাকতে এবং জনসমর্থন ধরে রাখতে ফিরআউন যাদুকরদের ঈমানকে একটি পূর্বপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করল। সে বলল যে তারা

মূসার সাথে যোগসাজশ করে শহরের অধিবাসীদেরকে (অর্থাৎ ক্বিবতীদের) তাদের রাজ্য থেকে বের করে দেওয়ার জন্য এই কৌশল অবলম্বন করেছে।

"فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ" (সুতরাং শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে) - এরপর ফিরআউন তাদেরকে ভয় দেখিয়ে বলল যে তারা তাদের এই কাজের পরিণতি শীঘ্রই জানতে পারবে। এর মাধ্যমে সে তাদের উপর কঠোর শাস্তি আরোপের হুমকি দিল। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ফিরআউনের এই উক্তি ছিল তার দাম্ভিকতা ও সত্যকে অস্বীকার করার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত।

📖 সূরা আল-আ'রাফ আয়াত ১২৪:

"لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ"

বাংলা অনুবাদ: "অবশ্যই আমি তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব, অতঃপর তোমাদের সকলকে ক্রুশে চড়াব।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে ফিরআউনের কঠোর শাস্তির হুমকির বিবরণ দিয়েছেন। "لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ" (অবশ্যই আমি তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব) - ফিরআউন যাদুকরদেরকে ভয় দেখানোর জন্য বলল যে সে তাদের ডান হাত ও বাম পা অথবা বাম হাত ও ডান পা কেটে ফেলবে। 'মিন খিলাফ' (مِنْ خِلَافٍ) এর অর্থ হলো বিপরীত দিক থেকে অঙ্গচ্ছেদ করা, যা ছিল তখনকার সময়ের একটি নিষ্ঠুর শাস্তির পদ্ধতি।

"ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ" (অতঃপর তোমাদের সকলকে ক্রুশে চড়াব) - শুধু অঙ্গচ্ছেদ করাই নয়, ফিরআউন তাদেরকে আরও ভয়াবহ শাস্তি দেওয়ার হুমকি দিল। সে বলল যে সে তাদের সকলকে ক্রুশে বিদ্ধ করে ঝুলিয়ে রাখবে যাতে অন্যরা তাদের পরিণতি দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ফিরআউনের এই হুমকি ছিল তার চরম নিষ্ঠুরতা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের পরিচায়ক।

📖 সূরা আল-আ'রাফ আয়াত ১২৫:

"قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ"

বাংলা অনুবাদ: "তারা বলল, 'নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রবের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে ঈমান আনয়নকারী যাদুকরদের দৃঢ় ঈমান ও আল্লাহর উপর তাদের অবিচল ভরসার কথা বর্ণনা করেছেন। ফিরআউনের কঠোর হুমকির মুখেও তারা তাদের ঈমান থেকে বিন্দুমাত্র টলেনি। "قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ" (তারা বলল, 'নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রবের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী') - তারা ফিরআউনকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল যে তারা তার শাস্তিকে ভয় পায় না, কারণ তাদের চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তন আল্লাহর দিকে। তারা বিশ্বাস করত যে দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী কষ্টের বিনিময়ে তারা আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদান লাভ করবে। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই উক্তি তাদের গভীর ঈমান, আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ এবং আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের প্রমাণ। তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির কাছে ফিরআউনের হুমকিকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছিল।

উপসংহার: এই তিনটি আয়াতে (৭:১২৩-১২৫) মূসা (আঃ)-এর মুজেজা দেখে ঈমান আনয়নকারী যাদুকরদের প্রতি ফিরআউনের ক্রোধ, তার মিথ্যা অভিযোগ ও কঠোর শাস্তির হুমকি এবং যাদুকরদের দৃঢ় ঈমান ও আল্লাহর উপর তাদের অবিচল ভরসার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) 'আত-তাফসীরুল মাজহারী'-তে এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে সত্যের পথে অবিচল থাকার এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখার গুরুত্ব অনুধাবন করিয়েছেন।

সুরা আল-আরাফ (৭:১৮০-১৮১) এর তাফসির মাযহারি অনুসারে ব্যাখ্যা উপস্থাপন:

📖 সূরা আল-আ'রাফ আয়াত ১৮০:

"وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ"١

বাংলা অনুবাদ: "আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ; সুতরাং তোমরা তাঁকে সেই নামসমূহ দ্বারা ডাকো এবং যারা তাঁর নামসমূহের ব্যাপারে বিকৃতি ঘটায় তাদেরকে পরিত্যাগ করো। তারা যা করত শীঘ্রই তার প্রতিফল পাবে।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার সুন্দরতম নামসমূহ (আল-আসমাউল হুসনা) এবং সেগুলোর মাধ্যমে তাঁকে ডাকার গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। "وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ" (আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ) - আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য সুন্দর ও পরিপূর্ণ গুণবাচক নাম রয়েছে। এই নামগুলো তাঁর মহিমা, সৌন্দর্য ও পূর্ণতার পরিচায়ক।

"فَادْعُوهُ بِهَا" (সুতরাং তোমরা তাঁকে সেই নামসমূহ দ্বারা ডাকো) - আল্লাহ তা'আলাকে ডাকার সময় তাঁর এই সুন্দর নামগুলো ব্যবহার করা উচিত। প্রত্যেক নামের নিজস্ব অর্থ ও তাৎপর্য রয়েছে এবং সেই অর্থের সাথে সঙ্গতি রেখে দোয়া করলে তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। যেমন, রিজিকের জন্য 'আল-রাযযাক' (রিযিকদাতা), ক্ষমার জন্য 'আল-গাফুর' (ক্ষমাশীল) ইত্যাদি নামের মাধ্যমে দোয়া করা উত্তম।

"وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ" (এবং যারা তাঁর নামসমূহের ব্যাপারে বিকৃতি ঘটায় তাদেরকে পরিত্যাগ করো) - যারা আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের ভুল ব্যাখ্যা করে, সেগুলোকে অস্বীকার করে অথবা সেগুলোর অপব্যবহার করে, তাদের সঙ্গ ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 'ইলহাদ' (يُلْحِدُونَ) অর্থ হলো সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া, বাঁকা পথে চলা অথবা বিকৃতি ঘটানো। আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের ক্ষেত্রে বিকৃতি ঘটানোর বিভিন্ন রূপ হতে পারে, যেমন: তাঁর নামের ভুল অর্থ করা, তাঁর নামের সাথে এমন কিছু গুণ আরোপ করা যা তাঁর জন্য শোভনীয় নয় অথবা তাঁর নামসমূহকে অন্যের জন্য ব্যবহার করা।

"سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" (তারা যা করত শীঘ্রই তার প্রতিফল পাবে) - যারা আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের বিকৃতি ঘটায়, তারা তাদের এই অপকর্মের শাস্তি শীঘ্রই দুনিয়া ও আখিরাতে ভোগ করবে। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ অত্যন্ত পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ। এগুলোর সম্মান রক্ষা করা এবং সঠিকভাবে ব্যবহার করা মুমিনদের কর্তব্য।

📖 সূরা আল-আ'রাফ আয়াত ১৮১:

"وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ"

বাংলা অনুবাদ: "আর আমার সৃষ্টিকুলের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায় রয়েছে যারা সত্যের পথে পথ দেখায় এবং সে অনুযায়ী ন্যায়বিচার করে।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিকুলের মধ্যে এক বিশেষ দলের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। "وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ" (আর আমার সৃষ্টিকুলের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায় রয়েছে) - আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিকুলের মধ্যে এমন একটি দল সর্বদা বিদ্যমান থাকে।

"يَهْدُونَ بِالْحَقِّ" (যারা সত্যের পথে পথ দেখায়) - এই দলটি নিজেদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা অন্যদেরকে সত্যের পথে, সরল পথে এবং কল্যাণের পথে আহ্বান করে। তারা আল্লাহর দ্বীনের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং মানুষকে কুসংস্কার ও ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে।

"وَبِهِ يَعْدِلُونَ" (এবং সে অনুযায়ী ন্যায়বিচার করে) - শুধু অন্যদেরকে সত্যের পথে আহ্বান করাই তাদের কাজ নয়, বরং তারা নিজেদের জীবনে এবং অন্যের সাথে আচরণে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে। তারা পক্ষপাতিত্ব ও অবিচার থেকে মুক্ত থাকে এবং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ন্যায্য ফয়সালা করে।

আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই আয়াতে সেই সকল ন্যায়পরায়ণ আলেম, সংস্কারক ও সত্যের পথে আহ্বানকারীদের কথা বলা হয়েছে যারা যুগে যুগে সমাজে সত্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এই দলটি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত এবং তাদের মাধ্যমেই পৃথিবীতে সত্য দ্বীন টিকে থাকে। প্রত্যেক মুমিনের উচিত এই গুণাবলী অর্জন করার চেষ্টা করা।

উপসংহার: এই দুটি আয়াতে (৭:১৮০-১৮১) আল্লাহ তা'আলার সুন্দরতম নামসমূহ এবং সেগুলোর মাধ্যমে তাঁকে ডাকার গুরুত্ব এবং যারা তাঁর নামের বিকৃতি ঘটায় তাদের পরিত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিকুলের মধ্যে সেই বিশেষ দলের প্রশংসা করা হয়েছে যারা সত্যের পথে পথ দেখায় এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে। আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) 'আত-তাফসীরুল মাজহারী'-তে এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নামের মর্যাদা রক্ষা এবং সত্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।

▪ সূরা আনফাল -এর অনুবাদ ও তাফসীর: ৪৭-৫০ পৃঃ

সুরা আনফাল (৮:১-৩) এর তাফসির মাযহারি অনুযায়ী ব্যাখ্যা উপস্থাপন:

📖 **সূরা আল-আনফাল আয়াত ১:**

"يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۖ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ"[১]

বাংলা অনুবাদ: "তারা তোমাকে আনফাল (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, 'আনফাল আল্লাহ ও রাসূলের জন্য।' সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক সংশোধন করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, যদি তোমরা মুমিন হও।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতের প্রেক্ষাপট উল্লেখ করে বলেন, বদর যুদ্ধের পর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (আনফাল) বণ্টন নিয়ে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কিছু মতভেদ দেখা দিয়েছিল। কেউ বলেছিলেন যারা শত্রুদের অনুসরণ করে পুরষ্কার লাভ করেছেন তাদের বেশি হক, আবার কেউ বলেছিলেন যারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন তাদের বেশি হক। এই পরিস্থিতিতে এই আয়াত নাযিল হয়।

"يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ" (তারা তোমাকে আনফাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে) - সাহাবায়ে কেরামের এই জিজ্ঞাসার উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ" (বলো, 'আনফাল আল্লাহ ও রাসূলের জন্য') - আনফালের মালিকানা চূড়ান্তভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। এর বণ্টনের নীতিমালা নির্ধারণ করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। এখানে 'রাসূলের জন্য' বলার অর্থ হলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তা বণ্টন করবেন।

এরপর মুমিনদেরকে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি আদেশ দেওয়া হয়েছে:

১. "فَاتَّقُوا اللَّهَ" (সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো) - আনফালের বণ্টন নিয়ে যেন কোনো প্রকার লোভ বা অন্যায় চিন্তা না আসে, সে বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২. "وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ" (এবং নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক সংশোধন করো) - আনফালের কারণে যেন মুমিনদের মধ্যে কোনো প্রকার বিভেদ বা শত্রুতা সৃষ্টি না হয়, বরং পারস্পরিক সম্পর্ক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে স্থাপন করার কথা বলা হয়েছে।

3. "وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" (এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, যদি তোমরা মুমিন হও) - আনফালের বণ্টনসহ সকল বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফয়সালা মেনে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঈমানের অপরিহার্য অংশ হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা।

আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই আয়াতটি মুমিনদেরকে জাগতিক লাভের ক্ষেত্রেও আল্লাহভীতি ও পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রাখার গুরুত্ব অনুধাবন করায় এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকার শিক্ষা দেয়।

📖 সূরা আল-আনফাল আয়াত ২:

"إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ"২

বাংলা অনুবাদ: "মুমিন তো তারাই, যখন আল্লাহের নাম নেওয়া হয় তখন তাদের অন্তর ভীত হয় এবং যখন তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের রবের উপর ভরসা করে।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে প্রকৃত মুমিনদের তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন:

১. "إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ" (যখন আল্লাহের নাম নেওয়া হয় তখন তাদের অন্তর ভীত হয়) - প্রকৃত মুমিনদের হৃদয় আল্লাহর মহত্ত্ব ও প্রতাপের স্মরণে ভীত হয়। আল্লাহর শাস্তির ভয় এবং তাঁর অসন্তুষ্টির আশঙ্কায় তাদের অন্তর কম্পিত হয়। এর অর্থ এই নয় যে তারা সর্বদা হতাশ থাকে, বরং আল্লাহর প্রতি তাদের গভীর সম্মান ও ভয় মিশ্রিত অনুভূতি থাকে।

২. "وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا" (এবং যখন তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে) - যখন তাদের সামনে কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করা হয়, তখন তারা মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করে এবং এর অর্থ অনুধাবন করে। এর ফলে তাদের ঈমান আরও দৃঢ় ও মজবুত হয়। আল্লাহর কালামের প্রতি তাদের বিশ্বাস ও আনুগত্য বৃদ্ধি পায়।

3. "وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ" (এবং তারা তাদের রবের উপর ভরসা করে) - মুমিনরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে। তারা জানে যে সকল কিছুর নিয়ন্ত্রণ আল্লাহর হাতে এবং তিনিই তাদের জন্য সর্বোত্তম ফয়সালাকারী। তারা তাদের সাধ্যমত চেষ্টা করে এবং ফলাফলের জন্য আল্লাহর উপর নির্ভর করে।

আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই তিনটি গুণাবলী প্রকৃত মুমিনের পরিচায়ক। যারা এই গুণাবলী অর্জন করতে পারে, তারাই আল্লাহর কাছে সফলকাম।

📖 সূরা আল-আনফাল আয়াত ৩:

"الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ"

বাংলা অনুবাদ: "যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে প্রকৃত মুমিনদের আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন:

১. "الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ" (যারা সালাত কায়েম করে) - প্রকৃত মুমিনরা শুধু সালাত আদায় করে না, বরং যথাযথ নিয়ম ও শর্তের সাথে সালাত কায়েম করে। এর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আদব রক্ষা করে এবং মনোযোগ ও একাগ্রতার সাথে সালাত আদায় করে। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, সালাত হলো মুমিনের মেরুদণ্ড এবং আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম।

২. "وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ" (এবং আমি তাদেরকে যা রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে) - আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যে রিযিক দান করেছেন, তা থেকে তারা আল্লাহর পথে এবং অভাবগ্রস্তদের সাহায্যার্থে ব্যয় করে। যাকাত, সাদাকা এবং অন্যান্য দানশীলতামূলক কাজে তারা নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে। আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, সম্পদের মোহ ত্যাগ এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করাই প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

এই আয়াতগুলো (৮:২-৩) মূলত প্রথম আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের ফলস্বরূপ মুমিনদের গুণাবলী বর্ণনা করে। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, তারাই প্রকৃত মুমিন এবং তাদের মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান থাকে।

উপসংহার: এই তিনটি আয়াতে (৮:১-৩) সূরা আল-আনফালের শুরুতে আনফালের মালিকানা ও বণ্টনের নীতিমালা, মুমিনদের অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী (আল্লাহভীতি, পারস্পরিক সুসম্পর্ক, আনুগত্য, আল্লাহর স্মরণে ভীত হওয়া, ঈমান বৃদ্ধি, আল্লাহর উপর ভরসা, সালাত কায়েম করা ও আল্লাহর পথে ব্যয় করা) এবং ঈমানের তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে। আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) 'আত-তাফসীরুল মাজহারী'-তে এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে মুমিনদেরকে তাদের ঈমানের উপর দৃঢ় থাকার এবং আল্লাহর আদেশ ও রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন যাপন করার গুরুত্ব অনুধাবন করিয়েছেন।

সুরা আনফাল (৮:৭-৮) এর তাফসির মাযহারি অনুযায়ী ব্যাখ্যা উপস্থাপন:

📖 সূরা আল-আনফাল আয়াত ৭:

"وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ"১

বাংলা অনুবাদ: "আর স্মরণ করো, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে দুটি দলের একটির (সাথে সংঘর্ষের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে সেটি তোমাদের হবে এবং তোমরা কামনা করছিলে যে নিরস্ত্র দলটি তোমাদের হোক; অথচ আল্লাহ চেয়েছিলেন তাঁর বাণীর মাধ্যমে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং কাফেরদের মূল কর্তন করতে।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে বদর যুদ্ধের পূর্বের পরিস্থিতি এবং আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা বর্ণনা করেছেন। "وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ" (আর স্মরণ করো, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে দুটি দলের একটির (সাথে সংঘর্ষের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে সেটি তোমাদের হবে) - বদর যুদ্ধের পূর্বে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে দুটি দলের মধ্যে একটির উপর বিজয় লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই দুটি দল ছিল:

১. আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বাধীন বাণিজ্য কাফেলা, যা নিরস্ত্র ছিল এবং মক্কা থেকে সিরিয়া যাচ্ছিল।

২. আবু জাহেলের নেতৃত্বাধীন কুরাইশদের সশস্ত্র বাহিনী, যারা কাফেলাকে রক্ষা করার জন্য মক্কা থেকে রওনা হয়েছিল।

"وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ" (এবং তোমরা কামনা করছিলে যে নিরস্ত্র দলটি তোমাদের হোক) - অধিকাংশ মুসলিমই নিরস্ত্র বাণিজ্য কাফেলার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে চেয়েছিল, কারণ এটি ছিল সহজ এবং এতে কোনো রক্তপাতের সম্ভাবনা ছিল না। 'যাতুশ শাওকা' (ذَاتِ الشَّوْكَةِ) অর্থ হলো সশস্ত্র দল।

"وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ" (অথচ আল্লাহ চেয়েছিলেন তাঁর বাণীর মাধ্যমে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং কাফেরদের মূল কর্তন করতে) - কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। তিনি চেয়েছিলেন সশস্ত্র কুরাইশ বাহিনীর সাথে মুসলিমদের সংঘর্ষ হোক, যাতে ইসলামের সত্যতা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় এবং কাফেরদের শক্তি দুর্বল হয়ে যায়। 'বিকালিমাতিহি' (بِكَلِمَاتِهِ) এর অর্থ আল্লাহর অমোঘ ফয়সালা ও প্রতিশ্রুতি। 'দাবিরাল কাফিরীন' (دَابِرَ الْكَافِرِينَ) অর্থ কাফেরদের মূল বা শক্তিকে কর্তন করা, অর্থাৎ তাদের প্রভাব ও ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেওয়া।

আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, মুসলিমদের প্রাথমিক চাওয়া সহজ বিজয় হলেও, আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল বৃহত্তর ও সুদূরপ্রসারী। তিনি চেয়েছিলেন ইসলামের মর্যাদা সমুন্নত হোক এবং কুফরীর শক্তি ভেঙে যাক।

📖 সূরা আল-আনফাল আয়াত ৮:

"لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ"

বাংলা অনুবাদ: "যাতে তিনি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং মিথ্যাকে অপসারিত করেন, যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করে।"

তাফসির মাযহারি ব্যাখ্যা: আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতে বদর যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। "لِيُحِقَّ الْحَقَّ" (যাতে তিনি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন) - বদর যুদ্ধের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে সত্য দ্বীন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এবং এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। "وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ" (এবং মিথ্যাকে অপসারিত করেন) - এই যুদ্ধের মাধ্যমে কুফর ও শিরকের মিথ্যা ভিত্তি ভেঙে দেওয়া এবং বাতিল শক্তিকে পরাজিত করার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর।

"وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ" (যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করে) - কাফের ও মুশরিকরা সত্যের প্রতিষ্ঠা এবং মিথ্যার পরাজয়কে অপছন্দ করত। তারা চেয়েছিল তাদের বাতিল বিশ্বাস টিকে থাকুক এবং ইসলামের অগ্রগতি থেমে যাক। কিন্তু তাদের অপছন্দ সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করেছেন।

আল্লামা পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, বদর যুদ্ধ ছিল হক ও বাতিলের সুস্পষ্ট পার্থক্যকারী। এই যুদ্ধে মুসলিমদের স্বল্প সংখ্যক হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর সাহায্য ও ফেরেশতাদের মাধ্যমে তারা বিশাল সশস্ত্র কাফের বাহিনীকে পরাজিত করে। এর মাধ্যমে ইসলামের সত্যতা এবং কুফরীর দুর্বলতা প্রমাণিত হয়। এই ঘটনা মুমিনদের জন্য আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখার এবং সত্যের পথে অবিচল থাকার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

উপসংহার: এই দুটি আয়াতে (৮:৭-৮) বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপট, মুসলিমদের প্রাথমিক চাওয়া, আল্লাহর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা এবং এই যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা চেয়েছিলেন তাঁর বাণীর মাধ্যমে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং মিথ্যাকে অপসারিত করতে, যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করত। আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রাহিমাহুল্লাহ) 'আত-তাফসীরুল মাজহারী'-তে এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে মুমিনদেরকে আল্লাহর ইচ্ছার উপর আত্মসমর্পণ করা এবং সত্যের পথে সংগ্রাম করার শিক্ষা দিয়েছেন।

- **খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:** ১৫টি থাকবে ১০টির উত্তর দিতে হবে: ১০×৫=৫০

নিচে সূরা মায়েদাহ থেকে সূরা আনফাল পর্যন্ত প্রতিটি সূরা থেকে ৫টি করে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর দেওয়া হলো। এই সংখ্যাটি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়াতে বা কমাতে পারেন।

সূরা আল-মায়েদাহ (৫টি প্রশ্নোত্তর):

প্রশ্ন ১: সূরা মায়েদাহর নামকরণের কারণ এবং এর মূল আলোচ্য বিষয় কী? (سبب تسمية سورة المائدة وما هو موضوعها الرئيسي؟)

উত্তর: সূরা মায়েদাহর নামকরণ 'মায়েদাহ' (খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা) হয়েছে কারণ এতে হাওয়ারীদের অনুরোধে ঈসা (আঃ)-এর মোজেজা হিসেবে আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতরণের ঘটনা উল্লেখ আছে। এর মূল আলোচ্য বিষয় হলো বিভিন্ন বিধি-বিধান, আহলে কিতাবদের সাথে সম্পর্ক, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং হারাম-হালালের আলোচনা।

প্রশ্ন ২: সূরা মায়েদাহর ৩ নম্বর আয়াতে কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে? (ما هو الإعلان الهام الذي ورد في الآية الثالثة من سورة المائدة؟)

উত্তর: সূরা মায়েদাহর ৩ নম্বর আয়াতে দ্বীন ইসলামের পরিপূর্ণতা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে এই দ্বীন মনোনীত হওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৩: 'আহলুল কিতাব' কারা এবং তাদের সাথে মুসলমানদের বিবাহের বিধান সূরা মায়েদাহর আলোকে আলোচনা করো। (من هم "أهل الكتاب" وما حكم زواج المسلمين منهم في ضوء سورة المائدة؟)

উত্তর: 'আহলুল কিতাব' হলো ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়। সূরা মায়েদাহ অনুযায়ী, মুসলমান পুরুষদের জন্য আহলুল কিতাবের সতীসাধ্বী নারীদের বিবাহ করা বৈধ।

প্রশ্ন ৪: সূরা মায়েদাহর নিষিদ্ধ খাদ্যদ্রব্যগুলো কী কী? (ما هي الأطعمة المحرمة التي ذكرت في سورة المائدة؟)

উত্তর: সূরা মায়েদাহর নিষিদ্ধ খাদ্যদ্রব্যগুলো হলো মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে জবাই করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৫: 'মুহারাবা' কী এবং এর শাস্তি সম্পর্কে সূরা মায়েদাহ কী বলে? (ما هي "المحاربة" وما عقوبتها كما ورد في سورة المائدة؟)

উত্তর: 'মুহারাবা' অর্থ হলো বিদ্রোহ করা, লুটপাট করা বা ত্রাস সৃষ্টি করা। এর শাস্তি হলো হত্যা, ক্রুশবিদ্ধ করা, হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা অথবা নির্বাসন, অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী।

সূরা আল-আন'আম (৫টি প্রশ্নোত্তর):

প্রশ্ন ১: সূরা আল-আন'আমের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কী? (ما هو الموضوع الرئيسي لسورة الأنعام؟)

উত্তর: সূরা আল-আন'আমের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ), রিসালাত (নবী-রাসূলগণের সত্যতা) এবং কিয়ামত (পুনরুত্থান)।

প্রশ্ন ২: সূরা আল-আন'আমের প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলার কয়টি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে? (كم عدد صفات الله تعالى التي ذكرت في أول آية من سورة الأنعام؟)

উত্তর: সূরা আল-আন'আমের প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলার দুটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে - তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি অন্ধকার ও আলোর সৃষ্টিকর্তা।

প্রশ্ন ৩: সূরা আল-আন'আমের ৮২ নম্বর আয়াতে নিরাপত্তা ও হেদায়েত লাভের শর্ত কী? (ما هو شرط تحقيق الأمن والهداية في الآية الثانية والثمانين من سورة الأنعام؟)

উত্তর: সূরা আল-আন'আমের ৮২ নম্বর আয়াতে নিরাপত্তা ও হেদায়েত লাভের শর্ত হলো ঈমানের সাথে শিরকের সংমিশ্রণ না থাকা।

প্রশ্ন ৪: সূরা আল-আন'আমের ১৫১ নম্বর আয়াতে বর্ণিত 'দশটি আদেশ' কী কী? (ما هي "الوصايا العشر" المذكورة في الآية الحادية والخمسين بعد المائة من سورة الأنعام؟)

উত্তর: সূরা আল-আন'আমের ১৫১ নম্বর আয়াতে বর্ণিত 'দশটি আদেশ' হলো: আল্লাহর সাথে শরীক না করা, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা, দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা না করা, প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতার কাছে না যাওয়া, ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা না করা, ইয়াতীমের সম্পদের কাছে না যাওয়া যতক্ষণ না সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, ন্যায্য ওজন ও পরিমাপ বজায় রাখা এবং যখন কথা বলবে তখন ন্যায়বিচার করবে যদিও সে আত্মীয় হয় এবং আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করবে।

প্রশ্ন ৫: সূরা আল-আন'আমের ১৬২-১৬৩ নম্বর আয়াতে মুমিনের জীবন কিসের জন্য উৎসর্গিত হওয়া উচিত? (لِمَاذَا يَجِبُ أَنْ تَكُونَ حَيَاةُ الْمُؤْمِنِ مُخَصَّصَةً وَفْقًا لِلْآيَتَيْنِ الثَّانِيَةِ وَالسِّتِّينَ وَالثَّالِثَةِ وَالسِّتِّينَ بَعْدَ الْمِائَةِ مِنْ سُورَةِ الْأَنْعَامِ؟)

উত্তর: সূরা আল-আন'আমের ১৬২-১৬৩ নম্বর আয়াতে মুমিনের সালাত, কুরবানী, জীবন ও মরণ একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য উৎসর্গিত হওয়া উচিত, যিনি শরীকবিহীন এবং এটাই মুসলিমদের জন্য আদিষ্ট বিষয়।

সূরা আল-আ'রাফ (৫টি প্রশ্নোত্তর):

প্রশ্ন ১: সূরা আল-আ'রাফের নামকরণের তাৎপর্য কী? (ما هي دلالة تسمية سورة الأعراف بهذا الاسم؟)

উত্তর: 'আ'রাফ' হলো জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটি স্থান, যেখানে কিছু লোক তাদের ভালো ও মন্দ কাজের সমান হওয়ার কারণে অবস্থান করবে। এই স্থানের উল্লেখ থাকায় সূরাটির নামকরণ আল-আ'রাফ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ২: সূরা আল-আ'রাফে আদম (আঃ) ও ইবলীসের ঘটনা থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই? (ما هي الدروس المستفادة من قصة آدم وإبليس في سورة الأعراف؟)

উত্তর: সূরা আল-আ'রাফে আদম (আঃ) ও ইবলীসের ঘটনা থেকে আমরা আল্লাহর আদেশ পালনের গুরুত্ব, শয়তানের ধোঁকা থেকে সাবধানতা এবং অনুতপ্ত হওয়ার শিক্ষা পাই।

প্রশ্ন ৩: সূরা আল-আ'রাফের ৫৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলার কয়টি গুণের কথা বলা হয়েছে? (كم عدد صفات الله تعالى التي ذكرت في الآية الرابعة والخمسين من سورة الأعراف؟)

উত্তর: সূরা আল-আ'রাফের ৫৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলার বেশ কয়েকটি গুণের কথা বলা হয়েছে, যেমন তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, আরশে সমাসীন হয়েছেন, রাতকে দিনের দ্বারা আচ্ছাদিত করেন, সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি তাঁর আজ্ঞাধীন এবং সৃষ্টি ও হুকুম তাঁরই।

প্রশ্ন ৪: সূরা আল-আ'রাফে কোন নবীর কওমের অবাধ্যতার কারণে তাদের উপর শাস্তি এসেছিল? (من هو النبي الذي نزلت العقوبة على قومه بسبب عصيانهم في سورة الأعراف؟)

উত্তর: সূরা আল-আ'রাফে নূহ (আঃ), হুদ (আঃ), সালেহ (আঃ), লূত (আঃ) ও শু'আইব (আঃ) সহ অনেক নবীর কওমের অবাধ্যতার কারণে তাদের উপর বিভিন্ন ধরনের শাস্তি এসেছিল।

প্রশ্ন ৫: সূরা আল-আ'রাফের ১৭২ নম্বর আয়াতে আদম (আঃ)-এর সন্তানদের কাছ থেকে কী বিষয়ে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল? (ما هو العهد الذي أخذ من ذرية آدم في الآية الثانية والسبعين بعد المائة من سورة الأعراف؟)

উত্তর: সূরা আল-আ'রাফের ১৭২ নম্বর আয়াতে আদম (আঃ)-এর সন্তানদের কাছ থেকে এই বিষয়ে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল যে আল্লাহ তাদের রব (প্রতিপালক)।

সূরা আল-আনফাল (৫টি প্রশ্নোত্তর):

প্রশ্ন ১: সূরা আল-আনফালের নামকরণের অর্থ কী এবং এর মূল বিষয়বস্তু আলোচনা করো। (ما معنى تسمية سورة الأنفال وما هو موضوعها الرئيسي؟)

উত্তর: 'আনফাল' শব্দের অর্থ হলো যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বা অতিরিক্ত দান। এই সূরার মূল বিষয়বস্তু হলো বদরের যুদ্ধ, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বণ্টন, জিহাদের নিয়মকানুন এবং মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আল্লাহর আনুগত্যের গুরুত্ব।

প্রশ্ন ২: সূরা আল-আনফালের প্রথম আয়াতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে কী বিধান দেওয়া হয়েছে? (ما هو الحكم الذي ورد في أول آية من سورة الأنفال بشأن الغنائم؟)

উত্তর: সূরা আল-আনফালের প্রথম আয়াতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (আনফাল) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে এবং মুমিনদেরকে আল্লাহকে ভয় করতে ও নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক ঠিক রাখতে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ৩: বদরের যুদ্ধে ফেরেশতাদের অবতরণের উদ্দেশ্য সূরা আল-আনফালের আলোকে বর্ণনা করো। (صف الغرض من نزول الملائكة في غزوة بدر في ضوء سورة الأنفال؟)

উত্তর: বদরের যুদ্ধে ফেরেশতাদের অবতরণের উদ্দেশ্য ছিল মুমিনদের সাহায্য করা এবং তাদের মনোবল বৃদ্ধি করা। আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে মুমিনদের শক্তি জুগিয়েছিলেন।

প্রশ্ন ৪: সূরা আল-আনফালের ২০ নম্বর আয়াতে মুমিনদেরকে কী নির্দেশ দেওয়া হয়েছে? (ما هو الأمر الذي وجه إلى المؤمنين في الآية العشرين من سورة الأنفال؟)

উত্তর: সূরা আল-আনফালের ২০ নম্বর আয়াতে মুমিনদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার এবং শোনার পর তা অমান্য না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ৫: সূরা আল-আনফালের ৬২ নম্বর আয়াতে শত্রুদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব এলে মুমিনদের কী করা উচিত? (ماذا يجب على المؤمنين فعله إذا عرض الأعداء السلم وفقًا للآية الثانية والستين من سورة الأنفال؟)

উত্তর: সূরা আল-আনফালের ৬২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, যদি শত্রুরা সন্ধির প্রস্তাব দেয়, তবে মুমিনদের উচিত সেই প্রস্তাব গ্রহণ করা এবং আল্লাহর উপর ভরসা করা।

▪ অতিরিক্ত প্রশ্নোত্তর:

সূরা আল-মায়েদাহ:

প্রশ্ন: সূরা মায়েদাহর আলোকে ওযু ও তায়াম্মুমের ফরজ ও সুন্নতগুলো আলোচনা করো। (اذكر فروض وسنن الوضوء والتيمم في ضوء سورة المائدة.)

উত্তর: সূরা মায়েদাহর ৬ নম্বর আয়াতে ওযুর ফরজগুলো উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন মুখ ধোয়া, কনুই পর্যন্ত হাত ধোয়া, মাথা মাসেহ করা এবং টাখনু পর্যন্ত পা ধোয়া। তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে পবিত্র মাটি দ্বারা মুখ ও হাত মাসেহ করা ফরজ। সুন্নতগুলোর বিস্তারিত বিবরণ হাদীসে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন: সূরা মায়েদাহর আলোকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য এবং সাক্ষ্যদানের নীতিমালা ব্যাখ্যা করো। (بين أهمية إقامة العدل ومبادئ الشهادة في ضوء سورة المائدة.)

উত্তর: সূরা মায়েদাহে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং পক্ষপাতিত্ব পরিহার করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মিথ্যা সাক্ষ্যদান কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সূরা আল-আন'আম:

প্রশ্ন: সূরা আল-আন'আমের আলোকে আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণসমূহ আলোচনা করো এবং মুশরিকদের ভ্রান্ত ধারণাগুলো কীভাবে খণ্ডন করা হয়েছে? (ناقش أدلة وحدانية الله تعالى في ضوء سورة الأنعام، وكيف تم تفنيد مفاهيم المشركين الخاطئة؟)

উত্তর: সূরা আল-আন'আমে সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন নিদর্শন, যেমন আকাশ, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য এবং জীববৈচিত্র্যের মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। মুশরিকদের দেব-দেবীর উপাসনার অসারতা এবং তাদের অক্ষমতা তুলে ধরে তাদের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে।

প্রশ্ন: সূরা আল-আন'আমের আলোকে রাসূলগণের দায়িত্ব কী ছিল এবং তাদের প্রতি অবিশ্বাসীরা কেমন আচরণ করেছিল? (ما هي مسؤوليات الرسل في ضوء سورة الأنعام؟ وكيف كان سلوك الكافرين تجاههم؟)

উত্তর: সূরা আল-আন'আম অনুযায়ী রাসূলগণের প্রধান দায়িত্ব ছিল আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়া, একত্ববাদের দিকে আহ্বান করা এবং সৎপথ প্রদর্শন করা। অবিশ্বাসীরা তাদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করত, ঠাট্টা করত এবং বিভিন্নভাবে কষ্ট দিত।

সূরা আল-আ'রাফ:

প্রশ্ন: সূরা আল-আ'রাফের আলোকে শয়তানের প্ররোচনার কৌশল এবং মানুষের দুর্বলতাগুলো কীভাবে তুলে ধরা হয়েছে? (وضح أساليب إغواء الشيطان ونقاط ضعف الإنسان كما بينتها سورة الأعراف.)

উত্তর: সূরা আল-আ'রাফে শয়তানের প্ররোচনার বিভিন্ন কৌশল, যেমন মিথ্যা প্রলোভন, সন্দেহ সৃষ্টি এবং কুপ্রবৃত্তিকে উস্কে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। মানুষের লোভ, তাড়াহুড়ো এবং কুচিন্তা শয়তানের প্ররোচনার শিকার হওয়ার দুর্বল দিক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রশ্ন: সূরা আল-আ'রাফের আলোকে দোয়া ও মোনাজাতের আদব এবং এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। (بين آداب الدعاء وأهميته في ضوء سورة الأعراف.)

উত্তর: সূরা আল-আ'রাফে বিনীতভাবে, গোপনে এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ মনোযোগের সাথে দোয়া করার আদব শেখানো হয়েছে। দোয়াকে ইবাদতের সারবস্তু এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সূরা আল-আনফাল:

প্রশ্ন: সূরা আল-আনফালের আলোকে বদরের যুদ্ধের তাৎপর্য এবং এই যুদ্ধ থেকে মুমিনরা কী শিক্ষা লাভ করে? (.بين أهمية غزوة بدر والدروس المستفادة منها في ضوء سورة الأنفال)

উত্তর: বদরের যুদ্ধ ছিল হক ও বাতিলের প্রথম সুস্পষ্ট লড়াই, যেখানে অল্প সংখ্যক মুমিন বিশাল কাফের বাহিনীকে পরাজিত করে আল্লাহর সাহায্যের প্রমাণ দিয়েছিলেন। এই যুদ্ধ থেকে মুমিনরা আল্লাহর উপর ভরসা, ধৈর্য ধারণ এবং আনুগত্যের শিক্ষা লাভ করে।

প্রশ্ন: সূরা আল-আনফালের আলোকে জিহাদের নীতিমালা এবং একজন মুজাহিদের কী কী গুণ থাকা উচিত? (.وضح مبادئ الجهاد والصفات التي يجب أن يتحلى بها المجاهد في ضوء سورة الأنفال)

উত্তর: সূরা আল-আনফালে জিহাদের নীতিমালা হিসেবে আল্লাহর পথে লড়াই করা, শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং কাপুরুষতা পরিহার করার কথা বলা হয়েছে। একজন মুজাহিদের ঈমান, সাহস, আল্লাহর উপর নির্ভরতা এবং আনুগত্যের গুণাবলী থাকা উচিত।

▪ الأسئلة المتعلقة من الدروس المقررة

السؤال -١ "ما معنى العقود بين موضحاً-

১. "চুক্তিগুলোর অর্থ কী, স্পষ্ট করে?"

الجواب:

معنى العقود:

العقود في اللغة تعني الجمع والربط، واصطلاحًا في الفقه الإسلامي أو القانون تعني:

اتفاقٌ بين طرفين أو أكثر يُنشئ التزامات وحقوقًا متبادلة، يُقرّه الشرع أو القانون.

ثانيًا :أنواع العقود في الشريعة الإسلامية:

١. **البيع:**قال تعالى" :**وأحل الله البيع وحرّم الربا**"(البقرة: ٢٧٥)
عقد يقتضي نقل ملكية شيء مقابل ثمن.

٢. **الإيجار:**قال تعالى" :**إنّي أريد أن أُنكحك إحدى ابنتَيّ هاتين على أن تأجرني ثماني حجج**) "القصص: ٢٧(
عقد منفعة مؤقتة بعوض.

٣. **الزواج:**قال تعالى" :**فانكحوا ما طاب لكم من النساء**"عقد بين رجل وامرأة على وجه مخصوص يُحل به الاستمتاع.

٤. **الوكالة:**قال تعالى" :**فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة** " (الكهف: ١٩) عقد يفوض فيه الموكل غيره ليتصرف له.

٥. **الشركة** : قال النبي ﷺ" :**إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه**"(رواه أبو داود) عقد مشاركة بين طرفين أو أكثر في المال والعمل.

ثالثًا :شروط العقد الصحيح في الإسلام:

- التراضي بين الطرفين.
- وجود محلّ العقد (المبيع مثلًا)
- مشروعية المحل والسبب.
- عدم وجود مانع شرعي (كإكراه أو غرر فاحش).

উত্তর:

প্রথমত: চুক্তির অর্থ:

আভিধানিকভাবে চুক্তি মানে একত্র করা ও বাঁধা। ইসলামী ফিকহ বা আইনের পরিভাষায় এর অর্থ হলো: দুই বা ততোধিক পক্ষের মধ্যে এমন একটি চুক্তি যা পারস্পরিক বাধ্যবাধকতা ও অধিকার সৃষ্টি করে এবং যা শরিয়ত বা আইন দ্বারা স্বীকৃত।

দ্বিতীয়ত: ইসলামী শরীয়তে চুক্তির প্রকারভেদ:

১. ক্রয়-বিক্রয়: আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।" (সূরা আল-বাকারা: ২৭৫)

এটি এমন একটি চুক্তি যা মূল্যের বিনিময়ে কোনো কিছুর মালিকানা হস্তান্তরের দাবি রাখে।

২. ইজারা (ভাড়া): আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আমি আমার এই দুই কন্যার একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার অধীনে কাজ করবে।" (সূরা আল-কাসাস: ২৭)

এটি নির্দিষ্ট প্রতিদানের বিনিময়ে অস্থায়ী উপকার ভোগের চুক্তি।

৩. বিবাহ: আল্লাহ তা'আলা বলেন: "অতএব তোমরা নারীদের মধ্যে যাকে ভালো লাগে তাকে বিবাহ কর।"

এটি একজন পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিশেষ পদ্ধতিতে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে বৈধ উপভোগের চুক্তি।

৪. ওয়াকালা (প্রতিনিধিত্ব): আল্লাহ তা'আলা বলেন: "অতএব তোমরা তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রা নিয়ে শহরে পাঠাও।" (সূরা আল-কাহফ: ১৯)

এটি এমন একটি চুক্তি যেখানে একজন ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে কাজ করার জন্য অন্যকে দায়িত্ব দেয়।

৫. শরিকা (অংশীদারিত্ব): নবী ﷺ বলেছেন: "আল্লাহ বলেন: যতক্ষণ পর্যন্ত শরীকদের একজন অন্যজনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করে, ততক্ষণ আমি তাদের উভয়ের তৃতীয় শরীক থাকি।" (আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত)

এটি অর্থ ও শ্রমে দুই বা ততোধিক পক্ষের মধ্যে অংশগ্রহণের চুক্তি।

তৃতীয়ত: ইসলামে একটি বৈধ চুক্তির শর্তাবলী:

- উভয় পক্ষের পারস্পরিক সম্মতি।
- চুক্তির বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব (যেমন বিক্রয়ের জন্য পণ্য)।
- বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্যের বৈধতা।
- শরয়ী কোনো বাধা না থাকা (যেমন জোরপূর্বক চাপ বা সুস্পষ্ট প্রতারণা)।

السوال -٢ ما معنى البهيمة ؟ بين موضحاً-

২. "বাহিমা-র অর্থ কী? স্পষ্ট করে বলুন।"

الجواب: كلمة **"البهيمة"**في اللغة العربية تأتي من الجذر "بَهَمَ"، وتُطلق على الحيوان الذي لا ينطق ولا يُعبّر بالكلام الواضح، وغالبًا ما يُقصد بها الحيوانات غير العاقلة من الأنعام وغيرها.

في القرآن الكريم :وردت كلمة **"بهيمة"**في قوله تعالى:**أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ** (سورة المائدة: ١)

تفسير كلمة "بهيمة" في هذه الآية:

- **تفسير الطبري:**

يقول إن "بهيمة الأنعام" تشمل: الإبل، والبقر، والغنم (الضأن والمعز)، وهي الأنعام الأربعة المعروفة. و"البهيمة" تعني الحيوان غير الناطق، وكل دابة لا تفصح.**قال الطبري**:البهيمة: "هي كل ذات أربع في البر والبحر، إلا أن استعمال العرب لها أكثر فيما لا ناطق له من الدواب".

.تفسير ابن كثير:يقول إن المراد ببهيمة الأنعام ما يشمل أنواع الأنعام كلها (إبل، بقر، غنم)، ويُستثنى منها ما يُنهى عنه في باقي الآية، مثل الميتة أو ما ذُبح لغير الله.

- **تفسير القرطبي:**

يشير إلى أن "البهيمة" تُطلق على كل حيوان غير ناطق، ويغلب استعمالها فيما يُؤكل من الدواب. والمراد بها هنا: الأنعام التي أُحلّ أكلها.

- **تفسير المظهري لكلمة "بهيمة":**

في تفسيره، يوضح المظهري أن كلمة "بهيمة" تشير إلى **الحيوانات غير الناطقة**، ويذكر أن العرب تطلق هذا اللفظ على جميع أنواع الأنعام، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، حية أو ميتة، بما في ذلك الأجنة الموجودة في بطون الأنعام.ويؤكد المظهري أن الله تعالى قد أحلَّ جميع أنواع الأنعام، بما في ذلك الأجنة، دون تمييز بين الذكور والإناث.وبذلك، يُفهم من تفسير المظهري أن كلمة "بهيمة" في هذه الآية تعني **الحيوانات غير الناطقة**، وتشمل جميع الأنعام دون استثناء.

في اللغة العربية الكلاسيكية:

- تطلق كلمة **"بهيمة"**على كل **حيوان غير ناطق**، سواء كان مأكولًا أو غير مأكول.
- تشمل الحيوانات البرية والبحرية والطيور، لكن يغلب إطلاقها على **الدواب من الأنعام**.

مثال: "هذه بهيمة ترعى في المرعى"، أي دابة لا تتكلم من الأنعام.

في الأحاديث النبوية:

- وردت الكلمة في عدة أحاديث، مثل:**دخلت امرأة النار في هرّة، حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض"**يُفهم من هذا الحديث أن **الرحمة بالبهائم** أمرٌ ديني، وأن البهيمة كائن له حقوق.أيضًا ورد في الحديث:**في كل كبدٍ رطبةٍ أجر"**.أي أن الإحسان إلى أي مخلوق حي (ومنهم البهائم) له أجر.

في الفقه الإسلامي:

- تُذكر البهائم في أبواب **الذبائح، والزكاة، والمعاملات، والضمان.**
- فمثلاً: زكاة بهيمة الأنعام (الإبل، البقر، الغنم) واجبة بشروط.
- وتُقسم إلى:
  - **بهيمة الأنعام** :إبل، بقر، غنم.
  - **غير مأكولة** :مثل الخيل (عند بعض الفقهاء)، أو الحيوانات المتوحشة.

في الاستعمال العامّي المعاصر:

- أحيانًا تُستخدم كلمة **"بهيمة"**كشتيمة أو إساءة، بمعنى "غبي" أو "عديم الفهم"، لكون البهيمة لا تعقل.
  - مثال: "فلان بهيمة" أي يتصرف بغباء أو بدون تفكير (وهذا استعمال مجازي غير محترم)
- لكن هذا الاستخدام **لا يُناسب الأدب الإسلامي**، لأن فيه امتهانًا لخلق من خلق الله، وقد نُهينا عن سبّ الدواب.

خلاصة:

- **بهيمة** أصلها: ما لا ينطق أو لا يعقل من الحيوان.
- **شرعًا** :تُطلق على ما يُذبح ويُؤكل غالبًا من الأنعام.
- **لغويًا** :كل دابة غير ناطقة.
- **عاميًا** :قد تستعمل مجازًا لوصف الجهل أو البلادة، لكن هذا خارج المعنى الشرعي أو اللغوي المحترم.

উত্তর: আরবি ভাষায় "বাহিমা" শব্দটি "বাহামা" মূলধাতু থেকে এসেছে এবং এটি এমন প্রাণীকে বোঝায় যা কথা বলে না এবং স্পষ্ট ভাষায় নিজের ভাব প্রকাশ করে না। সাধারণত, এটি গবাদি পশু এবং অন্যান্য নির্বোধ প্রাণীদের বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

কোরআনুল কারীমে:

"বাহিমাতুল আন'আম" শব্দটি আল্লাহ তা'আলার বাণীতে এসেছে: "তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে, তবে যা তোমাদের কাছে বর্ণনা করা হবে তা ব্যতীত।" (সূরা আল-মায়িদাহ: ১)

এই আয়াতে "বাহিমা" শব্দের ব্যাখ্যা:

- **তাফসীর আত-তাবারী:**

তিনি বলেন, "বাহিমাতুল আন'আম" এর মধ্যে রয়েছে উট, গরু এবং ছাগল (ভেড়া ও পাঠা), যা চারটি পরিচিত গবাদি পশু। "বাহিমা" মানে নির্বাক প্রাণী, এবং প্রতিটি জন্তু যা স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারে না। তাবারী বলেন: "বাহিমা হল স্থল ও সমুদ্রের প্রতিটি চতুষ্পদী প্রাণী, তবে আরবরা এটিকে সাধারণত নির্বাক জন্তুগুলির ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহার করে।"

- **তাফসীর ইবনে কাসীর:**

তিনি বলেন, "বাহিমাতুল আন'আম" দ্বারা সকল প্রকার গবাদি পশু (উট, গরু, ছাগল) বোঝানো হয়েছে এবং এই আয়াতের অবশিষ্ট অংশে যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যেমন মৃত প্রাণী বা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে জবাই করা প্রাণী, তা এর থেকে ব্যতিক্রম।

- **তাফসীর আল-কুরতুবী:**

তিনি ইঙ্গিত করেন যে "বাহিমা" শব্দটি প্রতিটি নির্বাক প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এবং এটি সাধারণত ভক্ষণযোগ্য জন্তুগুলির ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহৃত হয়। এখানে এর অর্থ হল সেই গবাদি পশু যা খাওয়া হালাল করা হয়েছে।

- **তাফসীর আল-মুজাহিরী-তে "বাহিমা" শব্দের ব্যাখ্যা:**

তাঁর তাফসীরে, আল-মুজাহিরী স্পষ্ট করেন যে "বাহিমা" শব্দটি নির্বাক প্রাণীদের বোঝায় এবং তিনি উল্লেখ করেন যে আরবরা এই শব্দটি সকল প্রকার গবাদি পশুর ক্ষেত্রে ব্যবহার করে, তা ছোট হোক বা বড়, জীবিত হোক বা মৃত, এমনকি গবাদি পশুর পেটের ভ্রূণও এর অন্তর্ভুক্ত। আল-মুজাহিরী জোর দেন যে আল্লাহ তা'আলা সকল প্রকার গবাদি পশু, এমনকি ভ্রূণকেও হালাল করেছেন, পুরুষ বা মহিলা ভেদে কোনো পার্থক্য করেননি। সুতরাং, আল-মুজাহিরীর ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায় যে এই আয়াতে "বাহিমা" শব্দের অর্থ হল নির্বাক প্রাণী এবং এর মধ্যে কোনো প্রকার ব্যতিক্রম ছাড়াই সকল গবাদি পশু অন্তর্ভুক্ত।

ক্লাসিক্যাল আরবি ভাষায়:

- "বাহিমা" শব্দটি প্রতিটি নির্বাক প্রাণীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তা ভক্ষণযোগ্য হোক বা না হোক।
- এর মধ্যে স্থলজ, জলজ ও পাখি অন্তর্ভুক্ত, তবে এটি সাধারণত গবাদি পশুর ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ: "হাজা বাহিমাতুন তার'আ ফিল মার'আ।" অর্থাৎ, চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে নির্বাক প্রাণীটি চারণভূমিতে চরে বেড়াচ্ছে।

নবী (সাঃ) এর হাদীসে:

- বিভিন্ন হাদীসে এই শব্দটি এসেছে, যেমন: "এক মহিলা একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করেছিল, যাকে সে আটকে রেখেছিল; না সে তাকে খাবার দিয়েছিল, আর না সে তাকে ছেড়ে দিয়েছিল যাতে সে মাটি থেকে পোকামাকড় খেয়ে বাঁচতে পারত।" এই হাদীস থেকে বোঝা যায় যে প্রাণীদের প্রতি দয়া একটি ধর্মীয় বিষয় এবং "বাহিমা" একটি সত্তা যার অধিকার রয়েছে।
- আরও হাদীসে এসেছে: "প্রত্যেক সতেজ কলিজায় (জীবিত প্রাণীতে) সাওয়াব রয়েছে।" অর্থাৎ, প্রতিটি জীবন্ত প্রাণীর (যার মধ্যে "বাহিমা"ও অন্তর্ভুক্ত) প্রতি দয়া দেখালে সাওয়াব পাওয়া যায়।

ইসলামী ফিকহে:

- "বাহিমা" শব্দটি জবাই, যাকাত, লেনদেন ও ক্ষতিপূরণের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

- উদাহরণস্বরূপ: গবাদি পশুর (উট, গরু, ছাগল) যাকাত নির্দিষ্ট শর্তে ওয়াজিব।
- একে ভাগ করা হয়:
    - বাহিমাতুল আন'আম: উট, গরু, ছাগল।
    - গাইর-মা'কুল (যা ভক্ষণযোগ্য নয়): যেমন ঘোড়া (কিছু ফকীহের মতে) বা হিংস্র প্রাণী।

আধুনিক লোক ব্যবহারে:

- মাঝে মাঝে "বাহিমা" শব্দটি গালি বা অপমান হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ "বোকা" বা "অবুঝ", কারণ "বাহিমা" বিবেকহীন।
    - উদাহরণ: "ফুলানুন বাহিমা।" অর্থাৎ, অমুক ব্যক্তি বোকার মতো বা চিন্তাভাবনা ছাড়াই কাজ করে (এটি একটি রূপক ব্যবহার যা সম্মানজনক নয়)।
- তবে এই ব্যবহার ইসলামী সাহিত্যের জন্য উপযুক্ত নয়, কারণ এতে আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি অসম্মান করা হয় এবং প্রাণীদের গালি দিতে নিষেধ করা হয়েছে।

সারসংক্ষেপ:

- বাহিমা শব্দের মূল অর্থ: নির্বাক বা বিবেকহীন প্রাণী।
- শরীয়তের পরিভাষায়: এটি সাধারণত জবাই ও ভক্ষণযোগ্য গবাদি পশুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।
- ভাষাগতভাবে: প্রতিটি নির্বাক জন্তু।
- সাধারণ ব্যবহারে: মাঝে মাঝে অজ্ঞতা বা নির্বুদ্ধিতা বোঝাতে রূপকভাবে ব্যবহৃত হয়, তবে এটি শরয়ী বা সম্মানজনক ভাষাগত অর্থের বাইরে।

السوال -৩ : فسر بقوله تعالى " الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا""

৩. "আল্লাহর বাণী 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম' - এর ব্যাখ্যা কর।"

الجواب:

"**الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا**" (سورة المائدة، الآية ٣)هي من أعظم آيات القرآن، وقد نزلت على النبي ﷺ يوم **عرفة** في **حجة الوداع**، وهي تُعبّر عن **تمام الرسالة** و**اكتمال الشريعة**، وتحمل أبعادًا عَقَدية وتشريعية عظيمة.فيما يلي تفسير هذه الآية **مفصلًا** بحسب التفاسير الكبرى مثل **ابن كثير**، **الطبري**، **القرطبي**، **الشنقيطي** وغيرهم:

- **الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ المعنى:**

- أي: في هذا اليوم (يوم عرفة من حجة الوداع)، أتمّ الله لكم **أصول الدين وفروعه**، من العقائد، العبادات، الحلال والحرام، المعاملات، الأخلاق، والحدود.
- لم يُترك شيء تحتاجونه في دينكم إلا وبُيّن.
- بعد هذا اليوم، **لا زيادة ولا نقصان** في الشريعة.

أقوال المفسرين:

- **ابن عباس**" :أخبر الله نبيه والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان، فلا يحتاجون إلى زيادة."
- **الطبري**" :أكملت لكم فرائضي، وشرائعي، وحلالي، وحرامي، وحدودي."

◆ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

المعنى:

- إتمام النعمة يتمثل في:
  - **الهداية** إلى الإسلام.
  - **الرسالة** التي جاء بها محمد ﷺ.
  - **التشريع الكامل** الذي يغني عن أي شرعة أخرى.
- الإسلام جاء ليخرج الناس من ظلمات الجهل والشرك إلى نور التوحيد والعدل والرحمة.

من أقوال السلف:

- قيل: النعمة هنا هي **القرآن والإيمان**، والهداية إلى طريق الجنة.
- **عمر بن الخطاب** قال: "نعلم يوم نزلت، ونزلت على النبي ﷺ وهو واقف بعرفة."

◆ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

المعنى:

- أي: اخترت لكم الإسلام ورضيته لكم منهجًا ودينًا، فلا تُقبل منكم عبادة إلا به، ولا دين غيره.
- **الإسلام هنا بمعناه العام والخاص:**
  - العام: الاستسلام لله والانقياد له بالتوحيد.
  - الخاص: ما جاء به محمد ﷺ من العقيدة والشريعة.

دلالة الرضا:

- فيه **تشريف للأمة الإسلامية**.
- يدل على **خاتمية الإسلام وبطلان أي ديانة** بعده.

📌 **سياق نزول الآية:**

- نزلت في **حجة الوداع**، والنبي ﷺ كان واقفًا على جبل عرفة.
- بعد نزولها، **بكى عمر بن الخطاب** فقيل له: "ما يبكيك؟" قال: "ليس بعد الكمال إلا النقص"، أي أن النبي ﷺ قد قرُب أجله.

✨ **الدروس المستفادة:**

١. **الإسلام دين كامل** لا يحتاج إلى إضافة أو تعديل.
٢. **الابتداع في الدين مرفوض**، لأن الله أتم الشريعة.
٣. **رضا الله عن الإسلام** تشريف عظيم لهذه الأمة.
٤. تحذير من **الارتداد أو استبدال الدين**.
٥. وجوب **التمسك بالكتاب والسنة** لأنهما كفيلان بتحقيق النعمة والهدى.

উত্তর: "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।" (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ৩)

এটি কুরআনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আয়াত। এটি বিদায় হজ্জের সময় আরাফার দিনে নবী ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। এই আয়াত রিসালাতের পরিপূর্ণতা ও শরীয়তের সম্পূর্ণতাকে প্রকাশ করে এবং এর মধ্যে রয়েছে মহান আকীদাগত ও শরীয়তগত তাৎপর্য। নিচে প্রধান তাফসীর গ্রন্থগুলির আলোকে এই আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হলো:

- **"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম"**

অর্থ: অর্থাৎ, এই দিনে (বিদায় হজ্জের আরাফার দিন), আল্লাহ তোমাদের জন্য দ্বীনের মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখা, আকীদা, ইবাদত, হালাল-হারাম, লেনদেন, নৈতিকতা এবং হুদুদ (শাস্তি) সবকিছু পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।

দ্বীনের বিষয়ে তোমাদের যা কিছু প্রয়োজন, তার কোনো কিছুই বাদ রাখা হয়নি, বরং সবকিছু স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই দিনের পর শরীয়তে কোনো প্রকার বৃদ্ধি বা হ্রাস করার সুযোগ নেই।

মুফাসসিরগণের বক্তব্য:

- ইবনে আব্বাস (রাঃ): "আল্লাহ তাঁর নবী ও মুমিনদের জানিয়েছেন যে তিনি তাদের ঈমানকে পূর্ণাঙ্গ করেছেন, সুতরাং তাদের আর কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই।"

- তাবারী: "আমি তোমাদের জন্য আমার ফরযসমূহ, শরীয়তসমূহ, হালাল, হারাম ও হুদুদ পরিপূর্ণ করেছি।"

◆ "এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম"

অর্থ:

নিয়ামত পূর্ণ করার অর্থ হলো:

- ইসলামের পথে হেদায়েত দান।
- মুহাম্মদ ﷺ যে রিসালাত নিয়ে এসেছেন তা।
- সম্পূর্ণ শরীয়ত যা অন্য কোনো শরীয়তের মুখাপেক্ষী নয়।

ইসলাম এসেছে মানুষকে অজ্ঞতা ও শিরকের অন্ধকার থেকে তাওহীদ, ন্যায়বিচার ও রহমতের আলোয় বের করে আনতে।

সালাফদের বক্তব্য:

- বলা হয়েছে: এখানে নিয়ামত হলো কুরআন, ঈমান এবং জান্নাতের পথের হেদায়েত।
- উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন: "আমরা সেই দিনটি জানি যেদিন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। এটি নবী ﷺ-এর উপর আরাফায় দাঁড়ানো অবস্থায় অবতীর্ণ হয়েছিল।"

◆ "এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম"

অর্থ:

অর্থাৎ, আমি তোমাদের জন্য ইসলামকে মনোনীত ও পছন্দ করেছি জীবনবিধান ও দ্বীন হিসেবে। সুতরাং, ইসলাম ছাড়া তোমাদের কোনো ইবাদত কবুল করা হবে না এবং এটি ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন গ্রহণযোগ্য নয়। এখানে ইসলাম তার ব্যাপক ও বিশেষ উভয় অর্থেই প্রযোজ্য:

- ব্যাপক অর্থে: আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং তাওহীদের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করা।
- বিশেষ অর্থে: মুহাম্মদ ﷺ যা আকীদা ও শরীয়ত নিয়ে এসেছেন তা।

মনোনীত করার তাৎপর্য:

- এতে মুসলিম উম্মাহর জন্য সম্মান রয়েছে।
- এটি ইসলামের শেষ দ্বীন হওয়া এবং এর পরবর্তী অন্য কোনো দ্বীনের বাতিল হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

📌 আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট:

- এটি বিদায় হজ্জের সময় নাযিল হয়েছিল, যখন নবী ﷺ আরাফা পর্বতে দাঁড়িয়ে ছিলেন।
- এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) কেঁদেছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "আপনি কাঁদছেন কেন?" তিনি বলেছিলেন, "পূর্ণতার পরেই কেবল হ্রাস আসে।" অর্থাৎ, নবী ﷺ-এর সময় ঘনিয়ে এসেছে।

✨ শিক্ষণীয় বিষয়:

1. ইসলাম একটি পরিপূর্ণ দ্বীন, এতে কোনো প্রকার সংযোজন বা পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই।

2. দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভাবন করা (বিদ'আত) প্রত্যাখ্যাত, কারণ আল্লাহ শরীয়তকে সম্পূর্ণ করেছেন।
3. ইসলামের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি এই উম্মতের জন্য এক মহান সম্মান।
4. দ্বীন থেকে ফিরে যাওয়া (ইরতিদাদ) বা দ্বীন পরিবর্তন করার বিষয়ে সতর্কবাণী।
5. কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা ওয়াজিব, কারণ এ দুটিই নিয়ামত ও হেদায়েত লাভের জন্য যথেষ্ট।

السوال ٤ : دل بفر ائض الوضوء بالاية القر آنية وبين بيانا شافيا

৪. "কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে ওযুর ফরজসমূহ প্রমাণ করুন এবং একটি সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিন।"

الجواب:

الآية الدالة على فرائض الوضوء:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَ افِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ"

(سورة المائدة: الآية ٦)

بيان فرائض الوضوء من الآية بيانًا شافيًا:

١. غَسل الوجه

- قوله تعالى" :**فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ"**
- والوجه يبدأ من منابت الشعر (أعلى الجبهة) إلى أسفل الذقن، ومن الأذن إلى الأذن.
- يدخل فيه **المضمضة والاستنشاق** عند الجمهور (سنّة عند البعض، واجبة عند بعض العلماء.(

٢. غَسل اليدين إلى المرفقين

- قوله" :**وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَ افِقِ"**
- اليد تبدأ من أطراف الأصابع إلى الكوع (المِرفق)، ويجب غسل اليدين **كاملتين** مع المرافق.

٣. مسح الرأس

- قوله" :**وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ**"
- المسح يختلف عن الغسل؛ يكفي البلل، لا يشترط الإسالة.
- يشمل أقل شيء من الرأس عند الشافعية، وأغلب الرأس عند المالكية، وكل الرأس عند الحنابلة.
- **مسح بعض الرأس يجزئ** عند أكثر العلماء.

٤. غَسل الرجلين إلى الكعبين

- قوله" :**وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ**"
- اختلف العلماء في "أرجلكم": هل عُطفت على المغسولات أم على الممسوحات؟ والراجح: هي مغسولة، بدليل القراءة المتواترة بالفتح "أرجلَكم."
- الكعبان: العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم.

✅ إذًا :فرائض (أركان) الوضوء الأربعة في الآية:

١. غسل الوجه.
٢. غسل اليدين إلى المرفقين.
٣. مسح الرأس.
٤. غسل الرجلين إلى الكعبين.

أدلة أخرى تُتمم المسألة:

- قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح:**"لا يُقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".**
(رواه البخاري ومسلم)
- وفي حديث آخر: "**ويلٌ للأعقاب من النار**"دعوة منه ﷺ لإتمام غسل الرجلين حتى الكعبين.

ملاحظة فقهية:

- **النية** ليست مذكورة في الآية، لكنها **فرض عند الجمهور**)الشافعية والمالكية وغيرهم) استنادًا للسنة وقاعدة "الأعمال بالنيات."
- **الترتيب** بين الأعضاء شرط عند الشافعية والحنابلة، مستدلين بالآية حيث وردت على ترتيبٍ لا يُحتمل التقديم والتأخير.

উত্তর: ওযুর ফরজসমূহ সম্পর্কিত আয়াত:

"হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হও, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করো এবং তোমাদের মাথা মাসেহ করো এবং তোমাদের পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত করো।" (সূরা আল-মায়িদা: আয়াত ৬)

আয়াত থেকে ওযুর ফরজসমূহের সুস্পষ্ট বর্ণনা:

১. **মুখমণ্ডল ধৌত করা** * আল্লাহ তা'আলার বাণী: "অতএব তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত করো।" * মুখমণ্ডলের সীমা হলো চুলের গোড়া (কপালের উপরের অংশ) থেকে থুতনির নিচ পর্যন্ত এবং এক কান থেকে অন্য কান পর্যন্ত। * কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া جمهور (অধিকাংশ) আলেমের নিকট এর অন্তর্ভুক্ত (কারও মতে সুন্নত, আবার কিছু আলেমের মতে ওয়াজিব)।

২. **কনুই পর্যন্ত উভয় হাত ধৌত করা** * আল্লাহ তা'আলার বাণী: "এবং তোমাদের হাত কনুই পর্যন্ত।" * হাতের শুরু আঙ্গুলের অগ্রভাগ থেকে কনুই পর্যন্ত এবং কনুইসহ সম্পূর্ণ হাত ধৌত করা আবশ্যক।

৩. **মাথা মাসেহ করা** * আল্লাহ তা'আলার বাণী: "এবং তোমাদের মাথা মাসেহ করো।" * মাসেহ ধোয়ার থেকে ভিন্ন; সামান্য ভেজালেই যথেষ্ট, পানি প্রবাহিত করা শর্ত নয়। * শাফেয়ী মাযহাবের মতে মাথার সামান্য অংশ মাসেহ করাই যথেষ্ট, মালেকী মাযহাবের মতে মাথার বেশিরভাগ অংশ এবং হাম্বলী মাযহাবের মতে সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করতে হয়। * অধিকাংশ আলেমের মতে মাথার কিছু অংশ মাসেহ করাই যথেষ্ট।

৪. **টাখনু পর্যন্ত উভয় পা ধৌত করা** * আল্লাহ তা'আলার বাণী: "এবং তোমাদের পা টাখনু পর্যন্ত।" * "আরজুলাকুম" (وَأَرْجُلَكُمْ - তোমাদের পা) শব্দটি মাগসুলাত (ধৌত করার বিষয়) নাকি মামসুহাত (মাসেহ করার বিষয়)-এর উপর আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ মত হলো এটি মাগসুলাত, এর স্বপক্ষে "আরজুলাকুম"-এর فتح (যবর) যোগের মুতাওয়াতির (অবিচ্ছিন্ন) কিরাআত (পঠন) প্রমাণ হিসেবে বিদ্যমান। * কা'বাইন (الْكَعْبَيْنِ - দুই টাখনু): পায়ের গোছা ও পায়ের সংযোগস্থলের উভয় পাশের উঁচু হাড়।

✅ **সুতরাং, আয়াতের আলোকে ওযুর চারটি ফরজ (আরকান):** ১. মুখমণ্ডল ধৌত করা। ২. কনুই পর্যন্ত উভয় হাত ধৌত করা। ৩. মাথা মাসেহ করা। ৪. টাখনু পর্যন্ত উভয় পা ধৌত করা।

অন্যান্য প্রমাণ যা বিষয়টিকে পূর্ণতা দান করে:

- নবী ﷺ সহীহ হাদীসে বলেছেন: "আল্লাহ তোমাদের কারো নামায কবুল করবেন না যতক্ষণ না সে ওযু করে, যখন তার ওযু ভেঙে যায়।" (বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)
- অন্য হাদীসে এসেছে: "জাহান্নামের আগুন থেকে পায়ের গোড়ালির পশ্চাৎ অংশের জন্য ধ্বংস।" এটি নবী ﷺ-এর পক্ষ থেকে টাখনু পর্যন্ত ভালোভাবে পা ধৌত করার প্রতি আহ্বান।

ফিকহী মন্তব্য:

- নিয়ত (সংকল্প) আয়াতে উল্লেখ করা হয়নি, তবে جمهور (শাফেয়ী, মালেকী ও অন্যান্য) আলেমের মতে এটি ফরজ, সুন্নাহ ও "আমলসমূহ নিয়তের উপর নির্ভরশীল" - এই নীতির ভিত্তিতে।
- অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধোয়ার ধারাবাহিকতা শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের মতে শর্ত, তারা আয়াতের ধারাবাহিকতাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন যেখানে কোনো প্রকার আগে-পরের সম্ভাবনা নেই।

السوال ٥: ما المراد بقوله تعالى"اعدلوا هو أقرب للتقوى"

৫. "আল্লাহ তা'আলার বাণী 'তোমরা ন্যায়বিচার করো, এটাই তাকওয়ার নিকটতর' - এর মাধ্যমে কী বোঝানো হয়েছে?"

الجواب : قوله تعالى: "**اعدلوا هو أقرب للتقوى**"*(سورة المائدة: الآية ٨)* جاء ضمن آية عظيمة من آيات الأحكام والعدل، يقول الله فيها: "**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ**"

معنى الآية عمومًا:

- **"ولا يَجرمنكم شنآن قوم** :"لا يحملنّكم بغضُ قوم (أي عداوتهم أو كراهيتهم) على أن تظلموهم أو تتجاوزوا العدل في حقهم.
- **"اعدلوا هو أقرب للتقوى** :"أي التزموا العدل في كل الأحوال، حتى مع أعدائكم، فإن **العدل أقرب إلى التقوى**، ويقود إلى رضوان الله.

تفسير "اعدلوا هو أقرب للتقوى:"

١. **المراد بـ"اعدلوا:"**
   - أي **قوموا بالعدل في القول والفعل والحكم**، حتى مع من تبغضونهم أو يعادونكم.
   - يشمل: الشهادة، القضاء، المعاملة، توزيع الحقوق.
٢. **"هو أقرب للتقوى:"**
   - أي العدل هو **أقرب إلى التقوى** من الجور أو الانتصار للنفس أو الميل بسبب العاطفة أو البغضاء.
   - لأن التقوى تتضمن الخوف من الله، والعدل من أعظم ما يدل على صدق التقوى.

أقوال المفسرين:

- **الطبري:**

"العدل أقرب إلى تقوى الله من الجور، لأن الله أمر بالعدل ونهى عن الظلم، ومن أطاع الله فقد اتقى."

- **القرطبي:**

"عدل المؤمن مع العدو أقرب إلى أن يكون متقيًا في حق الله؛ لأن التقوى فعل ما أُمر به، وترك ما نُهي عنه."

- **ابن كثير**:

"لا يحملنّكم بغض قوم على ترك العدل معهم، بل استعملوا العدل فيهم فإنه أقرب إلى التقوى."

✅ خلاصة المعنى:

- **"اعدلوا"**:"الزموا العدل، حتى مع مَن لا تحبونهم.
- **"هو أقرب للتقوى"**:"العدل طريق واضح إلى التقوى، وهو دليل صدق الإيمان.

উত্তর: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "তোমরা ন্যায়বিচার করো, এটাই তাকওয়ার নিকটবর্তী।" (সূরা আল-মায়িদা: আয়াত ৮)

এটি বিধি-বিধান ও ন্যায়বিচারের মহান আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা এতে বলেন: "হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও। কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করতে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার করো, এটাই তাকওয়ার নিকটবর্তী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত।"

আয়াতের সাধারণ অর্থ:

- "কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করতে প্ররোচিত না করে": কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা বা শত্রুতা যেন তোমাদেরকে তাদের প্রতি অবিচার করতে অথবা তাদের অধিকারের ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন করতে উৎসাহিত না করে।
- "তোমরা ন্যায়বিচার করো, এটাই তাকওয়ার নিকটবর্তী": তোমরা সর্বাবস্থায় ন্যায়বিচার অবলম্বন করো, এমনকি তোমাদের শত্রুদের সাথেও। কারণ ন্যায়বিচার তাকওয়ার নিকটবর্তী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে পরিচালিত করে।

"তোমরা ন্যায়বিচার করো, এটাই তাকওয়ার নিকটবর্তী" - এর ব্যাখ্যা:

১. "তোমরা ন্যায়বিচার করো" এর অর্থ:

- তোমরা কথা, কাজ ও ফয়সালার ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করো, এমনকি যাদেরকে তোমরা অপছন্দ করো বা যারা তোমাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে তাদের ক্ষেত্রেও।
- এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: সাক্ষ্য দেওয়া, বিচার করা, লেনদেন করা ও অধিকার বণ্টন করা।

২. "এটাই তাকওয়ার নিকটবর্তী" এর অর্থ:

- অর্থাৎ, অবিচার করা, নিজের স্বার্থ রক্ষা করা অথবা আবেগ বা বিদ্বেষের বশবর্তী হওয়ার চেয়ে ন্যায়বিচার তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী।
- কারণ তাকওয়ার মধ্যে আল্লাহকে ভয় করা অন্তর্ভুক্ত, এবং ন্যায়বিচার তাকওয়ার সত্যতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

মুফাসসিরগণের বক্তব্য:

- তাবারী: "অবিচারের চেয়ে ন্যায়বিচার আল্লাহর তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী, কারণ আল্লাহ ন্যায়বিচারের আদেশ দিয়েছেন এবং অবিচার করতে নিষেধ করেছেন। যে আল্লাহর আনুগত্য করে, সে তাকওয়া অবলম্বন করে।"
- কুরতুবী: "মুমিনের শত্রুর প্রতি ন্যায়বিচার আল্লাহর অধিকারের ক্ষেত্রে তাকওয়াবান হওয়ার অধিক নিকটবর্তী; কারণ তাকওয়া হলো যা আদিষ্ট হয়েছে তা পালন করা এবং যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা বর্জন করা।"
- ইবনে কাসীর: "কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে তাদের সাথে ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করতে প্ররোচিত না করে, বরং তাদের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করো, কারণ এটাই তাকওয়ার নিকটবর্তী।"

✅ অর্থের সারসংক্ষেপ:

- "তোমরা ন্যায়বিচার করো": তোমরা ন্যায়বিচার অবলম্বন করো, এমনকি যাদেরকে তোমরা ভালোবাসো না তাদের সাথেও।
- "এটাই তাকওয়ার নিকটবর্তী": ন্যায়বিচার তাকওয়ার সুস্পষ্ট পথ এবং এটি ঈমানের সত্যতার প্রমাণ।

السوال: ٦- ما معنى المحسنين ؟ أوضح

৬. "আল-মুহসিনীন (الْمُحْسِنِينَ) শব্দের অর্থ কী? স্পষ্ট করুন।"

المُحسِنِين هو جمع لكلمة **مُحسِن**، وهي اسم فاعل من الفعل "أحسن". والمعنى العام للمُحسنين في اللغة والشرع يدل على من يتقن عمله، ويعمل الخير، ويتعامل مع الآخرين بخلق كريم، ويعبد الله بإخلاص.

أولًا: المعنى اللغوي: الإحسان في اللغة مأخوذ من:

- **الحُسن** :ضد القُبح.
- و"أَحسَنَ الشيءَ" أي: جعله حسنًا أو فعله على وجه الحُسن والإتقان.
- فالمُحسِن هو الذي يأتي بالأفعال والأقوال والتصرفات على وجه الجمال والإتقان.

ثانيًا: المعنى في القرآن الكريم والسنة

الإحسان في الشرع له معنيان رئيسيان، كما ورد في الأحاديث والآيات:

١.**الإحسان في عبادة الله:**كما في حديث جبريل المعروف: "الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك". (رواه مسلم)

أي أن المحسن في العبادة يعبد الله بإخلاص وخشوع ومراقبة دائمة، وكأنه يرى الله.

٢ .**الإحسان إلى الناس:**كقول الله تعالى: **"إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُحسِنين"** (سورة البقرة: ١٩٥)والمعنى هنا يشمل:

- الإحسان إلى **الوالدين**.
- الإحسان إلى **الجيران**.
- الإحسان إلى **اليتامى والمساكين**.
- الإحسان في **المعاملة والتصرفات**.
- الإحسان حتى إلى **من أساء إليك**.

ثالثًا: صفات المُحسنينمن خلال القرآن والسنة، نجد أن **المُحسنين** هم:

- الذين **ينفقون في السراء والضراء**.
- **يكظمون الغيظ** ويعفون عن الناس.
- **يتوكلون على الله**.
- **يصبرون** عند البلاء.
- **يُخلصون في العمل**.
- **يعاملون الناس بعدل ورحمة**.

رابعًا: جزاء المُحسنين

جاء في مواضع كثيرة أن الله يحب المحسنين، ومن جزائهم:

- **محبة الله** لهم.
- **مغفرة الذنوب**.
- **الأجر العظيم** في الدنيا والآخرة.
- **العلو في الدرجات** عند الله.

উত্তর: আল-মুহসিনীন

"আল-মুহসিনীন" শব্দটি "মুহসিন"-এর বহুবচন, যা "আহসানা" (উত্তম কাজ করা) ক্রিয়াপদের ইসমে ফায়েল (কর্তৃবাচক বিশেষ্য)। ভাষাগত ও শরয়ীভাবে "আল-মুহসিনীন"-এর সাধারণ অর্থ হলো সেই ব্যক্তি যে তার কাজকে নিখুঁতভাবে করে, ভালো কাজ করে, অন্যদের সাথে উত্তম আচরণের মাধ্যমে ব্যবহার করে এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করে।

প্রথমত: ভাষাগত অর্থ:

ভাষায় "ইহসান" (الإحسان) শব্দটি নিম্নলিখিত অর্থ থেকে গৃহীত:

- আল-হুসন (الحُسن): কুৎসিতের বিপরীত, সুন্দর।
- "আহসান আশ-শাইআ" (أَحسَنَ الشيءَ) অর্থাৎ: কোনো জিনিসকে সুন্দর করা অথবা সুন্দর ও নিখুঁতভাবে কোনো কাজ করা।

সুতরাং, "আল-মুহসিন" (المُحسِن) হলেন সেই ব্যক্তি যিনি সুন্দর ও নিখুঁতভাবে কথা, কাজ ও আচরণ সম্পাদন করেন।

দ্বিতীয়ত: কুরআনুল কারীম ও সুন্নাহর অর্থ:

শরীয়তে "ইহসান"-এর দুটি প্রধান অর্থ রয়েছে, যেমনটি হাদীস ও আয়াতে বর্ণিত হয়েছে:

১. আল্লাহর ইবাদতে ইহসান: যেমন বিখ্যাত জিবরীলের হাদীসে এসেছে: "ইহসান হলো তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছো, আর যদি তুমি তাঁকে না দেখো তবে (বিশ্বাস রাখবে) নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে দেখছেন।" (সহীহ মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)

অর্থাৎ ইবাদতের ক্ষেত্রে "মুহসিন" হলেন সেই ব্যক্তি যিনি একনিষ্ঠতা, বিনয় ও সর্বদা পর্যবেক্ষণের সাথে আল্লাহর ইবাদত করেন, যেন তিনি আল্লাহকে দেখছেন।

২. মানুষের প্রতি ইহসান: যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী: "নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহসিনীনদের ভালোবাসেন।" (সূরা আল-বাকারা: ১৯৫) এখানে এর অর্থ অন্তর্ভুক্ত করে:

* পিতা-মাতার প্রতি ইহসান।
* প্রতিবেশীদের প্রতি ইহসান।
* ইয়াতীম ও অভাবীদের প্রতি ইহসান।
* লেনদেন ও আচরণের ক্ষেত্রে ইহসান।
* এমনকি যে তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে তার প্রতিও ইহসান।

তৃতীয়ত: মুহসিনীনদের গুণাবলী:

কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে মুহসিনীনরা হলেন:

- যারা সচ্ছলতা ও অভাব উভয় অবস্থায় দান করে।
- যারা ক্রোধ দমন করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে।
- যারা আল্লাহর উপর ভরসা করে।
- যারা বিপদে ধৈর্য ধারণ করে।
- যারা কাজে একনিষ্ঠ থাকে।

- যারা মানুষের সাথে ন্যায় ও দয়ার সাথে আচরণ করে।

চতুর্থত: মুহসিনীনদের প্রতিদান:

অনেক স্থানে এসেছে যে আল্লাহ মুহসিনীনদের ভালোবাসেন, এবং তাদের প্রতিদান হলো:

- আল্লাহর ভালোবাসা লাভ।
- গুনাহ ক্ষমা।
- দুনিয়া ও আখেরাতে মহান প্রতিদান।
- আল্লাহর নিকট উচ্চ মর্যাদা লাভ।

السوال ٧: ما المراد بقوله تعالى: "وميثاقه الذي و اثقكم به"

৭. "আল্লাহ তা'আলার বাণী: 'এবং তাঁর সেই অঙ্গীকার যা তিনি তোমাদের কাছ থেকে নিয়েছিলেন' - এর মাধ্যমে কী বোঝানো হয়েছে?"

الجواب: قوله تعالى" :وميثاقه الذي واثقكم به "ورد في سورة الأنعام (الآية ٩١) ضمن الآية الكاملة: "وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورًا وهدًى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرًا وعلّمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون"

لكن الجملة "وميثاقه الذي واثقكم به "بحد ذاتها وردت في سورة الحديد، الآية ٨: "وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين"

الآية تتحدث عن العهد الذي أخذه الله على عباده، والمقصود به غالبًا أحد هذه المعاني:

١. الميثاق الفطري :أن الله خلق الإنسان مفطورًا على التوحيد، كما في قوله تعالى: "وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى"(الأعراف: ١٧٢)
٢. الميثاق الشرعي :أي الأوامر والنواهي التي أنزلها الله في كتبه وعلى ألسنة رسله، والتي تقضي بالإيمان به وطاعته.
٣. الميثاق الخاص بالمؤمنين :أي أنكم لما آمنتم، بايعتم الله على السمع والطاعة، وهذا ميثاق بينكم وبينه.
٤. الإمام الطبري والإمام ابن كثير في تفسيرهما (جامع البيان) يوضحان "أن هذه الآية تشير إلى العهد الذي أخذه الله على بني آدم في عالم الذر"

خلاصة التفسير: ومِيثاقه الذي واثقكم به" يعني :العهد الذي قطعه الله عليكم بأن تؤمنوا به وتعبدوه وتطيعوه، وقد أكده عليكم سواء بالفطرة، أو عبر الأنبياء والرسل، أو بالإيمان والبيعة.

উত্তর: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "ওয়া মীসাকাহুল্লাযী ওয়া-সাকাকুম বিহী" (এবং তাঁর সেই অঙ্গীকার যা তিনি তোমাদের কাছ থেকে নিয়েছিলেন) সূরা আল-আন'আমের **৯১** নং আয়াতের একটি অংশ হিসেবে এসেছে: "আর তারা আল্লাহর যথাযথ মর্যাদা দেয়নি যখন তারা বলে, আল্লাহ কোনো মানুষের উপর কিছুই অবতীর্ণ করেননি।

বলুন, সেই কিতাব কে অবতীর্ণ করেছেন যা মূসা নিয়ে এসেছিলেন, যা ছিল মানুষের জন্য আলো ও পথনির্দেশক? তোমরা তাকে কাগজের পাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখ, তার কিছু অংশ প্রকাশ কর এবং বেশির ভাগ গোপন রাখ, অথচ তোমাদেরকে এমন জ্ঞান দান করা হয়েছে যা তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষরা জানতেও না। বলুন, আল্লাহ (অবতীর্ণ করেছেন)। অতঃপর তাদেরকে তাদের অনর্থক আলোচনায় মত্ত থাকতে দিন।"

তবে, "ওয়া মীসাকাহুল্লাযী ওয়া-সাকাকুম বিহী" বাক্যটি বিশেষভাবে সূরা আল-হাদীদ, আয়াত ৮-এ এসেছে: "তোমাদের কী হল যে তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনছ না, অথচ রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনার জন্য আহ্বান করছেন? আর তিনি তো তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন, যদি তোমরা মুমিন হও।"

এই আয়াতে সেই অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কাছ থেকে নিয়েছেন এবং এর দ্বারা সাধারণত নিম্নলিখিত অর্থগুলোর কোনো একটি বোঝানো হয়:

১. প্রাকৃতিক অঙ্গীকার (আল-মীসাক আল-ফিতরী): আল্লাহ মানুষকে তাওহীদের (একত্ববাদ) উপর সৃষ্টি করেছেন, যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণীতে এসেছে: "আর যখন তোমার রব আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদেরকে বের করলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের উপর সাক্ষী করে বললেন, 'আমি কি তোমাদের রব নই?' তারা বলল, 'হ্যাঁ'।" (সূরা আল-আ'রাফ: ১৭২)

২. শরয়ী অঙ্গীকার (আল-মীসাক আশ-শারঈ): অর্থাৎ সেই আদেশ ও নিষেধ যা আল্লাহ তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রাসূলগণের মাধ্যমে অবতীর্ণ করেছেন এবং যা তাঁর প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়।

৩. মুমিনদের বিশেষ অঙ্গীকার: অর্থাৎ যখন তোমরা ঈমান এনেছ, তখন তোমরা আল্লাহর কাছে শ্রবণ ও আনুগত্যের বাই'আত (আনুগত্যের শপথ) করেছ এবং এটি তোমাদের ও তাঁর মধ্যে একটি অঙ্গীকার।

৪. ইমাম তাবারী ও ইমাম ইবনে কাসীর তাদের তাফসীরে (জামি'উল বায়ান) স্পষ্ট করেছেন যে "এই আয়াতটি সেই অঙ্গীকারের দিকে ইঙ্গিত করে যা আল্লাহ আদম সন্তানদের কাছ থেকে 'আলমে যার'-এ (সৃষ্টির সূচনাকালে) নিয়েছিলেন।"

তাফসীরের সারসংক্ষেপ: "ওয়া মীসাকাহুল্লাযী ওয়া-সাকাকুম বিহী" এর অর্থ হলো: সেই অঙ্গীকার যা আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে নিয়েছেন যে তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে, তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর আনুগত্য করবে। আর তিনি তা তোমাদের উপর দৃঢ় করেছেন, চাই তা স্বভাবগতভাবেই হোক, অথবা নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে হোক, অথবা ঈমান ও বাই'আতের মাধ্যমে হোক।

السوال ٨: فسر بقوله تعالى "يحرفون الكلم عن مواضع الكلم"

৮. "আল্লাহ তা'আলার বাণী 'তারা শব্দগুলোকে তাদের স্থান থেকে পরিবর্তন করে' - এর ব্যাখ্যা করুন।"

الجواب: قوله تعالى:
﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِ الْكَلِمِ﴾ —وهي عبارة مقاربة للآية المشهورة:
﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾]النساء: ٤٦، والمائدة: ١٣[، لكن صيغة سؤالك تضمنت تكرار "الكلم"، فنفصل لك المعنى المقصود بدقة.

✅ **المعنى:**

"يحرفون الكلم عن مواضع الكلم" أي :يُغيرون كلام الله أو كلام الحق من أماكنه الحقيقية التي وضعه الله فيها، سواء في اللفظ أو المعنى.

🔹 **شرح العبارة:**

- **الكَلِم** :جمع "كلمة"، والمقصود به هنا **كلام الله تعالى** أو **القول الحق** الذي نزل في الكتب السماوية.
- **مواضع الكلم** :أي **أماكنه الأصلية في اللفظ أو المعنى**، حيث يجب أن يُقال أو يُفهم.

🔸 **كيف يحرفونه؟**

١. **تحريف اللفظ (النص)**
   - مثل أن يبدّلوا كلمة في التوراة بكلمة أخرى.
   - أو يحذفوا آيات ويكتبوا غيرها.
٢. **تحريف المعنى (التأويل)**
   - مثل أن يفسروا الكلمة على غير معناها المقصود، لتوافق أهواءهم أو لتضليل الناس.

🔹 **أمثلة:**

- بدل أن يقرّوا بصفات النبي ﷺ الموجودة في التوراة، قام بعض اليهود **بتأويلها أو حذفها**.
- في أحكام الزنا أو القتل، كانوا **يُخفون الحدود الشرعية** المكتوبة ويستبدلونها بأحكام أخف.

🔹 **قال ابن كثير** :في تفسيره لآية: "يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ" قال: **"أي: يتأولونه على غير تأويله، ويفسرونه بغير ما أراد الله به، وهذا نوع من الكذب على الله".**

✅ **الخلاصة:**

"يحرفون الكلم عن مواضع الكلم"تعني: أنهم يُغيرون كلام الله أو الحق، إما بتبديل ألفاظه، أو بتحريف معانيه، فلا يبقى في الموضع الصحيح الذي أنزله الله فيه، لا من حيث اللفظ ولا من حيث التفسير.

উত্তর: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "তারা শব্দগুলোকে তাদের স্থান থেকে সরিয়ে বিকৃত করে।" — এটি সেই প্রসিদ্ধ আয়াতের কাছাকাছি একটি বাক্য: "তারা শব্দগুলোকে তাদের স্থান থেকে বিকৃত করে।" [সূরা আন-নিসা: ৪৬, এবং সূরা আল-মায়িদা: ১৩]। তবে আপনার প্রশ্নের বাক্যটিতে "আল-কালিম" (শব্দগুলো) শব্দটি দুবার এসেছে, তাই আমরা এর সঠিক অর্থ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করছি।

✅ **অর্থ:**

"يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِ الْكَلِمِ" এর অর্থ হলো: তারা আল্লাহর কালাম বা সত্য বাণীকে সেই আসল স্থান থেকে পরিবর্তন করে দেয় যেখানে আল্লাহ তা রেখেছেন, তা শব্দের দিক থেকেই হোক অথবা অর্থের দিক থেকেই হোক।

🔹 **বাক্যটির ব্যাখ্যা:**

- আল-কালিম (الْكَلِمِ): এটি "কালিমা" (كَلِمَة) শব্দের বহুবচন, যার অর্থ শব্দ। এখানে এর দ্বারা আল্লাহর বাণী অথবা আসমানী কিতাবগুলোতে অবতীর্ণ সত্য বাণী বোঝানো হচ্ছে।
- মাওয়াযি' আল-কালিম (مَوَاضِعِ الْكَلِمِ): এর অর্থ হলো শব্দের আসল স্থান, তা তার আক্ষরিক অর্থেই হোক অথবা তার মর্মার্থেই হোক, যেখানে তা বলা বা বোঝা উচিত।

🔸 **তারা কিভাবে বিকৃত করে?**

১. শব্দের (মূল পাঠের) বিকৃতি:

* যেমন তাওরাতের কোনো শব্দকে অন্য কোনো শব্দ দিয়ে পরিবর্তন করা।

* অথবা আয়াত বাদ দেওয়া এবং তার পরিবর্তে অন্য কিছু লেখা।

২. অর্থের (ব্যাখ্যার) বিকৃতি:

* যেমন কোনো শব্দের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অর্থ বাদ দিয়ে নিজেদের খেয়ালখুশি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা অথবা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া।

🔹 উদাহরণ:

- তাওরাতে নবী ﷺ-এর গুণাবলী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কিছু ইহুদিরা সেগুলোকে ভুল ব্যাখ্যা করত অথবা বাদ দিত।
- ব্যভিচার বা হত্যার বিধানের ক্ষেত্রে তারা লিখিত শরয়ী হদ (শাস্তি) গোপন করত এবং তার পরিবর্তে হালকা বিধান চালু করত।

🔹 **ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেন:**

"يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ" আয়াতের তাফসীরে তিনি বলেন: "অর্থাৎ তারা এর ভুল ব্যাখ্যা করে এবং আল্লাহ যা বোঝাতে চেয়েছেন তার বিপরীত অর্থ করে। এটি আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করার এক প্রকার।"

✅ **সারসংক্ষেপ:**

"يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِ الْكَلِمِ" এর অর্থ হলো: তারা আল্লাহর কালাম বা সত্যকে পরিবর্তন করে, তা তার শব্দ পরিবর্তন করার মাধ্যমেই হোক অথবা তার অর্থ বিকৃত করার মাধ্যমেই হোক। ফলে তা সেই সঠিক স্থানে থাকে না যেখানে আল্লাহ তা অবতীর্ণ করেছেন, না শব্দের দিক থেকে, না ব্যাখ্যার দিক থেকে।

السوال ٩: مالمراد بقوله تعالى "وجعل الظلمات والنور"

৯. "আল্লাহ তা'আলার বাণী 'এবং তিনি অন্ধকার ও আলো তৈরি করেছেন' - এর মাধ্যমে কী বোঝানো হয়েছে?"

الجواب: قوله تعالى:
﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ سورة الأنعام، الآية ١–

✅ **المعنى الإجمالي:**

"وجعل الظلمات والنور" أي :خلق الله الظلمات والأنوار، وهي مخلوقات تدل على عظمته، وجعلها للناس أسبابًا للحياة والهداية.

🔹 **شرح مفصل:**

١- الظلمات والنورمن حيث الحقيقة الحسية:

- **الظلمات** :تشمل ظلمة الليل، وظلمة أعماق الأرض، وظلمة الكفر والجهل.
- **النور** :يشمل نور الشمس، والقمر، والنار، والضياء عامة.

فالله هو الذي خلق التباين في العالم :**ليل ونهار– ظلمة ونور**، لتستقيم حياة الإنسان.

.2الظلمات والنورمن حيث المعنى المعنوي (الرمزي):

- **الظلمات** :ترمز إلى **الكفر، والضلال، والجهل، والظلم.**
- **النور** :يرمز إلى **الإيمان، والهدى، والعلم، والعدل.**

قال المفسرون: عُبر عن الكفر بالظلمات، وعن الإيمان بالنور، لأن الكفر يُعمي الإنسان عن الحق، والإيمان يُبصره به".

🔹 **لماذا قال "الظلمات" جمعًا و"النور" مفردًا؟**

- **لأن طرق الضلال والكفر متعددة ومتشعبة**، ولكل قوم ضلالة.
- أما **الهدى فهو واحد**، وهو طريق الإيمان والتوحيد.

📌 قال ابن كثير:
"وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، أي: خَلَقَ كُلّ شَيْء، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾، وَذَكَرَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ خُصُوصًا، لِأَنَّهُمَا أَظْهَرُ مَا يُرَى بِالْعَيْنِ".

✅ **الخلاصة:**

"وجعل الظلمات والنور" يعني: أن الله خلق الظلمة والنور، حسًّا (كضوء الشمس والليل)، ومعنًى (كالكفر والإيمان)، وبهما يظهر التفاوت بين الهدى والضلال، وهو بذلك يستحق الحمد والثناء.

উত্তর: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলো তৈরি করেছেন।" (সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১)

✅ **সার্বিক অর্থ:**

"ওয়া জা'আলাজ জুলুমাতি ওয়ান নূর" অর্থাৎ: আল্লাহ তা'আলা অন্ধকার ও আলো সৃষ্টি করেছেন। এগুলো এমন সৃষ্টি যা তাঁর মহত্ত্বের প্রমাণ বহন করে এবং তিনি এগুলোকে মানুষের জীবন ও পথের দিশার কারণ বানিয়েছেন।

🔹 **বিস্তারিত ব্যাখ্যা:**

১. অন্ধকার ও আলো বাস্তব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার দিক থেকে:

* অন্ধকার: রাতের অন্ধকার, পৃথিবীর গভীর অংশের অন্ধকার এবং কুফর ও অজ্ঞতার অন্ধকারকে অন্তর্ভুক্ত করে।

* আলো: সূর্য, চন্দ্র, আগুন ও সাধারণভাবে সকল প্রকার ঔজ্জ্বল্যকে অন্তর্ভুক্ত করে।

সুতরাং আল্লাহই জগতে বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছেন: রাত ও দিন - অন্ধকার ও আলো, যাতে মানুষের জীবন স্বাভাবিকভাবে চলতে পারে।

২. অন্ধকার ও আলো আধ্যাত্মিক অর্থের দিক থেকে (প্রতীকী):

* অন্ধকার: কুফর, গোমরাহি, অজ্ঞতা ও জুলুমের প্রতীক।

* আলো: ঈমান, হেদায়েত, জ্ঞান ও ন্যায়বিচারের প্রতীক।

মুফাসসিরগণ বলেন: কুফরকে অন্ধকার এবং ঈমানকে আলো দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে, কারণ কুফর মানুষকে সত্য থেকে অন্ধ করে দেয় এবং ঈমান তাকে সত্য দেখতে সাহায্য করে।

🔹 কেন "অন্ধকার" বহুবচনে এবং "আলো" একবচনে বলা হয়েছে?

- কারণ গোমরাহি ও কুফরের পথ বহু ও বিভিন্ন প্রকার, এবং প্রতিটি জাতির জন্য আলাদা গোমরাহি রয়েছে।

- পক্ষান্তরে হেদায়েতের পথ একটিই, আর তা হলো ঈমান ও তাওহীদের পথ।

📌 **ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেন:**

"ওয়া জা'আলাজ জুলুমাতি ওয়ান নূর", অর্থাৎ: তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আল্লাহই সকল কিছুর স্রষ্টা।" তিনি বিশেষভাবে অন্ধকার ও আলোর উল্লেখ করেছেন, কারণ এগুলোই চোখের দ্বারা দৃশ্যমান সবচেয়ে সুস্পষ্ট জিনিস।

✅ **সারসংক্ষেপ:**

"ওয়া জা'আলাজ জুলুমাতি ওয়ান নূর" এর অর্থ হলো: আল্লাহ তা'আলা অন্ধকার ও আলো সৃষ্টি করেছেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে (যেমন সূর্য ও রাতের আলো) এবং আধ্যাত্মিকভাবে (যেমন কুফর ও ঈমান)। এগুলোর মাধ্যমেই হেদায়েত ও গোমরাহির পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়, এবং এ কারণে তিনিই সকল প্রশংসা ও স্তুতির যোগ্য।

السوال ١٠: كيف خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه الصلاة والسلام بين بيانا شافيا

১০. "আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে কিভাবে সৃষ্টি করেছেন? একটি সুস্পষ্ট বর্ণনা দিন।"

الجواب:

كيف خلق الله آدم عليه السلام؟

أولًا :ابتداء الخلق من تراب: **قال الله تعالى:** ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ **[آل عمران: ٥٩]**

أي أن أصل خلق آدم كان من **تراب الأرض**، وهذا يبيّن أن الإنسان مخلوق من مادة أرضية.

ثانيًا :تحويل التراب إلى طين

قال تعالى: ﴿**وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ**﴾(المؤمنون: ١٢) **سلالة** "تعني خلاصة الشيء، أي أُخذ من أجود أنواع التراب، وبلل بالماء فصار **طينًا**.

ثالثًا :تحول الطين إلى طين لازب ثم صلصال

١. قال تعالى: ﴿**إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ**﴾ [ص: ٧١]

٢. وقال: ﴿**خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ**﴾(الرحمن: ١٤) "**صلصال** :"طين يابس يسمع له صلصلة، أي صار كالخزف اليابس.

رابعًا :تسوية الجسد ونفخ الروح

قال الله تعالى:

﴿**فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ**﴾]ص: ٧٢[

- أي بعد أن خلق الله جسد آدم وسواه وهيّأه، **نفخ فيه من روحه**، وهي روح مخلوقة مشرّفة.

✅ **وبالنفخة دبت الحياة في جسد آدم عليه السلام، فتحرك وأصبح حيًا ناطقًا عاقلًا.**

خامسًا :تكريم آدم وسجود الملائكة

قال تعالى:

﴿**وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ**﴾ ... ﴿**فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ**﴾]ص: ٧١–٧٣[

- أمر الله الملائكة بالسجود له **تكريمًا لا عبادةً**، فسجدوا كلهم إلا إبليس الذي استكبر وعصى.

🧠 **من الدروس المستفادة:**

- أصل الإنسان **ضعيف ومتواضع**)من تراب)، فينبغي له ألا يتكبر.
- الله **قادر على الخلق من العدم**، بأمره فقط: "كن فيكون."
- **الكرامة الحقيقية** للإنسان تكون **بالروح والعقل والطاعة**، لا بالجسد أو الأصل المادي.

✅ الخلاصة الجاهزة للاختبار أو الشرح المدرسي:

خلق الله آدم عليه السلام من تراب الأرض، ثم بلل التراب بالماء فصار طينًا، ثم تُرك حتى صار طينًا يابسًا يسمى صلصالًا كالفخار. بعد أن سوّى الله جسده، نفخ فيه من روحه، فصار حيًا. وكرمه الله بأمر الملائكة أن يسجدوا له، فسجدوا كلهم إلا إبليس الذي أبى واستكبر. فآدم عليه السلام هو أول البشر وأصل الإنسان، وخلقه آية من آيات قدرة الله وعلمه وحكمته.

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে কিভাবে সৃষ্টি করেছেন?

প্রথমত: মাটি থেকে সৃষ্টির সূচনা: আল্লাহ তা'আলা বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্তের ন্যায়; তিনি তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন, তারপর তাকে বলেছিলেন 'হও', ফলে সে হয়ে গেল।" [সূরা আলে ইমরান: ৫৯]

অর্থাৎ আদমের সৃষ্টির মূল উপাদান ছিল পৃথিবীর মাটি। এটি স্পষ্ট করে যে মানুষ মাটির উপাদান থেকে সৃষ্ট।

দ্বিতীয়ত: মাটিকে কাদায় পরিবর্তন: আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আর অবশ্যই আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি।" [সূরা আল-মু'মিনূন: ১২] "সুলালাহ" অর্থ কোনো কিছুর নির্যাস, অর্থাৎ উৎকৃষ্ট মানের মাটি নেওয়া হয়েছিল এবং পানির সাথে মিশিয়ে কাদা বানানো হয়েছিল।

তৃতীয়ত: কাদা থেকে আঠালো কাদা অতঃপর ঠনঠনে শুকনো মাটিতে পরিবর্তন:

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন: "স্মরণ করো, যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন, 'আমি তো মানুষ সৃষ্টি করব কাদা থেকে।" [সূরা সোয়াদ: ৭১]

২. তিনি আরও বলেন: "তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ঠনঠনে শুকনো মাটি থেকে, যা পোড়া মাটির ন্যায়।" [সূরা আর-রহমান: ১৪] "সালসাল" অর্থ শুকনো কাদা যা আঘাত করলে ঠনঠন শব্দ করে, অর্থাৎ তা শুকনো পোড়া মাটির মতো হয়েছিল।

চতুর্থত: দেহের গঠন ও রূহ ফুঁকে দেওয়া: আল্লাহ তা'আলা বলেন: "অতঃপর যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হয়ো।" [সূরা সোয়াদ: ৭২]

অর্থাৎ আল্লাহ যখন আদমের দেহ তৈরি ও সুবিন্যস্ত করলেন, তখন তিনি তাতে তাঁর রূহ ফুঁকে দিলেন, যা ছিল এক সম্মানিত সৃষ্ট রূহ।

✅ এই ফুঁকের মাধ্যমেই আদম (আঃ)-এর দেহে জীবন সঞ্চারিত হলো, ফলে তিনি নড়াচড়া করতে লাগলেন এবং জীবিত, বাকশক্তিসম্পন্ন ও বুদ্ধিমান হলেন।

পঞ্চমত: আদমের সম্মান ও ফেরেশতাদের সিজদা: আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আর যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন, 'আমি তো মানুষ সৃষ্টি করব কাদা থেকে'... তখন ফেরেশতারা সকলেই একযোগে সিজদা করল।" [সূরা সোয়াদ: ৭১-৭৩]

✅ আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে আদমের প্রতি সম্মানের সিজদা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, ইবাদতের সিজদা নয়। ফলে ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করেছিল, কারণ সে অহংকার করেছিল ও আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছিল।

🧠 **শিক্ষণীয় বিষয়:**

- মানুষের মূল দুর্বল ও তুচ্ছ (মাটি থেকে), সুতরাং তার অহংকার করা উচিত নয়।
- আল্লাহ তা'আলা শূন্য থেকে সৃষ্টি করতে সক্ষম, কেবল তাঁর "হও" বলার মাধ্যমেই সবকিছু হয়ে যায়।

- মানুষের প্রকৃত সম্মান তার রূহ, বুদ্ধি ও আনুগত্যের মাধ্যমেই হয়, তার দেহ বা মূল উপাদানের কারণে নয়।

✅ **পরীক্ষা বা বিদ্যালয়ের ব্যাখ্যার জন্য প্রস্তুত সারসংক্ষেপ:**

আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে পৃথিবীর মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর মাটিকে পানির সাথে মিশিয়ে কাদা বানিয়েছেন, তারপর তা শুকিয়ে ঠনঠনে শুকনো মাটিতে পরিণত হয়েছিল যা পোড়া মাটির ন্যায়। আল্লাহ যখন তার দেহ সুবিন্যস্ত করলেন, তখন তাতে তাঁর রূহ ফুঁকে দিলেন, ফলে তিনি জীবিত হলেন। আল্লাহ তাঁকে সম্মানিত করেছেন ফেরেশতাদেরকে তাঁর প্রতি সিজদা করার আদেশ দিয়ে, ফলে ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করেছিল, কারণ সে অস্বীকার করেছিল ও অহংকার করেছিল। আদম (আঃ) ছিলেন প্রথম মানুষ এবং মানবজাতির আদি পিতা, এবং তাঁর সৃষ্টি আল্লাহর ক্ষমতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম।

السؤال ١١: ما معنى السير؟ وما حكمه في الشريعة؟ مع الأدلة

১১. "আস-সায়ির (السير) শব্দের অর্থ কী? এবং শরীয়তে এর বিধান কী? দলীল সহ।"

الجواب:

✅ **أولًا:** معنى السير

- **السير** لغةً: المشي والانتقال من مكان إلى آخر.
- وشرعًا: هو **التحرك في الأرض والتنقل فيها لغرض مباح أو مشروع، كالتفكر، أو طلب العلم، أو السفر للعبادة أو العمل.**

✅ **ثانيًا:** حكم السير في الشريعة

حكم السير في الشريعة **يختلف باختلاف الغرض والنية**، فهو فعل **مباح في الأصل**، لكن قد يكون:

	الدليل	حكمه	الغرض من السير
قال الله تعالى:	﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾ [العنكبوت: ٢٠]	مستحب	للتفكر في خلق الله
قال النبي ﷺ:	»من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا، سهّل الله له به طريقًا إلى الجنة« [رواه مسلم]	واجب أو مستحب	لطلب العلم
قال تعالى:	﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾ [المزمل: ٢٠]	مباح	للعمل أو التجارة الحلال
قال النبي ﷺ:		مستحب	لزيارة الأرحام أو فعل الخير

الدليل	حكمه	الغرض من السير
		»مَن أحب أن يُبسط له في رزقه، ويُنسأ له في أثره، فليصل رحمه] «متفق عليه[
قال النبي ﷺ:	حرام	لفعل معصية
		»كلُّ جسدٍ نبت من سحتٍ، فالنار أولى به] «رواه الترمذي[
		(والسعي للمعصية يدخل فيه السير إليها)

✅ **ثالثًا** :آيات وأحاديث تتحدث عن السير

١. **في التفكر والاعتبار:** ﴿**قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا**﴾]آل عمران: ١٣٧[يدل على أن السير وسيلة للتأمل في مصائر الأمم وعبر التاريخ.

٢. **في السفر وطلب الرزق:** ﴿**هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ**﴾]الملك: ١٥[إشارة إلى إباحة السير لطلب الرزق.

٣. **في العبادة والحج:**

قال تعالى: ﴿**وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا**﴾]الحج: ٢٧[أي: يأتون ماشيين، أي يسيرون من أماكن بعيدة لأداء عبادة الحج.

✅ **الخلاصة:**

السير هو الانتقال في الأرض لغرض مقصود، وهو مباح في الأصل، وتتغير أحكامه بحسب النية: فيكون واجبًا كالسير لطلب العلم، ومستحبًا للتفكر أو العبادة، ومباحًا للرزق، ومحرّمًا إن كان لمعصية. وقد دل على ذلك نصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

উত্তর: ✅ **প্রথমত: "আস-সীর" এর অর্থ**

- ভাষাগতভাবে "আস-সীর": এক স্থান থেকে অন্য স্থানে হাঁটা ও স্থানান্তর হওয়া।
- শরীয়তের পরিভাষায় "আস-সীর": বৈধ বা শরীয়তসম্মত উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে চলাচল ও স্থানান্তর হওয়া, যেমন চিন্তা করা, জ্ঞান অর্জন করা, ইবাদত বা কাজের জন্য ভ্রমণ করা।

✅ দ্বিতীয়ত: শরীয়তে "আস-সীর"-এর বিধান

শরীয়তে "আস-সীর"-এর বিধান উদ্দেশ্য ও নিয়তের ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন রকম হতে পারে। মূলত এটি একটি বৈধ কাজ, তবে তা নিম্নলিখিত রূপে গণ্য হতে পারে:

"আস-সীর"-এর উদ্দেশ্য	বিধান	প্রমাণ
আল্লাহর সৃষ্টির চিন্তাভাবনা করা	মুস্তাহাব (উৎসাহিত)	আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾[আল-আনকাবুত: ২০] "বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো কিভাবে তিনি সৃষ্টির সূচনা করেছেন।"
জ্ঞান অর্জন করা	ওয়াজিব (আবশ্যক) বা মুস্তাহাব	নবী ﷺ বলেছেন: « مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ» "যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের পথে চলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।" [সহীহ মুসলিম]
হালাল কাজ বা ব্যবসা করা	মুবাহ (বৈধ)	আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾[আল-মুযযাম্মিল: ২০] "এবং অন্যেরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে।"
আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা বা ভালো কাজ করা	মুস্তাহাব (উৎসাহিত)	নবী ﷺ বলেছেন: « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» [মুত্তাফাকুন আলাইহি] "যে ব্যক্তি চায় তার রিযিক প্রশস্ত হোক এবং তার হায়াত বৃদ্ধি হোক, সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।"
পাপ কাজ করা	হারাম (নিষিদ্ধ)	নবী ﷺ বলেছেন: «كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ» [সুনান আত-তিরমিযী] "যে শরীর হারাম উপার্জনে গঠিত, জাহান্নাম তার জন্য অধিক উপযুক্ত।" (পাপের দিকে ধাবিত হওয়াও এর অন্তর্ভুক্ত)

✅ তৃতীয়ত: "আস-সীর" সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বাণী

1. চিন্তাভাবনা ও উপদেশ গ্রহণের ক্ষেত্রে: ﴿قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا﴾[আলে ইমরান: ১৩৭] "তোমাদের পূর্বে অনেক নিয়ম অতীত হয়েছে; সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো।" এটি ইঙ্গিত করে যে "আস-সীর" জাতিসমূহের পরিণতি ও ইতিহাসের শিক্ষা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করার একটি মাধ্যম।

2. ভ্রমণ ও রিযিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾ [আল-মুলক: ১৫] "তিনিই তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করেছেন; অতএব তোমরা এর দিগদিগন্তে বিচরণ করো এবং তাঁর দেওয়া রিযিক আহার করো।" এটি রিযিক অনুসন্ধানের জন্য "আস-সীর"-এর বৈধতা নির্দেশ করে।

3. ইবাদত ও হজ্জের ক্ষেত্রে: আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾[আল-হাজ্জ: ২৭] "এবং মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা করে দাও; তারা তোমার কাছে হেঁটে আসবে।" অর্থাৎ, তারা হজ্জের ইবাদত পালনের জন্য দূর-দূরান্ত থেকে হেঁটে আসবে।

✅ **সারসংক্ষেপ:**

"আস-সীর" হলো কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে স্থানান্তর হওয়া। মূলত এটি বৈধ, তবে নিয়তের ভিত্তিতে এর বিধান পরিবর্তিত হয়: জ্ঞান অর্জনের জন্য "আস-সীর" ওয়াজিব হতে পারে, চিন্তা করা বা ইবাদতের জন্য মুস্তাহাব হতে পারে, রিযিকের জন্য মুবাহ হতে পারে এবং পাপের উদ্দেশ্যে হলে হারাম হতে পারে। কুরআনুল কারীম ও পবিত্র সুন্নাহর বহু বর্ণনায় এর প্রমাণ বিদ্যমান।

السوال ١٢: ما معنى الحمد لغة وشرعاً؟ وما المراد بالأية الكريمة " الحمد لله الذي خلق السموات والأرض؟

১২. "আলহামদু (الحمد) শব্দের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এবং 'আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব' (যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন) - এই মহিমান্বিত আয়াত দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?"

الجواب:

✅ أولًا: ما معنى "الحمد" لغةً وشرعًا:

🔹 لغةً:

- **الحمد**: هو الثناء على المحمود بصفاته الجميلة و أفعاله الحسنة، عن محبة وتعظيم.

- يختلف عن الشكر؛ فالحمد يكون **باللسان** على الفضائل والصفات، سواء أُنعِم على الحامد أم لا، أما **الشكر** فهو يكون **باللسان والجوارح**، وغالبًا مقابل نعمة.

مثال:
تحمد العالم لعلمه (ولو لم ينفعك)، لكن تشكره إذا علمك.

🔹 شرعًا:

- **الحمد في الاصطلاح الشرعي** :هو **الثناء الكامل على الله عزوجل بأسمائه وصفاته و أفعاله، الدالّ على كماله، مع المحبة والتعظيم**.

قال الإمام ابن القيم:
"الحمد إقرار بصفات الكمال لله، والثناء عليه بها، وحبًّا وتعظيمًا له".

✅ ثانيًا: ما المراد بقوله تعالى: ﴿**الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ**﴾؟ هذه أول آية في سورة الأنعام، وهي آية عظيمة ابتدأ الله بها السورة بتمجيده والثناء عليه.

🔹 **المعنى:**

- **"الحمد لله** :"الثناء الكامل المطلق لله وحده، لا لغيره.
- **"الذي خلق السماوات والأرض** :"أي هو سبحانه **المستحق للحمد** لأنه **خالق هذا الكون العظيم بقدرته**، ومبدعه من غير مثال سابق.

فبدأت الآية **بالثناء على الله**، ثم **ذكرت سبب الحمد** : وهو **عظم فعله في خلق السماوات والأرض**.

🔸 **من فوائد هذه الآية:**

١. إثبات أن **الحمد كله لله وحده**، فهو مصدر كل خير ونعم.
٢. بيان **قدرة الله وعظمته في الخلق**.
٣. التذكير بأن **من ينكر الله أو يشرك به فقد جحد أعظم نعمة وأعظم من يستحق الحمد**.

✅ **الخلاصة:**

"الحمد "في اللغة هو الثناء على الصفات الحسنة، وفي الشرع هو الثناء على الله بصفاته وأفعاله الكاملة، مع المحبة والتعظيم.

والآية ﴿**الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض**﴾ تعني أن الله وحده مستحق الثناء الكامل لأنه هو الخالق العظيم لهذا الكون كله.

উত্তর: ✅ প্রথমত: ভাষাগত ও শরয়ীভাবে "আলহামদু"-এর অর্থ:

- **ভাষাগতভাবে:**
  - আলহামদু: প্রশংসিত ব্যক্তির সুন্দর গুণাবলী ও উত্তম কাজের জন্য ভালোবাসা ও সম্মানের সাথে তার প্রশংসা করা।
  - এটি শুকর (কৃতজ্ঞতা) থেকে ভিন্ন; আলহামদু জিহ্বা দ্বারা গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের জন্য করা হয়, চাই প্রশংসাকারীর উপর অনুগ্রহ করা হোক বা না হোক। পক্ষান্তরে শুকর জিহ্বা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে করা হয় এবং তা সাধারণত কোনো নেয়ামতের বিনিময়ে হয়ে থাকে।
  - উদাহরণ: আপনি কোনো আলেমকে তার জ্ঞানের জন্য প্রশংসা করবেন (যদিও সেই জ্ঞান আপনার কোনো উপকারে না আসে), কিন্তু যদি তিনি আপনাকে শিক্ষা দেন তবে আপনি তার শুকরিয়া আদায় করবেন।

- **শরয়ীভাবে:**

  - শরীয়তের পরিভাষায় আলহামদু: আল্লাহর সকল সুন্দর নাম, গুণাবলী ও কার্যাবলীর জন্য পরিপূর্ণ প্রশংসা করা, যা তাঁর পূর্ণতার প্রমাণ বহন করে, ভালোবাসা ও সম্মানের সাথে।
  - ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন: "আলহামদু হলো আল্লাহর পরিপূর্ণ গুণাবলী স্বীকার করা, সেগুলোর মাধ্যমে তাঁর প্রশংসা করা এবং তাঁকে ভালোবাসা ও সম্মান করা।"

✅ দ্বিতীয়ত: আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾- এর অর্থ কী?

এটি সূরা আল-আন'আমের প্রথম আয়াত, এবং এটি একটি মহান আয়াত যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা এই সূরার সূচনা করেছেন তাঁর মহিমা ও প্রশংসার মাধ্যমে।

- অর্থ:

  - "আলহামদু লিল্লাহ": সমস্ত পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্য, অন্য কারো জন্য নয়।
  - "আল্লাযী খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব": অর্থাৎ তিনিই একমাত্র প্রশংসার যোগ্য কারণ তিনি তাঁর ক্ষমতাবলে এই বিশাল মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং কোনো পূর্বের দৃষ্টান্ত ছাড়াই এর উদ্ভাবন করেছেন।

সুতরাং, আয়াতটি আল্লাহর প্রশংসার মাধ্যমে শুরু হয়েছে, তারপর প্রশংসার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে: আর তা হলো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর মহান কাজ।

- **এই আয়াতের উপকারিতা:**

১. এটি প্রমাণ করে যে সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, তিনিই সকল কল্যাণ ও নেয়ামতের উৎস।
২. এটি সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহর ক্ষমতা ও মহত্ত্বের বর্ণনা দেয়।
৩. এটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে যে ব্যক্তি আল্লাহকে অস্বীকার করে বা তাঁর সাথে শরীক করে, সে সবচেয়ে বড় নেয়ামত ও সবচেয়ে বেশি প্রশংসার যোগ্য সত্তাকে অস্বীকার করে।

✅ **সারসংক্ষেপ:**
ভাষায় "আলহামদু" হলো সুন্দর গুণাবলীর প্রশংসা করা, এবং শরীয়তে এটি হলো ভালোবাসা ও সম্মানের সাথে আল্লাহর পরিপূর্ণ গুণাবলী ও কার্যাবলীর প্রশংসা করা।

আর আয়াত ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾এর অর্থ হলো আল্লাহ একাই পরিপূর্ণ প্রশংসার যোগ্য কারণ তিনি এই সমগ্র মহাবিশ্বের মহান স্রষ্টা।

📝 **السؤال ١٣: ما المراد بلفظ "الأجل"؟ بيّن مفصلاً**

১৩. "আল-আজাল (الأجل) শব্দ দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন।"

✅ أولًا: تعريف الأجل لغةً وشرعًا

🔹 *لغةً:*

- الأجل: هو **المدّة المضروبة أو المعيّنة لنهاية أمرٍ ما**.
- يقال: "أجّلت الشيء" أي أخّرتُه إلى وقت معلوم.

🔹 *شرعًا:*

- الأجل في الشريعة: هو **الوقت الذي حدده الله تعالى لنهاية حياة الإنسان أو لوقوع أمرٍ معين**، لا يتقدّم ولا يتأخر عنه أحد.

قال الله تعالى:
﴿**وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ**﴾ (الأعراف: ٣٤)

✅ ثانيًا: أنواع الأجل

ذكر العلماء أن "الأجل" في القرآن والسنة له معنيان رئيسيان:

١. الأجل العام (أجل الحياة)

- وهو العمر المحدد لكل إنسان، متى ما انتهى، قبض الله روحه.

- لا يعلمه إلا الله تعالى.

قال تعالى: ﴿**وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا**﴾ آل عمران: ١٤٥

٢. الأجل الخاص (أجل الأعمال أو العقود)

- مثل: الأجل المحدد لقضاء الدين، أو تنفيذ عقد.
- يدخل فيه كل موعد أو نهاية زمنية يحددها الإنسان ضمن الشريعة.

قال تعالى: ﴿**فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ**﴾ (البقرة: ٢٨٣) في سياق الدَّين إلى أجلٍ مسمّى

✅ ثالثًا: خصائص الأجل عند الله

- **معلوم عند الله وحده** :لا يعلم أحد متى يموت.
- **محدد لا يتغير** :لا يُقدَّم ولا يُؤخَّر.
- **من مظاهر رحمة الله** :أن جعل لكل شيء أجلاً لتستقيم الحياة.

✅ الخلاصة: **الأجل" هو المدّة التي حدّدها الله تعالى لنهاية حياة الإنسان أو وقوع أمرٍ معين، وله نوعان:**

١. **أجل الحياة** :لا يعلمه إلا الله، وينتهي بوفاة الإنسان.
٢. **أجل العقود والمعاملات** :وهو ما يُحدد بين الناس في العقود كالديون. وقد دلّت على ذلك نصوص كثيرة من القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: ﴿**فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ**﴾ (الأعراف: ٣٤)

উত্তর: ✅ প্রথমত: ভাষাগত ও শরয়ীভাবে "আল-আজাল"-এর সংজ্ঞা

🔹 ভাষাগতভাবে:

- আল-আজাল: কোনো বিষয়ের সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত বা নির্দিষ্ট সময়সীমা।
- বলা হয়: "আজজালতুশ শাইআ" (أجّلت الشيءَ) অর্থাৎ আমি বিষয়টিকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করেছি।

🔹 শরয়ীভাবে:

- শরীয়তে আল-আজাল: সেই সময় যা আল্লাহ তা'আলা কোনো মানুষের জীবনের সমাপ্তি অথবা কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার সংঘটনের জন্য নির্ধারণ করেছেন, যার পূর্বে বা পরে কারো ক্ষমতা নেই।

- আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আর প্রত্যেক জাতির জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় আছে; যখন তাদের সময় আসবে, তখন তারা মুহূর্তকালও বিলম্বিত করতে পারবে না এবং এগিয়েও আসতে পারবে না।" (সূরা আল-আ'রাফ: ৩৪)

✅ দ্বিতীয়ত: "আল-আজাল"-এর প্রকারভেদ

আলেমগণ উল্লেখ করেছেন যে কুরআন ও সুন্নাহয় "আল-আজাল"-এর দুটি প্রধান অর্থ রয়েছে:

১. সাধারণ আজাল (জীবনের মেয়াদকাল):

- এটি প্রতিটি মানুষের জন্য নির্ধারিত বয়স, যখন তা শেষ হবে, আল্লাহ তার রূহ কবজ করবেন।
- এটি একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন।
- আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আর আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কারো মৃত্যু হতে পারে না; এটি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত লিখিত।" (সূরা আলে ইমরান: ১৪৫)

২. বিশেষ আজাল (কাজ বা চুক্তির মেয়াদকাল):

- যেমন: ঋণ পরিশোধের নির্দিষ্ট সময়সীমা অথবা কোনো চুক্তি বাস্তবায়নের সময়সীমা।
- এর মধ্যে শরীয়তের অধীনে মানুষেরা যে কোনো প্রকার সময়সীমা নির্ধারণ করে, তা অন্তর্ভুক্ত।
- আল্লাহ তা'আলা বলেন: "অতএব যদি তোমরা একে অপরের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, তবে যার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা হয়েছে, সে যেন তার আমানত পরিশোধ করে দেয় এবং তার রব আল্লাহকে ভয় করে।" (সূরা আল-বাকারা: ২৮৩) (একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের প্রসঙ্গে)

✅ তৃতীয়ত: আল্লাহর নিকট "আল-আজাল"-এর বৈশিষ্ট্য

- একমাত্র আল্লাহর নিকট জ্ঞাত: কখন কার মৃত্যু হবে তা কেউ জানে না।
- নির্ধারিত ও অপরিবর্তনীয়: তা পূর্বেও আসে না এবং পরেও যায় না।
- আল্লাহর রহমতের নিদর্শন: তিনি জীবনের স্থিতিশীলতার জন্য প্রতিটি জিনিসের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেছেন।

✅ সারসংক্ষেপ: "আল-আজাল" হলো সেই সময়সীমা যা আল্লাহ তা'আলা মানুষের জীবনের সমাপ্তি অথবা কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার সংঘটনের জন্য নির্ধারণ করেছেন। এর দুটি প্রকার রয়েছে:

১. জীবনের মেয়াদকাল: যা একমাত্র আল্লাহ জানেন এবং মানুষের মৃত্যুর মাধ্যমে শেষ হয়।

২. চুক্তি ও লেনদেনের মেয়াদকাল: যা মানুষ ঋণের মতো চুক্তিতে নির্ধারণ করে। কুরআনুল কারীমের বহু আয়াতে এর প্রমাণ রয়েছে, যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী: "অতএব যখন তাদের সময় আসবে, তখন তারা মুহূর্তকালও বিলম্বিত করতে পারবে না এবং এগিয়েও আসতে পারবে না।" (সূরা আল-আ'রাফ: ৩৪)

السوال ١٤: فسر الأية " كتب على نفسه الرحمة"

১৪. "আল্লাহর বাণী 'তিনি নিজের উপর রহমত লিখে নিয়েছেন' - এর ব্যাখ্যা করুন।"

الجواب: **قوله تعالى:** ﴿كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ الأنعام: ١٢

✅ أولًا: المعنى اللغوي والإجمالي

- **"كتب** :"أي أوجب، ألزم، قرر وثبّت.
- **"على نفسه** :"أي على ذاته العليّة، وهذا تعبير عن **التأكيد والالتزام المطلق من الله**.
- **"الرحمة** :"أي الإحسان والفضل واللطف بعباده، في الدنيا والآخرة.

✅ **المعنى الإجمالي:**

الله تعالى أوجب على نفسه - تفضّلًا منه وإحسانًا - أن يرحم عباده، ويغفر لمن تاب، ويثيب من أحسن، ويستر من عصى، وهو سبحانه ليس ملزمًا من أحد، بل كتبها على نفسه برحمته وكرمه.

🧠 تفسير الآية عند المفسرين:

📌 *قال ابن كثير:*

أي: أوجب على نفسه الرحمة تفضلًا منه وإحسانًا وامتنانًا، كما ثبت في الحديث: **إن رحمتي سبقت غضبي** "(رواه البخاري ومسلم).

📌 *وقال السعدي:*

هذا يدل على **سعة رحمته، وعظيم لطفه بعباده، وكمال كرمه**، فهو سبحانه أوجب على نفسه الرحمة دون أن يُلزمه أحد.

📌 **أوضح القاضي ثناء الله باني باتي:**

أن معنى "كتب على نفسه الرحمة" هو أن الله سبحانه وتعالى قد قضى وقرر في ذاته العليا أن رحمته تشمل جميع خلقه . هذا القرار الإلهي ليس مفروضًا عليه من خارج ذاته، بل هو من باب الفضل والإحسان .وبذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يرحم عباده، ويقبل توبتهم، ويؤخر العقوبة عنهم، ويعطيهم الفرص للتوبة والهداية.

🔹 مظاهر رحمة الله التي كتبها على نفسه:

١. **قبول التوبة** ممن تاب. ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ [الشورى: ٢٥]
٢. **تأخير العقوبة عن العاصين**. ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ﴾ [النحل: ٦١]
٣. **رزقه لعباده جميعًا**، برّهم وفاجرهم.
٤. **رحمته في الآخرة بالمغفرة والجنة** لمن آمن وعمل صالحًا.

✅ الخلاصة:

قوله تعالى :﴿**كتب على نفسه الرحمة**﴾ يعني أن الله تعالى تفضل على عباده، **فأوجب على نفسه التزام الرحمة بهم، مع أنه غير ملزَم، لكن رحمته واسعة، وإحسانه لا ينقطع**. وهذه الآية من أعظم ما يدل على **محبة الله لعباده، ورجاء التائبين فيه.**

উত্তর: আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [সূরা আল-আন'আম: ১২]

✅ **প্রথমত: ভাষাগত ও সামগ্রিক অর্থ:**

- "কাতাবা" (كَتَبَ): অর্থ নির্ধারণ করেছেন, অপরিহার্য করেছেন, স্থির করেছেন ও সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।
- "আলা নাফসিহী" (عَلَىٰ نَفْسِهِ): অর্থ তাঁর মহান সত্তার উপর। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে পরম নিশ্চয়তা ও অঙ্গীকারের অভিব্যক্তি।
- "আর-রাহমাহ" (الرَّحْمَةَ): অর্থ তাঁর বান্দাদের প্রতি ইহসান (অনুগ্রহ), দয়া ও কোমলতা, দুনিয়া ও আখিরাতে।

✅ **সামগ্রিক অর্থ:**

আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহ ও দয়ায় তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়া করা অপরিহার্য করেছেন, যারা তওবা করে তাদেরকে ক্ষমা করবেন, যারা ভালো কাজ করে তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন এবং যারা পাপ করে তাদেরকে গোপন রাখবেন। তিনি কারো দ্বারা বাধ্য নন, বরং তিনি নিজ দয়া ও করুণায় এটিকে নিজের উপর অপরিহার্য করেছেন।

🧠 মুফাসসিরগণের নিকট আয়াতের ব্যাখ্যা:

📌 ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেন:

অর্থাৎ, তিনি নিজ অনুগ্রহ, ইহসান ও দয়ায় নিজ সত্তার উপর দয়া অপরিহার্য করেছেন, যেমন সহীহ হাদীসে প্রমাণিত: "নিশ্চয়ই আমার দয়া আমার ক্রোধের উপর প্রাধান্য লাভ করেছে।" (বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)।

📌 আস-সা'দী (রহঃ) বলেন:

এটি তাঁর ব্যাপক দয়া, তাঁর বান্দাদের প্রতি মহান অনুগ্রহ ও পরিপূর্ণ করুণার প্রমাণ বহন করে। তিনি কারো দ্বারা বাধ্য না হয়েও নিজ সত্তার উপর দয়া অপরিহার্য করেছেন।

📌 কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ) স্পষ্ট করেছেন:

"তিনি নিজ সত্তার উপর দয়া অপরিহার্য করেছেন" এর অর্থ হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজ মহান সত্তায় এই ফয়সালা ও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে তাঁর দয়া তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকে বেষ্টন করে থাকবে। আল্লাহর এই সিদ্ধান্ত তাঁর সত্তার বাইরের কোনো বাধ্যবাধকতা নয়, বরং এটি তাঁর অনুগ্রহ ও ইহসানের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়া করেন, তাদের তওবা কবুল করেন, তাদের থেকে শাস্তি বিলম্বিত করেন এবং তাদেরকে তওবা ও হেদায়েতের সুযোগ দান করেন।

🔹 আল্লাহর দয়ার কিছু প্রকাশ যা তিনি নিজের উপর অপরিহার্য করেছেন:

১. যারা তওবা করে তাদের তওবা কবুল করা। ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾[সূরা আশ-শুরা: ২৫]

২. পাপাচারীদের শাস্তি বিলম্বিত করা। ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ﴾[সূরা আন-নাহল: ৬১]

৩. তাঁর সকল বান্দাকে রিযিক দান করা, নেককার ও বদকার নির্বিশেষে।

৪. আখিরাতে মুমিন ও সৎকর্মশীলদের ক্ষমা ও জান্নাতের মাধ্যমে দয়া করা।

✅ সারসংক্ষেপ:

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন এবং তাদের প্রতি দয়া করা নিজের উপর অপরিহার্য করেছেন, যদিও তিনি বাধ্য নন। তবে তাঁর দয়া ব্যাপক ও তাঁর অনুগ্রহ অবিরাম। এই আয়াত আল্লাহর তাঁর বান্দাদের প্রতি ভালোবাসার এবং তওবাকারীদের তাঁর প্রতি আশাবাদী হওয়ার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

السوال ١٥: ما هو الفوزالمبين؟ بين بالتفصيل

১৫. "আল-ফাউযুল মুবিন (الْفَوْزُ الْمُبِينُ) কী? বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন।"

الجواب:

قال الله تعالى" :**فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِۦ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ**"(سورة الجاثية: ٣٠)، تُعبِّر عن **الفوزالمبين** الذي يتحقق للمؤمنين العاملين الصالحات، وهو فوز ظاهر وواضح لا لبس فيه) .

معنى "الفوز المبين" في التفاسير:

١. **التفسير الظاهري:**

الفوز المبين :هو الفوز الواضح الظاهر، أي أن المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات يدخلهم الله في رحمته، وهي الجنة، وهذا هو الفوز الظاهر الذي لا شك فيه) .

٢. **التفسير العقلي:**

الفوز المبين :يشير إلى النجاة من العذاب والخلود في الجنة، وهو نتيجة مباشرة للإيمان والعمل الصالح

٣. **التفسير الصوفي:**

الفوز المبين :يرتبط بالوصول إلى مقام القرب من الله، حيث يُدرك المؤمنون حقيقة رحمة الله ويعيشون في سكينة وطمأنينة.

الفرق بين "الفوز المبين" و"الفوز العظيم" و"الفوز الكبير:"

- **الفوز المبين** :يشير إلى الفوز الواضح الظاهر، مثل النجاة من العذاب ودخول الجنة.
- **الفوز العظيم** :يرتبط بالوصول إلى أعلى درجات الجنة ورضا الله.
- **الفوز الكبير** :يشير إلى الفوز الذي يتضمن رضا الله والخلود في الجنة(

بناءً على ذلك، "الفوز المبين" هو المرحلة الأولى من مراحل الفوز، حيث يتحقق للمؤمنين النجاة من العذاب ودخول الجنة، وهو فوز ظاهر وواضح.

উত্তর: এখানে "আল-ফাউযুল মুবীন" (الْفَوْزُ الْمُبِينُ) এর অর্থ এবং "আল-ফাউযুল মুবীন", "আল-ফাউযুল আযীম" (الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) ও "আল-ফাউযুল কাবীর" (الْفَوْزُ الْكَبِيرُ)-এর মধ্যে পার্থক্য বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হলো:

আল্লাহ তা'আলা বলেন: "অতএব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের রব তাদেরকে তাঁর রহমতে প্রবেশ করাবেন; এটাই সুস্পষ্ট সফলতা।" (সূরা আল-জাছিয়া: ৩০) - এই আয়াতটি মুমিন ও সৎকর্মশীলদের অর্জিত সুস্পষ্ট সফলতা (আল-ফাউযুল মুবীন)-কে প্রকাশ করে, যা স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বিজয়।

তাফসীর অনুযায়ী "আল-ফাউযুল মুবীন"-এর অর্থ:

১. বাহ্যিক তাফসীর:

আল-ফাউযুল মুবীন: সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য সফলতা। অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে তাঁর রহমতে প্রবেশ করাবেন, আর সেটি হলো জান্নাত। এটাই সুস্পষ্ট সফলতা যাতে কোনো সন্দেহ নেই।

২. আকলী তাফসীর:

আল-ফাউযুল মুবীন: আযাব থেকে মুক্তি ও জান্নাতে চিরস্থায়ী হওয়াকে ইঙ্গিত করে, যা ঈমান ও সৎকর্মের সরাসরি ফলস্বরূপ অর্জিত হয়।

৩. সূফী তাফসীর:

আল-ফাউযুল মুবীন: আল্লাহর নৈকট্যের মাকামে পৌঁছানোর সাথে সম্পৃক্ত, যেখানে মুমিনগণ আল্লাহর রহমতের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করেন এবং শান্তি ও স্থিরতায় জীবনযাপন করেন।
"আল-ফাউযুল মুবীন", "আল-ফাউযুল আযীম" ও "আল-ফাউযুল কাবীর"-এর মধ্যে পার্থক্য:

- আল-ফাউযুল মুবীন: সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য সফলতা বোঝায়, যেমন আযাব থেকে মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশ।
- আল-ফাউযুল আযীম: জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছানো ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সাথে সম্পৃক্ত।
- আল-ফাউযুল কাবীর: এমন সফলতা বোঝায় যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতে চিরস্থায়ী থাকা অন্তর্ভুক্ত।

উপরোক্ত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে, "আল-ফাউযুল মুবীন" হলো সফলতার পর্যায়গুলোর মধ্যে প্রথম পর্যায়, যেখানে মুমিনগণ আযাব থেকে মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যমে সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য সফলতা অর্জন করেন।

السوال ١٦: ما معنى المائدة؟ بين وجه تسميتها مع ذكر موضوعها مفصلاً

১৬. "আল-মায়িদা (المائدة) শব্দের অর্থ কী? এর নামকরণের কারণ বিস্তারিত বিষয়বস্তু উল্লেখসহ বর্ণনা করুন।"

الجواب:

المقدمة:

المائدة في اللغة العربية تطلق على **الطعام الذي يُؤكل على خِوان أو على شيءٍ مبسوط**، وهي أيضاً ما يُمدّ عليه الطعام.
وقد سُمّيت السورة الخامسة من القرآن الكريم بـ **سورة المائدة** لأنّها تحتوي على قصة طلب **الحواريين من النبي عيسى عليه السلام** أن يُنزل الله عليهم **مائدةً من السماء**، كما ورد في قوله تعالى: ﴿اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا﴾ [المائدة: ١١٤].

- **وجه التسمية:**

سُمّيت السورة بـ **المائدة** لورود قصة **المائدة السماوية** التي طلبها الحواريون، وهذه القصة وردت فقط في هذه السورة، ولم تُذكر في موضع آخر من القرآن الكريم، فهي إحدى الخصائص الفريدة لهذه السورة.

- **موضوع السورة مفصلاً:**

سورة المائدة هي من **السور المدنية**، نزلت بعد الهجرة، وتُعدّ من آخر ما نزل من القرآن، ولذلك تتميّز بأحكامها الحاسمة والنهائية في كثير من قضايا التشريع.

أهم الموضوعات التي تناولتها السورة:

١. **الوفاء بالعقود:**

- تبدأ السورة بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، وتُركّز على أهمية الالتزام بالعهود والمواثيق.

٢. **أحكام الحلال والحرام من الأطعمة:**
   - تُفصّل المحرّمات من اللحوم والمأكولات، وأحكام الذبائح، وطعام أهل الكتاب.
٣. **الطهارة والوضوء والغُسل:**
   - شرحت كيفية الوضوء والتيمم، وأهمية الطهارة في العبادة.
٤. **الحدود والعقوبات:**
   - تناولت حدود **السرقة** و**الحرابة**)الفساد في الأرض)، مع بيان عقوباتها.
٥. **أحكام الجزية والعلاقات مع أهل الكتاب:**
   - أوضحت طريقة التعامل مع اليهود والنصارى، ودعت إلى الحوار بالحسنى.
٦. **بيان تحريف أهل الكتاب للتوراة والإنجيل:**
   - كشفت عن تلاعب بعضهم بكتبهم السماوية وكتمانهم الحق.
٧. **قصة المائدة السماوية:**
   - وهي التي نزلت بسبب طلب الحواريين آية، وكانت امتحانًا للإيمان والطاعة.
٨. **التأكيد على عدل الله وعدم المجاملة في الحق:**
   - حذرت من الانحراف عن العدالة حتى مع وجود العداوة.
٩. **إكمال الدين:**
   - نزل فيها قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ...﴾ (المائدة: ٣) وهي من أشهر الآيات التي تُبيّن تمام الشريعة.

◆ **خلاصة:**

"المائدة "اسم يدل على حدث عظيم جاء ذكره في السورة، يتمثل في نزول مائدة من السماء كمعجزة لعيسى عليه السلام. والسورة تُعدّ من سور الأحكام المهمة، لما تحمله من تشريعات واضحة، وتُعالج مسائل العقيدة، والتشريع، والعلاقات الاجتماعية والدولية.

উত্তর: ভূমিকা:

আরবি ভাষায় "আল-মায়িদা" (المائدة) এমন খাদ্যকে বোঝায় যা দস্তরখান অথবা কোনো বিছানো জিনিসের উপর খাওয়া হয়। এটি সেই জিনিসকেও বোঝায় যার উপর খাবার পরিবেশন করা হয়। কুরআনের পঞ্চম সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে সূরা আল-মায়িদা, কারণ এতে নবী ঈসা (আঃ)-এর সাহাবীদের (হাওয়ারী) আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা (মায়িদা) অবতরণের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনার কাহিনী রয়েছে, যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণীতে এসেছে: "হে আল্লাহ আমাদের রব, আমাদের উপর আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতরণ করুন যা আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্য ঈদস্বরূপ হবে।" [সূরা আল-মায়িদা: ১১৪]

নামকরণের কারণ:

সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে "আল-মায়িদা" হাওয়ারীদের চাওয়া অনুযায়ী আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতরণের কাহিনীর কারণে। এই কাহিনীটি কেবল এই সূরাতেই বর্ণিত হয়েছে, কুরআনের অন্য কোনো স্থানে এর উল্লেখ নেই। এটি এই সূরার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য।

সূরার বিস্তারিত বিষয়বস্তু:

সূরা আল-মায়িদা মাদানী সূরা, হিজরতের পর অবতীর্ণ হয়েছে এবং এটি কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্যতম। এ কারণে এর অনেক বিধি-বিধান চূড়ান্ত ও স্পষ্ট।

সূরায় আলোচিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ:

1. চুক্তি পালন: সূরাটি শুরু হয়েছে এই আয়াত দিয়ে: "হে মুমিনগণ, তোমরা চুক্তিগুলো পূর্ণ করো।" এবং এটি অঙ্গীকার ও চুক্তি পালনের গুরুত্বের উপর জোর দেয়।

2. খাদ্যদ্রব্যের হালাল ও হারাম বিধান: এতে মাংস ও খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে হারামগুলো বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে, সেইসাথে পশু জবাইয়ের নিয়ম এবং আহলে কিতাবদের খাদ্য সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

3. পবিত্রতা, ওযু ও গোসলের বিধান: এতে ওযু ও তায়াম্মুমের পদ্ধতি এবং ইবাদতের জন্য পবিত্রতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

4. হুদুদ (শাস্তি) ও দণ্ডবিধি: এতে চুরি ও হারাবা (জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি) -এর শাস্তি বর্ণিত হয়েছে।

5. জিযিয়া ও আহলে কিতাবদের সাথে সম্পর্ক: এতে ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে আচরণের পদ্ধতি স্পষ্ট করা হয়েছে এবং উত্তম পন্থায় আলোচনার আহ্বান জানানো হয়েছে।

6. আহলে কিতাব কর্তৃক তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিকৃতি: এতে তাদের কিতাবসমূহের পরিবর্তন ও সত্য গোপন করার বিষয় প্রকাশ করা হয়েছে।

7. আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতরণের কাহিনী: এটি হাওয়ারীদের নিদর্শন চাওয়ার কারণে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং এটি ঈমান ও আনুগত্যের পরীক্ষা ছিল।

8. আল্লাহর ন্যায়বিচার ও সত্যের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বহীনতার উপর জোর: এতে শত্রুতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ন্যায়বিচার থেকে বিচ্যুত হতে নিষেধ করা হয়েছে।

9. দ্বীন পরিপূর্ণতা: এই সূরাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে: "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম..." (সূরা আল-মায়িদা: ৩), যা শরীয়তের পরিপূর্ণতা বর্ণনাকারী বিখ্যাত আয়াতগুলোর অন্যতম।

সারসংক্ষেপ:

"আল-মায়িদা" এমন একটি নামের পরিচায়ক যা সূরায় বর্ণিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে, আর তা হলো ঈসা (আঃ)-এর মু'জিজা হিসেবে আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতরণ। সূরাটি বিধি-বিধানের গুরুত্বপূর্ণ সূরাগুলোর মধ্যে অন্যতম, কারণ এতে স্পষ্ট বিধানাবলী রয়েছে এবং এটি আকীদা, শরীয়ত, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্পর্কিত বিষয় আলোচনা করে।

السوال ١٧: لم سميت سورة الأنعام بالأنعام؟ بين موضوعها.

১৭. "সূরা আল-আন'আমকে আন'আম নামে কেন নামকরণ করা হয়েছে? এর বিষয়বস্তু বর্ণনা করুন।"

سميت سورة الأنعام بهذا الاسم لأنها تناولت بشكل بارز قضية **الأنعام (الإبل، البقر، الغنم، والضأن)** وما كان المشركون يفعلونه بها من **تحريم وتحليل بغير علم**، فنسبوا بعضها إلى الآلهة، ومنعوا بعضها على النساء أو الفقراء، واخترعوا أحكاماً ما أنزل الله بها من سلطان.

وقد ورد ذكر **الأنعام** في هذه السورة بتفصيل لم يرد في غيرها، خاصة في الآيات من **(136إلى ١٣٩)**، حيث ناقشت هذه الممارسات بالتفنيد والتوبيخ.

- **وجه التسمية:**

"الأنعام "اسم يعبّر عن أحد المحاور المركزية في السورة، وهو **الردّ على الشرك والبدع في موضوع الذبائح والأطعمة**، مما جعل اسم السورة يعبّر عن هذا الجانب البارز من محتواها.

- **موضوع سورة الأنعام مفصلاً:**

سورة الأنعام هي سورة مكية، نزلت جملة واحدة – بحسب كثير من المفسرين – **في وقت مبكر من الدعوة**، وتُعدّ من **السور العقائدية الكبرى**.

وأهم موضوعاتها:

١. **تقرير التوحيد ونفي الشرك:**
   - أكدت على وحدانية الله من خلال **الآيات الكونية**، مثل الشمس، القمر، الليل، النهار، وغيرها.
   - ردّت على أقوال المشركين الذين جعلوا لله شركاء.
٢. **محاجّة المشركين وتفنيد شبهاتهم:**
   - ناقشت بالتفصيل معتقداتهم الفاسدة، مثل جعلهم **للملائكة بناتًا لله**، وتحريمهم أنواعًا من الأنعام.

٣. **عرض قصص الأنبياء و أقوامهم:**
   - ذُكرت قصص **إبراهيم، نوح، هود، صالح، لوط، شعيب، موسى** وغيرهم، لبيان وحدة الرسالة والدعوة للتوحيد.
٤. **الحديث عن البعث والجزاء:**
   - بيّنت السورة أن **الحياة الآخرة حق**، وتحدثت عن مصير الظالمين.
٥. **الحرية في الدين ورفض الإكراه:**
   - ورد فيها قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا﴾ [الأنعام: ١٠٧.]
٦. **الرد على تحكيم غير شريعة الله:**
   - مثل اتباع الأهواء، أو تقليد الآباء، وترك الوحي.
٧. **تفنيد تحريم الأنعام بغير حق:**
   - ناقشت تفاصيل ما كانوا يفعلونه من تقسيم الأنعام لأصنامهم أو منعها عن الناس.

◆ **خلاصة:**

سُمّيت **سورة الأنعام** بهذا الاسم لأنها ناقشت **تحريفات المشركين في أحكام الأنعام** وردّت عليها ببيان أن التشريع حق خالص لله. وهي سورة عظيمة في **تقرير التوحيد**، ومحاربة **البدع والخرافات**، وتثبيت **أسس العقيدة الإسلامية**.

ধারাবাহিকতাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন যেখানে কোনো প্রকার আগে-পরের সম্ভাবনা নেই।

উত্তর:

ভূমিকা: আরবি ভাষায় "আল-মায়িদা" (المائدة) এমন খাদ্যকে বোঝায় যা দস্তরখান অথবা কোনো বিছানো জিনিসের উপর খাওয়া হয়। এটি সেই জিনিসকেও বোঝায় যার উপর খাবার পরিবেশন করা হয়। কুরআনের পঞ্চম সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে সূরা আল-মায়িদা, কারণ এতে নবী ঈসা (আঃ)-এর সাহাবীদের (হাওয়ারী) আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা (মায়িদা) অবতরণের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনার কাহিনী রয়েছে, যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণীতে এসেছে: "হে আল্লাহ আমাদের রব, আমাদের উপর আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতরণ করুন যা আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্য ঈদস্বরূপ হবে।" [সূরা আল-মায়িদা: ১১৪]

নামকরণের কারণ: সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে "আল-মায়িদা" হাওয়ারীদের চাওয়া অনুযায়ী আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতরণের কাহিনীর কারণে। এই কাহিনীটি কেবল এই সূরাতেই বর্ণিত হয়েছে, কুরআনের অন্য কোনো স্থানে এর উল্লেখ নেই। এটি এই সূরার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য।

সূরার বিস্তারিত বিষয়বস্তু: সূরা আল-মায়িদা মাদানী সূরা, হিজরতের পর অবতীর্ণ হয়েছে এবং এটি কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্যতম। এ কারণে এর অনেক বিধি-বিধান চূড়ান্ত ও স্পষ্ট।

সূরায় আলোচিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ: **১. চুক্তি পালন:** সূরাটি শুরু হয়েছে এই আয়াত দিয়ে: "হে মুমিনগণ, তোমরা চুক্তিগুলো পূর্ণ করো।" এবং এটি অঙ্গীকার ও চুক্তি পালনের গুরুত্বের উপর জোর দেয়। 2. **খাদ্যদ্রব্যের হালাল ও হারাম বিধান:** এতে মাংস ও খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে হারামগুলো বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে, সেইসাথে পশু জবাইয়ের নিয়ম এবং আহলে কিতাবদের খাদ্য সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। 3. **পবিত্রতা, ওযু ও গোসলের বিধান:** এতে ওযু ও তায়াম্মুমের পদ্ধতি এবং ইবাদতের জন্য পবিত্রতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 4. **হুদুদ (শাস্তি) ও দণ্ডবিধি:** এতে চুরি ও হারাবা (জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি) -এর শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। 5. **জিযিয়া ও আহলে কিতাবদের সাথে সম্পর্ক:** এতে ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে আচরণের পদ্ধতি স্পষ্ট করা হয়েছে এবং উত্তম পন্থায় আলোচনার আহ্বান জানানো হয়েছে। 6. **আহলে কিতাব কর্তৃক তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিকৃতি:** এতে তাদের কিতাবসমূহের পরিবর্তন ও সত্য গোপন করার বিষয় প্রকাশ করা হয়েছে। 7. **আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতরণের কাহিনী:** এটি হাওয়ারীদের নিদর্শন চাওয়ার কারণে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং এটি ঈমান ও আনুগত্যের পরীক্ষা ছিল। 8. **আল্লাহর ন্যায়বিচার ও সত্যের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বহীনতার উপর জোর:** এতে শত্রুতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ন্যায়বিচার থেকে বিচ্যুত হতে নিষেধ করা হয়েছে। 9. **দ্বীন পরিপূর্ণতা:** এই সূরাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে: "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম..." (সূরা আল-মায়িদা: ৩), যা শরীয়তের পরিপূর্ণতা বর্ণনাকারী বিখ্যাত আয়াতগুলোর অন্যতম।

সারসংক্ষেপ: "আল-মায়িদা" এমন একটি নামের পরিচায়ক যা সূরায় বর্ণিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে, আর তা হলো ঈসা (আঃ)-এর মু'জিজা হিসেবে আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতরণ। সূরাটি বিধি-বিধানের গুরুত্বপূর্ণ সূরাগুলোর মধ্যে অন্যতম, কারণ এতে স্পষ্ট বিধানাবলী রয়েছে এবং এটি আকীদা, শরীয়ত, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্পর্কিত বিষয় আলোচনা করে।

سميت

سورة الأنعام بهذا الاسم لأنها تناولت بشكل بارز قضية الأنعام (الإبل،

البقر، الغنم، والضأن) وما كان المشركون يفعلونه بها من تحريم وتحليل بغير

علم، فنسبوا بعضها إلى الآلهة، ومنعوا بعضها على النساء أو الفقراء، واخترعوا

أحكاماً ما أنزل الله بها من سلطان.

وقد

ورد ذكر الأنعام في هذه السورة بتفصيل لم يرد في غيرها، خاصة في الآيات من (136 إلى 139)، حيث ناقشت

هذه الممارسات بالتفنيد والتوبيخ.

◆ وجه التسمية:

"الأنعام" اسم يعبّر عن

أحد المحاور المركزية في السورة، وهو الردّ على الشرك والبدع في موضوع الذبائح

والأطعمة، مما جعل اسم السورة يعبّر عن هذا الجانب البارز من محتواها.

- موضوع سورة

الأنعام مفصلاً:

سورة

الأنعام

هي سورة مكية، نزلت جملة واحدة – بحسب كثير من المفسرين – في وقت مبكر

من الدعوة، وتُعدّ من السور العقائدية الكبرى.

وأهم

موضوعاتها:

1. تقرير التوحيد ونفي الشرك:

- أكدت على وحدانية الله من

خلال الآيات الكونية، مثل الشمس، القمر، الليل، النهار، وغيرها.

- ردّت على أقوال المشركين

الذين جعلوا لله شركاء.

2. محاجّة المشركين وتفنيد

شبهاتهم:

- ناقشت بالتفصيل معتقداتهم

الفاسدة، مثل جعلهم للملائكة بناتًا لله، وتحريمهم أنواعًا من الأنعام.

3. عرض قصص الأنبياء وأقوامهم:

- ذُكرت قصص إبراهيم،

نوح، هود، صالح، لوط، شعيب، موسى وغيرهم، لبيان وحدة الرسالة والدعوة للتوحيد.

4. الحديث عن البعث والجزاء:

- بيّنت السورة أن الحياة

الآخرة حق، وتحدثت عن مصير الظالمين.

5. الحرية في الدين ورفض

الإكراه:

- ورد فيها قوله تعالى: ﴿وَلَوْ

شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا﴾ [الأنعام: 107].

6. الرد على تحكيم غير شريعة

الله:

- مثل اتباع الأهواء، أو

تقليد الآباء، وترك الوحي.

7. تفنيد تحريم الأنعام بغير

حق:

- ناقشت تفاصيل ما كانوا

يفعلونه من تقسيم الأنعام لأصنامهم أو منعها عن الناس.

- خلاصة:

سُمّيتسورة الأنعام بهذا الاسم لأنها ناقشت تحريفات المشركين في أحكام الأنعام

وردّت عليها ببيان أن التشريع حق خالص لله. وهي سورة عظيمة في تقرير التوحيد،

ومحاربة البدع والخرافات، وتثبيت أسس العقيدة الإسلامية.

উত্তর: সূরা আল-আন'আমকে এই নামে নামকরণ করা হয়েছে কারণ এতে আন'আম (চতুষ্পদ জন্তু - উট, গরু, ছাগল ও ভেড়া) সম্পর্কিত বিষয় এবং মুশরিকরা অজ্ঞতাবশত সেগুলোর উপর যে হারাম ও হালাল করত, তা বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তারা সেগুলোর কিছু অংশ দেবতাদের জন্য উৎসর্গ করত, কিছু নারীদের বা দরিদ্রদের জন্য নিষিদ্ধ করত এবং এমন সব বিধান তৈরি করত যার কোনো ভিত্তি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আসেনি।

এই সূরাটিতে আন'আমের উল্লেখ অন্য সূরার তুলনায় বিস্তারিতভাবে এসেছে, বিশেষ করে ১৩৬ থেকে ১৩৯ নম্বর আয়াতে, যেখানে এই কুপ্রথাগুলোর সমালোচনা ও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

নামকরণের কারণ: "আল-আন'আম" নামটি সূরার অন্যতম কেন্দ্রীয় বিষয়কে তুলে ধরে, আর তা হলো কুরবানী ও খাদ্য সম্পর্কিত শিরক ও বিদ'আতের প্রতিবাদ করা। ফলে সূরার নামটি এর বিষয়বস্তুর এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটিকে প্রকাশ করে।

সূরা আল-আন'আমের বিস্তারিত বিষয়বস্তু: সূরা আল-আন'আম একটি মক্কী সূরা, যা অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে একবারে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং এটি আকীদাগত (বিশ্বাস সম্পর্কিত) গুরুত্বপূর্ণ সূরাগুলোর অন্যতম।

এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ: **১. তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও শিরক অস্বীকার:**

- এতে মহাজাগতিক নিদর্শন, যেমন সূর্য, চন্দ্র, রাত, দিন ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।
- যারা আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করত, তাদের কথার খণ্ডন করা হয়েছে।

২. মুশরিকদের সাথে বিতর্ক ও তাদের সন্দেহের নিরসন:

- তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস, যেমন ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করা এবং কিছু প্রকার আন'আমকে হারাম করার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৩. নবীগণ ও তাঁদের জাতিসমূহের কাহিনী উপস্থাপন:

- ইব্রাহিম, নূহ, হুদ, সালেহ, লুত, শু'আইব, মূসা (আঃ) প্রমুখ নবীদের কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে, রিসালাতের ঐক্য ও তাওহীদের দাওয়াত স্পষ্ট করার জন্য।

৪. কিয়ামত ও প্রতিদান সম্পর্কে আলোচনা:

- সূরাটি স্পষ্ট করে যে আখিরাতের জীবন সত্য এবং জালিমদের পরিণতির কথা আলোচনা করা হয়েছে।

৫. ধর্মে স্বাধীনতা ও জোরজবরদস্তি প্রত্যাখ্যান:

- এতে আল্লাহ তা'আলার বাণী এসেছে: "আর যদি তোমার রব চাইতেন, তবে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সকলেই ঈমান আনত।" [সূরা আল-আন'আম: ১০৭]

৬. আল্লাহর শরীয়ত ব্যতীত অন্য কিছুর বিধান মানা প্রত্যাখ্যান:

- যেমন প্রবৃত্তির অনুসরণ অথবা পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ এবং ওহী পরিত্যাগ করা।

৭. অন্যায়ভাবে আন'আমকে হারাম করার খণ্ডন:

- তারা তাদের দেবতাদের জন্য আন'আমের যে ভাগ করত অথবা লোকদের জন্য যা নিষিদ্ধ করত, তার বিস্তারিত আলোচনা ও খণ্ডন করা হয়েছে।

সারসংক্ষেপ: সূরা আল-আন'আমকে এই নামে নামকরণ করা হয়েছে কারণ এতে মুশরিকদের আন'আমের বিধানের বিকৃতি আলোচনা করা হয়েছে এবং তা খণ্ডন করে স্পষ্ট করা হয়েছে যে বিধান দেওয়ার একমাত্র অধিকার আল্লাহর। এটি তাওহীদ প্রতিষ্ঠা, বিদ'আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই এবং ইসলামী আকীদার ভিত্তি সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে এক মহান সূরা।

السوال ١٨: اكتب خلاصة سورة الأعراف

১৮. "সূরা আল-আ'রাফের সারসংক্ষেপ লিখুন।"

الجواب:

✅ **خلاصة سورة الأعراف**

سورة الأعراف هي سورة **مكية**، عدد آياتها **206آية**، وتُعد من السور الطويلة، وقد نزلت في فترة اشتداد الصراع بين الإيمان والشرك في مكة.

🔹 **محور السورة العام:**

الصراع بين الحق والباطل منذ خلق آدم، ومرورًا بالرسل وأقوامهم، وانتهاءً ببعثة النبي محمد ﷺ، وبيان عاقبة المكذبين، وتثبيت المؤمنين.

🔹 **أهم موضوعات السورة:**

١. **بدء السورة بالدعوة إلى اتباع الوحي:**
   - ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾
   - التحذير من اتباع الشيطان، وذِكر قصته مع آدم عليه السلام.
٢. **قصة آدم وعداوة إبليس:**
   - خلق آدم، وسجود الملائكة، وامتناع إبليس، وإخراجه من الجنة.
   - تحذير البشر من وسوسة الشيطان.
٣. **أمر الله بستر العورات وبيان الزينة الحلال:**
   - النهي عن التبرج، والتحذير من الانسياق خلف الشهوات.
٤. **عرض واسع لقصص عدد من الأنبياء و أقوامهم:**
   - **نوح، هود، صالح، شعيب، موسى** عليهم السلام.
   - التركيز على **تكذيب الأمم، وصبر الأنبياء، وعاقبة الظالمين**.
٥. **قصة موسى وفرعون بشكل مفصل:**
   - دعوته لفرعون، المعجزات، العناد، النجاة والغرق.
   - تكليم الله لموسى، وفتنة بني إسرائيل بالعجل.
٦. **أصحاب الأعراف:**
   - ذكر موقف **قومٍ بين الجنة والنار**، ينتظرون حكم الله فيهم.
   - مشهد من مشاهد يوم القيامة يجسد **العدل والرحمة الإلهية**.
٧. **بيان نعم الله وتوحيده:**
   - دعوة للنظر في الكون، والاعتراف بفضل الله وحده.
٨. **التأكيد على صدق الرسالة المحمدية:**
   - وأن النبي ﷺ ليس بدعًا من الرسل، إنما جاء ليبلغ مثل من سبق.
٩. **خاتمة تحذيرية وتوجيهية:**
   - الدعوة للثبات على الدين، وتجنب الكبر والتكذيب.
   - ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ...﴾
   - تأكيد أن العاقبة للمتقين.

🔹 **الرسائل الأساسية في السورة:**

- التوحيد أساس النجاة.
- العبرة من مصائر الأمم السابقة.
- الصراع مع الشيطان مستمر.

- يوم القيامة حق، ولكلٍ جزاؤه.
- الوحي هو النور الذي يهدي السبيل.

উত্তর: ✅ **সূরা আল-আ'রাফের সারসংক্ষেপ**

সূরা আল-আ'রাফ মক্কী সূরা, এর আয়াত সংখ্যা ২০৬টি এবং এটি দীর্ঘ সূরাগুলোর অন্যতম। মক্কায় ঈমান ও শিরকের মধ্যে সংঘাত তীব্র হওয়ার সময় এটি অবতীর্ণ হয়েছিল।

🔹 **সূরার মূল বিষয়বস্তু:** আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি থেকে শুরু করে রাসূলগণ ও তাঁদের জাতি, এবং শেষ পর্যন্ত নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমন পর্যন্ত হক ও বাতিলের সংঘাতের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এতে মিথ্যারোপকারীদের পরিণতি এবং মুমিনদের দৃঢ়পদ থাকার বার্তা দেওয়া হয়েছে।

🔹 **সূরার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ: ১. সূরার শুরুতে ওহীর অনুসরণ করার আহ্বান:**

- ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾"তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তোমরা তার অনুসরণ করো।"
- শয়তানের অনুসরণ থেকে সাবধান করা এবং আদম (আঃ)-এর সাথে তার কাহিনীর উল্লেখ।

২. আদম (আঃ)-এর কাহিনী ও ইবলীসের শত্রুতা:

- আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি, ফেরেশতাদের সিজদা, ইবলীসের অস্বীকৃতি এবং তাকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার।
- মানবজাতিকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে সাবধান করা।

৩. আল্লাহ কর্তৃক লজ্জাস্থান ঢাকার নির্দেশ ও বৈধ সৌন্দর্যের বর্ণনা:

- বেপর্দা হওয়া নিষেধ এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে সাবধান করা।

৪. অনেক নবীর ও তাঁদের জাতিসমূহের কাহিনী বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন:

- নূহ, হুদ, সালেহ, শু'আইব, মূসা (আঃ) প্রমুখের কাহিনী।
- জাতিসমূহের প্রত্যাখ্যান, নবীদের ধৈর্য এবং জালিমদের পরিণতির উপর গুরুত্ব আরোপ।

৫. মূসা (আঃ) ও ফেরাউনের কাহিনী বিস্তারিতভাবে:

- ফেরাউনের কাছে তাঁর দাওয়াত, মু'জিজা, ঔদ্ধত্য, পরিত্রাণ ও ডুবে মরা।

- আল্লাহর সাথে মূসার কথোপকথন এবং বাছুর পূজার মাধ্যমে বনী ইসরাঈলের ফিতনা।

৬. **আসহাবুল আ'রাফ:**

- জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে অবস্থানকারী এক সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা তাদের ব্যাপারে আল্লাহর ফয়সালার জন্য অপেক্ষা করছে।
- কিয়ামতের দৃশ্যাবলী থেকে একটি চিত্র যা আল্লাহর ন্যায়বিচার ও রহমতকে মূর্ত করে তোলে।

৭. **আল্লাহর নেয়ামত ও তাঁর একত্ববাদের বর্ণনা:**

- মহাবিশ্বের দিকে তাকিয়ে আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকার করার আহ্বান।

৮. **মুহাম্মাদী রিসালাতের সত্যতার উপর জোর:**

- এবং নবী (সাঃ) অন্যান্য রাসূলদের থেকে ব্যতিক্রম নন, বরং তিনি পূর্ববর্তীদের ন্যায় বার্তা পৌঁছে দিতে এসেছেন।

৯. **সতর্কতামূলক ও দিকনির্দেশনামূলক সমাপ্তি:**

- দ্বীনের উপর অবিচল থাকার এবং অহংকার ও প্রত্যাখ্যান পরিহার করার আহ্বান।
- ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ...﴾ ("নিশ্চয়ই তোমাদের রব আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন..."
- মুত্তাকীদের জন্য শুভ পরিণতির উপর জোর দেওয়া।

◆ **সূরার মৌলিক বার্তা:**

- তাওহীদ মুক্তির ভিত্তি।
- পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ।
- শয়তানের সাথে সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।
- কিয়ামত সত্য এবং প্রত্যেকের কর্মফল দেওয়া হবে।
- ওহী হলো সেই আলো যা পথ দেখায়।

السوال ١٩: اكتب و اقعة آدم عليه السلام و ابليس اللعين بضوء سورة الأعراف

১৯. "সূরা আল-আ'রাফের আলোকে আদম আলাইহিস সালাম এবং অভিশপ্ত ইবলীসের ঘটনা লিখুন।"

✅ **و اقعة آدم عليه السلام و إبليس اللعين في ضوء سورة الأعراف:**

وردت **قصة آدم عليه السلام مع إبليس** في سورة الأعراف بأسلوب بياني رائع يُظهر **كرامة الإنسان**، ويُحذّر من **عداوة الشيطان**، ويُرسّخ مبدأ الطاعة لأوامر الله دون تردد.

🔹 **الآيات (١١ – ٢٧ (من سورة الأعراف تناولت هذه القصة، ويمكن تلخيصها كما يلي:**

١. **خلق آدم وتكريمه:** ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ﴾
]الأعراف: ١١[

- خلق الله آدم، وأمر الملائكة بالسجود له تكريمًا، فسجدوا كلهم **إلا إبليس**.

٢. **امتناع إبليس عن السجود واستكباره:** ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾
(الأعراف: ١٢) إبليس رفض السجود **تكبرًا**، واحتج بأنه **أفضل من آدم**.

٣. **طرد إبليس ولعنته:** ﴿قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا...﴾ (الأعراف: ١٣) الله **طرده من الجنة**، وأنزله إلى الأرض مذمومًا مدحورًا.

٤. **تهديد إبليس بإضلال البشر:** ﴿قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (الأعراف: ١٦) إبليس توعّد أن **يُغوي بني آدم** من كل الجهات، ليُضلهم عن الصراط المستقيم.

٥. **تحذير الله من اتباعه:** ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ...﴾ (الأعراف: ١٧-١٨[) إبليس لا سلطان له على **العباد المخلصين**، والمهتدين، بينما يتبعه الغاوون.

٦. **دخول آدم الجنة والنهي عن الأكل من الشجرة:** ﴿وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ... وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ...﴾
(الأعراف: ١٩) أمر الله آدم وزوجه بالبقاء في الجنة، لكن حذّرهما من شجرة محرّمة.

٧. **وسوسة إبليس وسقوط آدم في الخطيئة:** ﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ... فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ﴾ (الأعراف: ٢٠-٢٢)

- إبليس وسوس لهما ليأكلا من الشجرة، وزيّن لهما أنها شجرة الخلود، فأكلا منها، فانكشفت عوراتهما.

٨. **توبة آدم واستغفاره:** ﴿وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا...﴾ ثم قال: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا...﴾ (الأعراف: ٢٣)

- اعترف آدم وزوجه بالذنب و**توجّها إلى الله بالتوبة**.

٩. **هبوط آدم إلى الأرض وبداية الابتلاء:** ﴿قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ...﴾ (الأعراف: ٢٤-٢٥) أُهبطوا إلى الأرض لتبدأ **مسيرة الحياة والاختبار**.

١٠. **تحذير للبشر من الشيطان:** ﴿يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ...﴾ (الأعراف: ٢٧)

- تحذير لأبناء آدم من **الانخداع بوساوس الشيطان**، كما فعل بأبيهم.

✅ **الخلاصة:**

قصة آدم وإبليس في سورة الأعراف تُظهر:

- **كرامة الإنسان**، وتكليف الله له.
- **عِداء إبليس** الأزلي للبشر.
- ضرورة **الطاعة والتواضع لأوامر الله**.
- **باب التوبة مفتوح** لمن أخطأ.
- **الشيطان عدو مبين**، لا يملّ من الإغواء.

✅ **সূরা আল-আ'রাফের আলোকে আদম (আঃ) ও অভিশপ্ত ইবলীসের ঘটনা:**

সূরা আল-আ'রাফে আদম (আঃ) ও ইবলীসের ঘটনা চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে, যা মানুষের মর্যাদা তুলে ধরে, শয়তানের শত্রুতা সম্পর্কে সতর্ক করে এবং দ্বিধা ছাড়াই আল্লাহর আদেশ পালনের নীতি প্রতিষ্ঠা করে।

🔹 **সূরা আল-আ'রাফের ১১ থেকে ২৭ নম্বর আয়াতে এই ঘটনা আলোচিত হয়েছে, যা নিম্নরূপভাবে সারসংক্ষেপ করা যেতে পারে:**

১. আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি ও সম্মান: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ﴾[সূরা আল-আ'রাফ: ১১]

- আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন এবং ফেরেশতাদেরকে সম্মানের সিজদা করার নির্দেশ দেন। ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করে।

২. ইবলীসের সিজদা করতে অস্বীকৃতি ও অহংকার: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾(সূরা আল-আ'রাফ: ১২) ইবলীস অহংকারবশত সিজদা করতে অস্বীকার করে এবং যুক্তি দেখায় যে সে আদমের চেয়ে উত্তম।

৩. ইবলীসের বহিষ্কার ও অভিশাপ: ﴿قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا...﴾(সূরা আল-আ'রাফ: ১৩) আল্লাহ তাকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করেন এবং লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত অবস্থায় পৃথিবীতে প্রেরণ করেন।

৪. ইবলীসের মানবজাতিকে পথভ্রষ্ট করার হুমকি: ﴿قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾(সূরা আল-আ'রাফ: ১৬) ইবলীস প্রতিজ্ঞা করে যে সে আদম সন্তানদের সরল পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবে।

৫. আল্লাহর পক্ষ থেকে তার অনুসরণ না করার সতর্কবাণী: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ...﴾(সূরা আল-আ'রাফ: ১৭-১৮) ইবলীসের খাঁটি ও হেদায়েতপ্রাপ্ত বান্দাদের উপর কোনো কর্তৃত্ব নেই, তবে যারা পথভ্রষ্ট তারাই তার অনুসরণ করে।

৬. আদম (আঃ)-এর জান্নাতে প্রবেশ ও বৃক্ষের ফল ভক্ষণে নিষেধাজ্ঞা: ﴿وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ... وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ...﴾(সূরা আল-আ'রাফ: ১৯) আল্লাহ আদম ও তাঁর স্ত্রীকে জান্নাতে বসবাসের নির্দেশ দেন, কিন্তু একটি নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করতে নিষেধ করেন।

৭. ইবলীসের কুমন্ত্রণা ও আদম (আঃ)-এর পাপে পতিত হওয়া: ﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ... فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ﴾(সূরা আল-আ'রাফ: ২০-২২)

- ইবলীস তাদেরকে বৃক্ষের ফল ভক্ষণে প্ররোচিত করে এবং মিথ্যা প্রলোভন দেখায় যে এটি অমরত্বের বৃক্ষ। ফলে তারা তা ভক্ষণ করে এবং তাদের লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে পড়ে।

৮. আদম (আঃ)-এর তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা: ﴿وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا...﴾(অতঃপর তাঁরা বলেন: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا...﴾(সূরা আল-আ'রাফ: ২৩)

- আদম ও তাঁর স্ত্রী তাঁদের ভুল স্বীকার করেন এবং আল্লাহর কাছে তওবা করেন।

৯. আদম (আঃ)-এর পৃথিবীতে অবতরণ ও পরীক্ষার সূচনা: ﴿قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ...﴾(সূরা আল-আ'রাফ: ২৪-২৫) জীবন ও পরীক্ষার যাত্রা শুরু করার জন্য তাঁদের পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়।

১০. মানবজাতিকে শয়তান থেকে সাবধান করা: ﴿يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ...﴾(সূরা আল-আ'রাফ: ২৭)

* আদম সন্তানদেরকে শয়তানের কুমন্ত্রণায় প্রতারিত না হওয়ার জন্য সতর্ক করা হয়েছে, যেমন সে তাদের পিতাকে প্রতারিত করেছিল।

✅ **সারসংক্ষেপ:**

সূরা আল-আ'রাফে আদম (আঃ) ও ইবলীসের ঘটনা যা প্রকাশ করে:

- মানুষের মর্যাদা ও আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব।
- মানবজাতির প্রতি ইবলীসের চিরন্তন শত্রুতা।

- আল্লাহর আদেশের প্রতি আনুগত্য ও বিনয়ের অপরিহার্যতা।
- যারা ভুল করে তাদের জন্য তওবার দরজা খোলা।
- শয়তান এক সুস্পষ্ট শত্রু, যে প্ররোচনা দিতে ক্লান্ত হয় না।

السؤال ٢٠: ما المراد بقوله تعالى "وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ"؟ بين مفصّلاً

২০. "আল্লাহর বাণী 'এবং তাকওয়ার পোশাক, সেটাই উত্তম' - এর মাধ্যমে কী বোঝানো হয়েছে? বিস্তারিতভাবে বলুন।"

الجواب: يقول الله تعالى:﴿**يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ**﴾(الأعراف: ٢٦)

◆ شرح مفردات الآية:

- **"لباسًا يواري سوآتكم** :"أي لباسًا يستر العورة الجسدية.
- **"وريشًا** :"أي ما يُجمّل الإنسان ويزيّنه من اللباس والزينة (كالريش للطائر).
- **"ولباس التقوى** :"أي **ما يستر النفس ويحفظها من الذنوب والمعاصي**، ويشمل الحياء، والخوف من الله، والخلق الحسن.
- **"ذلك خير** :"أي **لباس التقوى خير من مجرد اللباس الظاهري**.

◆ المعنى المفصّل للآية:

الله تعالى يُذكّر بني آدم بأنه قد أنعم عليهم بنعمة اللباس، الذي يُغطّي العورات ويمنح الكرامة والجمال. ولكن هناك نوعًا آخر من اللباس هو **أعظم و أفضل**: وهو **"لباس التقوى"**، أي **الخشية من الله في السر والعلن، وحسن الخلق، والحياء من المعصية، وطهارة القلب**. فالله يُبيّن أن **اللباس الظاهري ضروري** لحفظ الكرامة، لكن **لباس الباطن (التقوى)** هو الأساس الحقيقي الذي يُقرّب العبد إلى الله.

◆ أقوال المفسرين في "لباس التقوى":

١. **ابن عباس**" :لباس التقوى هو العمل الصالح."
٢. **القرطبي**" :هو ستر القلب بالتقوى كما يُستر الجسد بالثياب."
٣. **الطبري**" :هو خشية الله التي تحفظ الإنسان من الوقوع في المعصية."
٤. **ابن عاشور**" :هو التخلّق بفضائل الدين كالعفاف والحشمة، التي تُكسب اللباس قيمته."

🔹 **الفائدة من الآية:**

- اللباس الحقيقي الذي ينجّي العبد يوم القيامة ليس الثياب الفاخرة، بل **تقوى الله**.
- الدعوة إلى **العناية بالباطن قبل الظاهر**.
- التنبيه إلى أن **الحشمة الخارجية لا تغني شيئًا دون تقوى داخلية**.

✅ **الخلاصة:**

المراد بـ **"لباس التقوى "هو ما يلبسه الإنسان على قلبه من خشية الله والحياء منه وطاعته**، وهو خيرٌ من الزينة الظاهرة، لأنّه يحفظ الإنسان في الدنيا والآخرة، ويجعله مستورًا عند الله، مهما بدا للناس.

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা বলেন: "হে আদম সন্তান, আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং শোভা বর্ধন করে। আর তাকওয়ার পোশাক, সেটাই উত্তম। এটা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।" (সূরা আল-আ'রাফ: ২৬)

🔹 **আয়াতের শব্দগুলির ব্যাখ্যা:**

- "পোশাক যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে": অর্থাৎ এমন পোশাক যা শারীরিক লজ্জাস্থান ঢেকে রাখে।
- "এবং শোভা": অর্থাৎ পোশাক ও অলঙ্কারের মাধ্যমে যা মানুষকে সুন্দর ও সজ্জিত করে (যেমন পাখির জন্য পালক)।
- "আর তাকওয়ার পোশাক": অর্থাৎ যা আত্মাকে আবৃত করে এবং পাপ ও অবাধ্যতা থেকে রক্ষা করে এবং এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে লজ্জা, আল্লাহর ভয় এবং উত্তম চরিত্র।
- "সেটাই উত্তম": অর্থাৎ তাকওয়ার পোশাক কেবল বাহ্যিক পোশাকের চেয়ে উত্তম।

🔹 **আয়াতের বিস্তারিত অর্থ:**

আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে তিনি তাদের পোশাকের নেয়ামত দান করেছেন, যা লজ্জাস্থান ঢেকে রাখে এবং সম্মান ও সৌন্দর্য দান করে। কিন্তু অন্য এক প্রকার পোশাক রয়েছে যা আরও বড় ও উত্তম: তা হল "তাকওয়ার পোশাক", অর্থাৎ গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করা, উত্তম চরিত্র, পাপের প্রতি লজ্জা এবং অন্তরের পবিত্রতা। আল্লাহ স্পষ্ট করছেন যে বাহ্যিক পোশাক সম্মান রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়, কিন্তু অভ্যন্তরীণ পোশাক (তাকওয়া) হল আসল ভিত্তি যা বান্দাকে আল্লাহর নৈকট্য দান করে।

🔹 **"তাকওয়ার পোশাক" সম্পর্কে মুফাসসিরগণের বক্তব্য:**

১. ইবনে আব্বাস (রাঃ): "তাকওয়ার পোশাক হল সৎকর্ম।"

২. কুরতুবী: "এটি তাকওয়ার মাধ্যমে অন্তরকে আবৃত করা যেমন পোশাকের মাধ্যমে শরীর আবৃত করা হয়।"

৩. তাবারী: "এটি আল্লাহর ভয় যা মানুষকে পাপে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করে।"

৪. ইবনে আশুর: "এটি দ্বীনের ফজিলতসমূহ যেমন শালীনতা ও সংযম দ্বারা সজ্জিত হওয়া, যা পোশাককে মূল্য দান করে।"

🔹 **আয়াতের উপকারিতা:**

- কিয়ামতের দিন বান্দাকে মুক্তি দানকারী আসল পোশাক দামি কাপড় নয়, বরং আল্লাহর তাকওয়া।
- বাহ্যিক দিকের চেয়ে অভ্যন্তরীণ দিকের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান।
- অভ্যন্তরীণ তাকওয়া ছাড়া বাহ্যিক শালীনতা কোনো কাজে আসে না - এই বিষয়ে সতর্কতা।

✅ **সারসংক্ষেপ:**

"তাকওয়ার পোশাক" বলতে বোঝায় বান্দা তার অন্তরে আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর প্রতি লজ্জা রাখে এবং তাঁর আনুগত্য করে যা পরিধান করে। এটি বাহ্যিক সৌন্দর্যের চেয়ে উত্তম, কারণ এটি দুনিয়া ও আখেরাতে বান্দাকে রক্ষা করে এবং মানুষের কাছে যেমনই মনে হোক না কেন, আল্লাহর কাছে তাকে আবৃত রাখে।

السوال ٢١: عرف الأنفال والفيئ والغنيمة – ثم بين كيف تقسم أموال الغنائم ؟ بين بالوضاحة

প্রশ্ন ২১: আনফাল, ফাই ও গনীমতের সংজ্ঞা দাও - অতঃপর গনীমতের মাল কিভাবে বণ্টন করা হয় তা স্পষ্ট করে বর্ণনা কর।

✅ **أولًا :تعريف الأنفال، والفيء، والغنيمة**

١. الأنفال:

- **الأنفال** :جمع "نفل"، وهو **الزيادة أو العطاء الزائد**.
- في الاصطلاح الشرعي:

الأنفال هي **كل ما يُؤخذ من أعداء الإسلام من مال أو سلاح أو غيره في القتال أو بعده**، وتشمل الغنائم والفيء، ولكن وردت في القرآن بمعنى **الغنائم خاصة**. قال تعالى: ﴿**يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ ۖ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ**﴾ (الأنفال: ١)

٢. الغنيمة:

- الغنيمة هي :**ما يُؤخذ من أموال الكفار المحاربين عن طريق القتال** في ساحة المعركة، مثل السلاح، الدواب، الذهب، أو غيرها.

- تُكتسب **بعد النصر في الحرب**.

٣. الفيء:

- الفيء هو :**ما يُؤخذ من أموال الكفار بدون قتال**، مثل أن يُسلموا المال صلحًا، أو يفروا ويتركوا المال. قال تعالى: ﴿**وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ**﴾ الحشر: ٦[

ثانيًا 🔹 :كيفية تقسيم أموال الغنائم

📌 **الغنائم (التي أُخذت بالقتال (تقسم كما يلي: قال تعالى:**

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۙ وَالْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ لِلْمُجَاهِدِينَ﴾ **الأنفال: ٤١**

✅ **طريقة القسمة:**

١. **الخُمس (٥/١ من الغنيمة:(**

يُقتطع أولًا، ويقسم على النحو الآتي:

- **لله والرسول** :أي يُصرف في مصالح المسلمين.
- **ذوي القربى** :من بني هاشم وبني المطلب.
- **اليتامى** :الذين فقدوا آباءهم ولا عائل لهم.
- **المساكين** :الفقراء المحتاجون.
- **ابن السبيل** :المسافر المنقطع الذي لا يجد ما يكفيه.

٢. **الأربعة الأخماس (٤/٥:(**

- تُقسم بين **الجنود المقاتلين** الذين شاركوا فعليًا في الحرب.
- **تقسيمها يكون بحسب النظام العسكري:**
  - للراجل (المشاة): سهم واحد.
  - للفارس: سهمان أو ثلاثة، حسب النظام.

✅ **الخلاصة:**

- **الأنفال** :تشمل كل ما يُكسب من الحرب، ووردت بمعنى الغنائم.
- **الغنيمة** :ما يُؤخذ من الكفار بالقتال وتُقسم للمجاهدين.
- **الفيء** :ما يُؤخذ من الكفار بغير قتال ويُصرف في مصالح الأمة.

✅ **প্রথমত: আনফাল, ফাই ও গনীমতের সংজ্ঞা:**

১. আনফাল:

- আনফাল হল "নাফল"-এর বহুবচন, যার অর্থ অতিরিক্ত বা অতিরিক্ত দান।
- শরীয়তের পরিভাষায়: আনফাল হল যুদ্ধ বা যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে শত্রুদের কাছ থেকে অর্জিত সকল প্রকার সম্পদ, অস্ত্রশস্ত্র বা অন্য কিছু। এতে গনীমত ও ফাই উভয়ই অন্তর্ভুক্ত, তবে কুরআনে এটি বিশেষভাবে গনীমতের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "তারা তোমাকে আনফাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, আনফাল আল্লাহ ও রাসূলের।" (সূরা আল-আনফাল: ১)

২. গনীমত:

- **গনীমত হল:** যুদ্ধক্ষেত্রে কাফের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করে অর্জিত সম্পদ, যেমন অস্ত্র, পশু, স্বর্ণ বা অন্য কিছু।
- এটি যুদ্ধের বিজয়ের পর অর্জিত হয়।

৩. ফাই:

- **ফাই হল:** কাফেরদের কাছ থেকে যুদ্ধ ছাড়াই অর্জিত সম্পদ, যেমন তারা সন্ধির মাধ্যমে সম্পদ হস্তান্তর করলে, অথবা পালিয়ে গেলে ও সম্পদ ফেলে গেলে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আল্লাহ তাদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যা দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা ঘোড়া কিংবা উট হাঁকাওনি।" (সূরা আল-হাশর: ৬)

দ্বিতীয়ত: 🔹 **গনীমতের মাল বণ্টনের পদ্ধতি:**

📌 গনীমত (যা যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে) নিম্নোক্তভাবে বণ্টন করা হয়: আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আর জেনে রাখ, তোমরা যা কিছু গনীমত হিসেবে লাভ কর, তার এক পঞ্চমাংশ হল আল্লাহ ও রাসূলের এবং নিকটাত্মীয়দের ও ইয়াতীমদের ও অভাবগ্রস্তদের ও মুসাফিরদের জন্য; যদি তোমরা আল্লাহতে বিশ্বাস কর এবং যা আমি আমার বান্দার উপর অবতীর্ণ করেছি ফয়সালার দিনে, যেদিন দুই দল সম্মুখীন হয়েছিল।" (সূরা আল-আনফাল: ৪১)

✅ **বণ্টনের পদ্ধতি:**

১. খুমুস (এক পঞ্চমাংশ):

প্রথমে এটি আলাদা করা হবে এবং নিম্নোক্তভাবে বণ্টন করা হবে:

* আল্লাহ ও রাসূলের জন্য: অর্থাৎ মুসলিমদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে।
* নিকটাত্মীয়দের জন্য: বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের জন্য।
* ইয়াতীমদের জন্য: যাদের পিতা নেই এবং কোনো অভিভাবক নেই।
* অভাবগ্রস্তদের জন্য: দরিদ্র ও нуждаগ্রস্তদের জন্য।
* মুসাফিরদের জন্য: অসহায় পথিক যাদের কাছে পর্যাপ্ত অর্থ নেই।

২. চার পঞ্চমাংশ:

* এটি সেই যোদ্ধা সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করা হবে যারা প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে।
* এর বণ্টন সামরিক নিয়ম অনুযায়ী হবে:
* পদাতিক (যারা পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করেছে): এক অংশ।
* অশ্বারোহী: নিয়ম অনুযায়ী দুই বা তিন অংশ।

✅ **সারসংক্ষেপ:**

- আনফাল: যুদ্ধ থেকে অর্জিত সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং এটি গনীমতের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
- গনীমত: যুদ্ধের মাধ্যমে কাফেরদের কাছ থেকে যা অর্জিত হয় এবং যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়।
- ফাই: যুদ্ধ ছাড়া কাফেরদের কাছ থেকে যা অর্জিত হয় এবং মুসলিমদের কল্যাণে ব্যয় করা হয়।

السوال ٢٢: ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟

প্রশ্ন ২২: গনীমত ও ফাই-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

الجواب:

✅ **السؤال ٢٢: ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟**

الفرق بين **الغنيمة** و**الفيء** هو فرق **في طريقة الحصول عليهما** و**في كيفية توزيعهما**، وهما من الأموال التي تؤول إلى بيت مال المسلمين، ولكن لكل منهما حكم خاص.

أولًا: التعريف

الغنيمة :ما يُؤخذ من أموال الكفار عن طريق القتال في أرض المعركة، كالسلاح، الأموال، والدواب

الفيء: ما يُؤخذ من أموال الكفار بغير قتال، مثل ما يتركونه هربًا، أو يُسلّمونه صلحًا.

ثانياً: طريقة الحصول -

الغنيمة: يُكتسب **بعد حرب وقتال** فعلي.

الفيء: يُؤخذ **بغير حرب**، كأن ينسحب العدو أو يدفع المال صلحًا

ثالثًا: من حيث التوزيع:

الفيء: يُصرف **كله في مصالح المسلمين**(ولا يعطى منه للمجاهدين مباشرة)

الغنيمة: تقسم إلى **خُمس** لبيت المال (لله والرسول وذوي القربى...)، و**أربعة أخماس** للمجاهدين

🔹 **رابعًا: الدليل الشرعي**

- **الغنيمة:** ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ...﴾ (الأنفال: ٤١)
- **الفيء:** ﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ...﴾]الحشر: ٦[

✅ **الخلاصة في نقاط:**

وجه الفرق	الغنيمة	الفيء
كيف تُكتسب؟	بالقتال والحرب	بغير قتال (صلح، انسحاب، هروب العدو)
لمن تُعطى؟	خمسها لبيت المال، والباقي للمجاهدين	كلها لبيت المال وتصرف في مصالح المسلمين
هل للمجاهدين نصيب؟	نعم، أربعة أخماس لهم	لا، بل توزّع على الفقراء والمصالح العامة

✅ প্রশ্ন ২২: গনীমত ও ফাই-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর: গনীমত ও ফাই-এর মধ্যে পার্থক্য হল তা অর্জনের পদ্ধতি এবং তা বণ্টনের পদ্ধতির দিক থেকে। উভয় প্রকার সম্পদই মুসলিমদের বাইতুল মালে (রাষ্ট্রীয় কোষাগারে) জমা হয়, তবে উভয়ের জন্য বিশেষ বিধান রয়েছে।

প্রথমত: সংজ্ঞা:

- গনীমত: কাফেরদের কাছ থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ, যেমন অস্ত্র, অর্থ ও পশু।
- ফাই: কাফেরদের কাছ থেকে যুদ্ধ ছাড়া অর্জিত সম্পদ, যেমন তারা পালিয়ে গেলে যা ফেলে যায়, অথবা সন্ধির মাধ্যমে যা হস্তান্তর করে।

দ্বিতীয়ত: অর্জনের পদ্ধতি:

- গনীমত: প্রকৃত যুদ্ধ ও সংঘর্ষের পর অর্জিত হয়।
- ফাই: যুদ্ধ ছাড়াই অর্জিত হয়, যেমন শত্রু পিছু হটলে বা সন্ধির মাধ্যমে অর্থ প্রদান করলে।

তৃতীয়ত: বণ্টনের ক্ষেত্রে:

- ফাই: সম্পূর্ণরূপে মুসলিমদের কল্যাণে ব্যয় করা হয় (এবং সরাসরি যোদ্ধাদের দেওয়া হয় না)।
- গনীমত: এক পঞ্চমাংশ বাইতুল মালের জন্য (আল্লাহ ও রাসূল এবং নিকটাত্মীয়দের জন্য...) এবং চার পঞ্চমাংশ যোদ্ধাদের জন্য বণ্টন করা হয়।

◆ **চতুর্থত: শরয়ী প্রমাণ:**

- গনীমত: "আর জেনে রাখ, তোমরা যা কিছু গনীমত হিসেবে লাভ কর..." (সূরা আল-আনফাল: ৪১)
- ফাই: "আল্লাহ তাদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যা দিয়েছেন..." (সূরা আল-হাশর: ৬)

✅ সংক্ষেপে পার্থক্য:

তুলনার বিষয়	গনীমত	ফাই
কিভাবে অর্জিত হয়?	যুদ্ধ ও সংঘর্ষের মাধ্যমে	যুদ্ধ ছাড়া (সন্ধি, পশ্চাদপসরণ, শত্রুর পলায়ন)
কাদের দেওয়া হয়?	এক পঞ্চমাংশ বাইতুল মাল, অবশিষ্ট যোদ্ধাদের	সম্পূর্ণরূপে বাইতুল মাল এবং মুসলিমদের কল্যাণে ব্যয় করা হয়
যোদ্ধাদের অংশ আছে কি?	হ্যাঁ, চার পঞ্চমাংশ তাদের জন্য	না, বরং দরিদ্র ও সাধারণ কল্যাণে বিতরণ করা হয়

- **গ) বিস্তারিত প্রশ্ন:** (প্রশ্ন হবে কিতাব ও লেখক সংশ্লিষ্ট) ২টি থাকবে ১টির উত্তর দিতে হবে: ১×১০=১০

- **اذكر نبذة عن حياة قاضي ثناء الله فاني بتي وجهوده في علوم التفسير.**

مقدمة

تعدّ شبه القارة الهندية من المناطق التي ازدهر فيها العلم الشرعي خلال العصور الإسلامية المتأخرة، وبرز فيها عدد كبير من العلماء الذين خدموا الإسلام بجهود علمية كبيرة. ومن بين هؤلاء العلّامة قاضي ثناء الله فاني بتي، الذي جمع بين التديّن الراسخ والعلم الغزير، وخلّد اسمه من خلال تفسيره للقرآن الكريم.

تعريفه وحياته العلمية

1. **الاسم الكامل:**

   قاضي ثناء الله بن عيسى العثماني الفاني البتي.

2. **الكنية واللقب:**
   - كنيته: أبو عبد الله.
   - لقبه *الفاني*، نسبة إلى الفناء في التصوف.
   - يُلقّب أيضًا بـ *المظهري*، نسبة إلى شيخه "ميرزا مظهر جان جانان."

3. **تاريخ ومكان الميلاد:**

   وُلِد عام **1143هـ / 1730م تقريبًا**، في بلدة **فاني بت** (Fatehpur) بولاية **أتر براديش**، الهند.

4. **النشأة:**
   - نشأ في بيت علم ودين.
   - حفظ القرآن الكريم في سنّ مبكرة.
   - بدأ طلب العلم في بلده، ثم ارتحل إلى مراكز العلم الكبرى.

5. **الرحلة العلمية:**

- ارتحل إلى **دِلهي**، عاصمة الهند العلمية آنذاك.
- درس على يد الإمام **شاه ولي الله الدهلوي** وابنه **شاه عبد العزيز**.
- تلقّى العلوم الشرعية والعقلية، منها التفسير، الحديث، الفقه، والأصول.

6. **شيوخه في التصوف:**
   - أخذ الطريقة **النقشبندية** و**المجددية** من الشيخ **ميرزا مظهر جان جانان**.
   - نال لقب "الفاني" تلميحًا لفنائه عن الدنيا وتوجهه إلى الله تعالى.
7. **منزلته العلمية:**
   - صار من كبار علماء عصره في الهند.
   - كان مرجعًا في الفقه والتفسير والحديث.
8. . **العمل القضائي:**
   - عُيّن قاضيًا في بلده **فاني بت**، فجمَع بين العلم والعمل.
   - تولى الإفتاء والقضاء والتعليم في آنٍ واحد.
9. **الوفاة:**
   - تُوفي عام **1225هـ / 1810م** في بلدته **فاني بت**، رحمه الله تعالى.
10. **الأثر العلمي:**
    - ترك أثرًا كبيرًا في العلوم الشرعية، خصوصًا التفسير.
    - تفسيره لا يزال يُدرّس في الهند وباكستان، وقد تُرجم إلى الأردية.

جهوده في علم التفسير

أبرز أعمال قاضي ثناء الله فاني بتي هو تفسيره المعروف باسم **تفسير مظهري**، والذي أنجزه باللغة الفارسية، ثم تُرجم لاحقًا إلى الأوردية. هذا التفسير يتميز بالشمولية والعمق، حيث جمع بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، مع مراعاة قواعد اللغة والأصول الشرعية.

مميزات تفسير مظهري:

1. **الاعتماد على المأثور** :اعتمد فيه على أقوال السلف من الصحابة والتابعين، ونقل عنهم بأسلوب مرتب وواضح.
2. **المنهج اللغوي** :يظهر اهتمامه بالمعاني الدقيقة للألفاظ القرآنية، ويربطها بسياقها اللغوي والنحوي.
3. **المنهج العقدي** :التزم بمنهج أهل السنّة والجماعة، ورد على الفرق المخالفة بلغة علمية رصينة.
4. **الجمع بين التفسير والتحليل الاجتماعي** :عالج بعض القضايا الاجتماعية والأخلاقية التي كانت سائدة في عصره، محاولًا ربط النص القرآني بواقع الناس.
5. **سهولة الأسلوب** :رغم عمق المحتوى، حافظ التفسير على أسلوب سهل يجعل القارئ العام قادرًا على متابعته.

أثره العلمي

ترك قاضي ثناء الله بصمة واضحة في ساحة التفسير في الهند، وتفسيره كان مرجعًا لعدة أجيال من العلماء وطلبة العلم. كما أنه ساهم في نشر علوم القرآن بين المتعلمين بالفارسية، وهي اللغة العلمية السائدة آنذاك، مما ساعد على وصول المعاني القرآنية إلى جمهور أوسع.

كما أن ارتباطه بالمدرسة الولية (نسبة إلى الشيخ وليّ الله الدهلوي) أعطى مشروعه التفسيري صبغة إصلاحية متزنة، جمعت بين النص والاجتهاد، وبين النقل والعقل.

خاتمة

يمثل قاضي ثناء الله فاني بتي نموذجًا للعالم الموسوعي المتزن، الذي قدّم خدمة جليلة لعلوم التفسير من خلال تفسيره القيم *تفسير مظهري* .وتبرز أهمية هذا التفسير في كونه جسَر بين التراث الإسلامي وبين واقع المسلمين في الهند، كما أنه حفظ للقرآن مكانته في قلوب الناس بلغة كانوا يفهمونها. ولا شك أن دراسة هذا التفسير وتحقيقه من جديد سيضيف الكثير إلى المكتبة التفسيرية الإسلامية.

▪ "بين عن كتاب التفسير المظهري: لقاضي ثناء الله فاني بتي ميزاته و خصائصه"

مقدمة:

يحظى علم التفسير بأهمية مركزية في العلوم الإسلامية، إذ هو السبيل إلى فهم مراد الله من كلامه المنزل. وتكمن أهمية التفسير في كونه أداة لفهم العقيدة والشريعة والمنهج. وقد ظهر في تاريخ المسلمين عدد من التفاسير الكبرى التي خدمت الأمة الإسلامية في أزمنة مختلفة. ومن بين هذه التفاسير" **:التفسير المظهري** "لمؤلفه **قاضي ثناء الله فاني بتي،** الذي ألّفه في القرن الثاني عشر الهجري باللغة الفارسية، وسُمي بهذا الاسم نسبة إلى شيخه **ميرزا مظهر جان جانان.**

أولًا: مؤلف التفسير المظهري

قاضي ثناء الله فاني بتي (ت: 1225هـ) هو من كبار علماء الهند، تتلمذ على يد الشيخ شاه ولي الله الدهلوي ونجله شاه عبد العزيز، وتأثر بمنهجهم في الجمع بين النقل والعقل. كان عالمًا موسوعيًا جمع بين علوم الشريعة والتصوف، كما عُرف بمنهجه المتزن في التعليم والدعوة، وتقلد منصب القضاء. وقد كتب "التفسير المظهري" نزولًا عند رغبة شيخه "جان جانان"، ليكون تفسيرًا مبسطًا للأمة الناطقة بالفارسية.

ثانيًا: نبذة عن التفسير المظهري

- **اللغة الأصلية** :فارسية، ثم تُرجم إلى الأوردية.
- **الاسم الكامل"** :تفسير مظهري" نسبةً إلى شيخه "مظهر جان جانان."
- **عدد المجلدات** :يتكوّن من عدة مجلدات، ويغطي القرآن الكريم كاملًا.
- **الغاية** :بيان معاني القرآن الكريم بأسلوب واضح وسهل، مع توضيح الجوانب العقدية والفقهية.

ثالثًا: منهج قاضي ثناء الله في التفسير

1. **الاعتماد على التفسير بالمأثور:**
ينقل أقوال الصحابة والتابعين والآثار الواردة في التفسير، خاصة عن ابن عباس، مجاهد، عكرمة، وغيرهم.
2. **التحليل اللغوي والنحوي:**
يفسر الكلمات الغريبة، ويُبرز معاني الألفاظ من خلال قواعد اللغة العربية، مستعينًا بأشعار العرب.
3. **الاهتمام بالعقيدة:**
يظهر ميل المؤلف إلى ترسيخ عقائد أهل السنّة والجماعة، والرد على الفرق الضالة مثل المعتزلة والرافضة.
4. **الربط بين المعنى والسياق:**
يتناول تفسير الآية في سياقها العام، ويربط بين الآيات المتتابعة، ما يعطي فهمًا شموليًا للسورة.
5. **البعد الأخلاقي والعملي:**
يبرز الجانب العملي من الآيات، ويستخلص منها المواعظ والدروس التربوية.
6. **النقد والتمحيص:**
لا يكتفي بنقل الأقوال، بل يُعلّق عليها، ويختار الراجح بدليل واضح، ما يعكس قدرته على الاجتهاد المدروس.

رابعًا: مميزات التفسير المظهري

- **سهولة اللغة:**
كُتب بلغة مبسطة، فكان في متناول عامة الناس والمتعلمين.
- **الاعتماد على مصادر معتبرة:**
استقى من تفاسير كبرى مثل: الطبري، الكشاف، البيضاوي، وأبي السعود.
- **الجمع بين العقل والنقل:**
لم يقتصر على الرواية فقط، بل فسّر الآيات أيضًا بالرأي السليم والقياس المنضبط.
- **الحياد العلمي:**
لم ينجرف إلى التعصب المذهبي أو الطائفي، بل قدّم تفسيرًا جامعًا بين المدارس.
- **التركيز على الواقع:**
عرض التفسير بطريقة تتفاعل مع واقع المسلمين في الهند، مما جعله مرجعًا عمليًا للعلماء والخطباء.

خامسًا: أثر التفسير وانتشاره

- حظي التفسير المظهري بقبول واسع في الهند وباكستان.
- تُرجم إلى الأوردية، وطُبع عدة طبعات حديثة.
- يُدرّس في المدارس الدينية، ويُستفاد منه في خطب الجمعة والدروس القرآنية.

الخاتمة

يُعدّ "التفسير المظهري" من الكنوز العلمية المهمة التي خدمت القرآن الكريم، وقد تميز بمنهج وسط يجمع بين الرواية والدراية، مع وضوح الأسلوب وشمول التفسير. وقد ساهم هذا العمل العظيم في نشر ثقافة التفسير في المجتمع المسلم في الهند، وما زال أثره ممتدًا إلى يومنا هذا.

প্রশ্নোত্তর ১:

'আত-তাফসীরুল মাজহারী' (التفسير المظهري)-এর লেখক আল্লামা কাজী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ পানিপথী (ফানী ফিতী) রাহিমাহুল্লাহর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

السؤال باللغة العربية :تحدث بإيجاز عن حياة وأعمال العلامة القاضي محمد ثناء الله الباني بتي (الفاني فتي) رحمه الله، مؤلف كتاب "التفسير المظهري."

উত্তর: আল্লামা কাজী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ পানিপথী রাহিমাহুল্লাহ ১১৫৫ হিজরীতে (১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দ) ভারতের পানিপথে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২২৫ হিজরীতে (১৮১০ খ্রিষ্টাব্দ) সেখানেই ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত ভারতীয় মুসলিম আলেম, মুফাসসির, ফকীহ ও সূফী সাধক।

- **শিক্ষা:** তিনি তৎকালীন প্রখ্যাত আলেমদের কাছে ইলমে দ্বীন অর্জন করেন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর অন্যতম ছাত্র শাহ মুহাম্মদ আজিম অন্যতম। তিনি হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, উসূল ও মানতিকের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গভীর জ্ঞান লাভ করেন।

- **কর্ম:** আল্লামা পানিপথী রাহিমাহুল্লাহ অধ্যাপনা ও লেখালেখির মাধ্যমে দ্বীনের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন, যার মধ্যে 'আত-তাফসীরুল মাজহারী' সবচেয়ে বিখ্যাত ও সমাদৃত। এছাড়াও তিনি ফিকহ ও আকাইদের উপর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন।
- **তাসাউফ:** তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায়ও উচ্চ মাকাম লাভ করেছিলেন এবং নকশবন্দীয়া তরিকার সাথে যুক্ত ছিলেন।
- **প্রভাব:** আল্লামা পানিপথী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর জ্ঞান, লেখনী ও আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে সমকালীন আলেম ও সাধারণ মানুষের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাঁর রচিত 'আত-তাফসীরুল মাজহারী' আজও মুসলিম বিশ্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে পঠিত ও সমাদৃত হয়।

অবশ্যই, আল্লামা কাজী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ পানিপথী (ফানী ফিতী) রাহিমাহুল্লাহর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা নিচে দেওয়া হলো:

আল্লামা কাজী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ পানিপথী (ফানী ফিতী) রাহিমাহুল্লাহ: জীবন ও কর্ম (বিস্তারিত আলোচনা)

আল্লামা কাজী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ পানিপথী রাহিমাহুল্লাহ ১১৫৫ হিজরীর রজব মাসে (১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দ) ভারতের পানিপথে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী মুহাম্মদ কবির। সানাউল্লাহ পানিপথী ছিলেন অসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তির অধিকারী। শৈশব থেকেই তিনি জ্ঞানার্জনের প্রতি গভীর আগ্রহ পোষণ করতেন।

- **প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষা:** তিনি পানিপথের স্থানীয় আলেমদের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এরপর উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি দিল্লী গমন করেন, যা তৎকালীন সময়ে ইসলামী জ্ঞানচর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। দিল্লীতে তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও আলেম শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর সুযোগ্য ছাত্র শাহ মুহাম্মদ আজিমের সান্নিধ্যে আসেন। শাহ মুহাম্মদ আজিমের কাছে তিনি হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, উসূলুত তাফসীর, মানতিক (যুক্তিবিদ্যা), বালাগাত (অলঙ্কারশাস্ত্র) এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি তাঁর উস্তাদের জ্ঞানের গভীরতা ও শিক্ষাদানের পদ্ধতিতে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।
- **কর্মজীবন ও দ্বীনি খেদমত:**

শিক্ষা সমাপ্তির পর আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী রাহিমাহুল্লাহ পানিপথে ফিরে আসেন এবং অধ্যাপনার মাধ্যমে দ্বীনের খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি দীর্ঘকাল ধরে পানিপথের বিভিন্ন মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন এবং অসংখ্য ছাত্র তাঁর কাছে জ্ঞানার্জন করে উপকৃত হন। তাঁর শিক্ষাদানের পদ্ধতি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও জ্ঞানগর্ভ ছিল, যার ফলে ছাত্ররা জটিল বিষয়গুলোও সহজে অনুধাবন করতে পারত।

শিক্ষাদানের পাশাপাশি তিনি লেখালেখির কাজেও নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন, যা ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর রচনাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ও সমাদৃত হলো 'আত-তাফসীরুল মাজহারী'। এটি কুরআনের এক প্রামাণিক ও বিস্তারিত তাফসীর হিসেবে বিশ্বজুড়ে খ্যাতি লাভ করেছে।

- **তাসাউফ ও আধ্যাত্মিক জীবন:**

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী রাহিমাহুল্লাহ শুধু একজন প্রখ্যাত আলেমই ছিলেন না, বরং তিনি একজন উঁচুস্তরের সূফী সাধকও ছিলেন। তিনি নকশবন্দীয়া তরিকার সাথে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন এবং আধ্যাত্মিক পথে অনেক উন্নতি লাভ করেছিলেন। তাঁর জীবন ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে ও তাকওয়াপূর্ণ। তিনি সর্বদা আল্লাহর জিকির ও ইবাদতে মশগুল থাকতেন এবং পার্থিব ভোগ-বিলাসিতা থেকে নিজেকে দূরে রাখতেন। তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞা তাঁর লেখনিতেও বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

- **উল্লেখযোগ্য রচনাবলী:**

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী রাহিমাহুল্লাহ বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে:

- আত-তাফসীরুল মাজহারী (التفسير المظهري): কুরআনের এই বিস্তারিত তাফসীরটি তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত, যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা ও গভীর জ্ঞানের সমন্বয়ে রচিত।
- আল-ইনসাফ ফী বায়ান সাবাবিল ইখতিলাফ (الإنصاف في بيان سبب الاختلاف): ফিকহী মতবিরোধের কারণ ও তার সমাধানের উপর রচিত একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।
- শারহুল ফিকহিল আকবার (شرح الفقه الأكبر): ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহর 'আল-ফিকহুল আকবার'-এর একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ।
- মাকতুবাত-ই সানাউল্লাহ (مكتوبات ثناء الله): তাঁর মূল্যবান পত্রাবলীর সংকলন, যাতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দিকনির্দেশনা রয়েছে।
- এছাড়াও তিনি হাদীস ও অন্যান্য বিষয়েও কিছু গ্রন্থ রচনা করেন।

- **প্রভাব ও স্বীকৃতি:**

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর জীবদ্দশায় এবং পরবর্তীকালেও মুসলিম বিশ্বে গভীর প্রভাব বিস্তার করে গেছেন। তাঁর রচিত 'আত-তাফসীরুল মাজহারী' বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পঠিত হয় এবং আলেম ও শিক্ষার্থীদের জন্য একটি অপরিহার্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, তাকওয়া ও লেখনীর মাধ্যমে তিনি অসংখ্য মানুষকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

মৃত্যু: দীর্ঘকাল দ্বীনের খেদমতে নিয়োজিত থাকার পর ১২২৫ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে (১৮১০ খ্রিষ্টাব্দ) আল্লামা কাজী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ পানিপথী রাহিমাহুল্লাহ পানিপথে ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসে উচ্চ মাকাম দান করুন।

প্রশ্নোত্তর ২:

আল্লামা কাজী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ পানিপথী (ফানী ফিতী) রাহিমাহুল্লাহ রচিত 'আত-তাফসীরুল মাজহারী' (التفسير المظهري) কেবল একটি তাফসীর গ্রন্থই নয়, বরং এটি লেখকের গভীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি অগাধ ভালোবাসার প্রতিচ্ছবি। এই উক্তির আলোকে 'আত-তাফসীরুল মাজহারী'-এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করো এবং এর গ্রহণযোগ্যতার ঐতিহাসিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করো।

السؤال باللغة العربية :إن كتاب "التفسير المظهري" للعلامة القاضي محمد ثناء الله الباني بتي (الفاني فتي) رحمه الله ليس مجرد كتاب تفسير، بل هو انعكاس لعلمه الغزير وحكمته العميقة وحبه العميق للقرآن والسنة. في ضوء هذه العبارة، حلل بالتفصيل الخصائص الفريدة لكتاب "التفسير المظهري"، وناقش السياق التاريخي والمعرفي لقبوله.

উত্তর: আল্লামা কাজী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ পানিপথী রাহিমাহুল্লাহ (১১৫৫-১২২৫ হিজরী) ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের একজন প্রথিতযশা আলেম, যিনি তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ও তাসাউফের ময়দানে গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর অমর কীর্তি 'আত-তাফসীরুল মাজহারী' শুধু একটি তাফসীর গ্রন্থ হিসেবেই পরিচিত নয়, বরং এটি লেখকের কুরআনের প্রতি গভীর অনুরাগ, সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি এবং জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডারের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

- **'আত-তাফসীরুল মাজহারী'-এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য:**

১. কুরআন ও সুন্নাহর সমন্বিত ব্যাখ্যা: এই তাফসীরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো কুরআন মাজীদের আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় কুরআন ও সুন্নাহর বিশুদ্ধ উদ্ধৃতিগুলোর ব্যাপক ব্যবহার। লেখক কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় প্রথমে কুরআনের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্ভরযোগ্য হাদীস উল্লেখ করেছেন। এর ফলে তাফসীরটি একদিকে যেমন প্রামাণিকতা লাভ করেছে, তেমনি অন্যদিকে আয়াতের সামগ্রিক অর্থ অনুধাবন করা সহজ হয়েছে।

২. **সালাফে সালেহীনদের পন্থানুসরণ:** আল্লামা পানিপথী রাহিমাহুল্লাহ তাফসীরের ক্ষেত্রে সাহাবা, তাবেঈন ও তাদের অনুসারীদের ব্যাখ্যার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি ভিত্তিহীন ইসরাঈলী রেওয়ায়েত ও দুর্বল বর্ণনা

পরিহার করে বিশুদ্ধ ও প্রমাণিত ব্যাখ্যার প্রতি ঝুঁকেছেন। এটি তাফসীরটিকে বিশুদ্ধ জ্ঞানভিত্তিক ভিত্তির উপর স্থাপন করেছে।

৩. **আকীদায়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সুস্পষ্ট চিত্রায়ণ:** 'আত-তাফসীরুল মাজহারী' আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিশুদ্ধ আকীদা ও বিশ্বাসকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। কুরআনের আয়াত এবং সহীহ হাদীসের আলোকে সঠিক বিশ্বাসের ব্যাখ্যা এবং বিদ'আত ও ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডনে লেখক অত্যন্ত দৃঢ় অবস্থান নিয়েছেন।

৪. **ভাষাগত মাধুর্য ও যুক্তিনির্ভর আলোচনা:** তাফসীরটির ভাষা অত্যন্ত সাবলীল, প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। জটিল বিষয়গুলোও লেখক অত্যন্ত সহজভাবে উপস্থাপন করেছেন। প্রতিটি ব্যাখ্যার সমর্থনে তিনি যৌক্তিক ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন, যা পাঠকের মনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে সাহায্য করে।

৫. **ফিকহী মাসায়েলের প্রামাণিক উপস্থাপন:** কুরআনের আয়াত থেকে আহরিত ফিকহী মাসায়েলগুলো 'আত-তাফসীরুল মাজহারী'-তে অত্যন্ত প্রামাণিক দলিলের ভিত্তিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন মাজহাবের মতামত উল্লেখ করে এবং দলীল-প্রমাণের চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে লেখক একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন।

৬. **আধ্যাত্মিক ও তাসাউফী ইঙ্গিত:** যদিও লেখক একজন সূফী সাধক ছিলেন, তবে তিনি তাফসীরের ক্ষেত্রে শরীয়তের মূলনীতি ও সালাফে সালেহীনদের ব্যাখ্যার বাইরে যাননি। কিছু আয়াতে আধ্যাত্মিক ও তাসাউফী ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও, তা শরীয়তের কাঠামোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

'আত-তাফসীরুল মাজহারী'-এর গ্রহণযোগ্যতার ঐতিহাসিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট:

'আত-তাফসীরুল মাজহারী' প্রকাশের পর থেকেই মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। এর ঐতিহাসিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট নিম্নরূপ:

১. **বিশুদ্ধ জ্ঞানভিত্তিক রচনা:** এই তাফসীরটি বিশুদ্ধ জ্ঞান ও প্রামাণিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে রচিত হওয়ায় তৎকালীন আলেম ও শিক্ষার্থীদের কাছে এটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। লেখকের গভীর পাণ্ডিত্য এবং গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গি এটিকে অন্যান্য সাধারণ তাফসীর থেকে স্বতন্ত্রতা দান করে।

২. **আহলে সুন্নাতের আকীদার প্রামাণিক দলিল:** ভারতীয় উপমহাদেশে যখন বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল, তখন 'আত-তাফসীরুল মাজহারী' আহলে সুন্নাতের বিশুদ্ধ আকীদার একটি শক্তিশালী প্রামাণিক দলিল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এর ফলে সাধারণ মুসলমানরা সঠিক বিশ্বাস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে সক্ষম হয়।

৩. **সহজবোধ্যতা ও আকর্ষণীয় উপস্থাপন:** জটিল বিষয়গুলোকে সহজ ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করার কারণে এই তাফসীরটি শুধু আলেমদের মধ্যেই নয়, বরং সাধারণ শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যেও জনপ্রিয়তা লাভ করে।

লেখকের হৃদয়গ্রাহী ভাষা এবং যুক্তিনির্ভর আলোচনা পাঠককে কুরআনের মর্মার্থ অনুধাবন করতে উৎসাহিত করে।

৪. **পূর্ববর্তী তাফসীরগুলোর সারনির্যাস:** 'আত-তাফসীরুল মাজহারী' পূর্ববর্তী নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থগুলোর গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান ও ব্যাখ্যা ধারণ করার কারণে এটি একটি মূল্যবান রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। পাঠক একই সাথে অনেক প্রামাণিক তথ্যের সন্ধান লাভ করতে পারে।

৫. **সমকালীন আলেমদের স্বীকৃতি:** তৎকালীন এবং পরবর্তীকালের বহু প্রখ্যাত আলেম 'আত-তাফসীরুল মাজহারী'-র উচ্চ প্রশংসা করেছেন এবং এটিকে একটি মূল্যবান সম্পদ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

পরিশেষে বলা যায়, 'আত-তাফসীরুল মাজহারী' আল্লামা কাজী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ পানিপথী রাহিমাহুল্লাহর এক অসাধারণ কীর্তি। এটি কেবল কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যাই প্রদান করে না, বরং লেখকের গভীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিশুদ্ধ আকীদা এবং কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসারও বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, প্রামাণিকতা এবং সহজবোধ্য উপস্থাপনার কারণে এটি আজও মুসলিম বিশ্বে জ্ঞানপিপাসু মানুষের জন্য এক অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়।

কামিল (স্নাতকোত্তর তাফসীর প্রথম পর্ব পরীক্ষা-২০২৩

মডেল প্রশ্নপত্র

التفسير الفقهي

(আত-তাফসিরুল ফিকহি-১)

الورقة الثالثة (৩য় পত্র)

বিষয় কোড: ৬২১১০৩

সময়: ৪ ঘন্টা **পূর্ণমান :১০০**

الملاحظة : أجب عن خسمة من مجموعة (أ) وعن عشرة من مجموعة (ب) وعن واحد من مجموعة (ج)

(ক অংশ হতে পাচটি খ অংশ হতে দশটি গ অংশ হতে দুটি)

(أ) مجموعة: ترجمة الآيات مع التفسير-٤٠

(ক. তাফসীর সহ আয়াতে অনুবাদ-৪০)

ترجم الآيات الكريمة على ضوء التفسير المظهري للقاضي محمد ثناء الله الثاني فتى (خمسة فقط)

(কাজী সানাউল্লাহ পানি পথি রচিত আত-তাফসির মাজহারী এর আলোকে ব্যাখ্যা সহ অনুবাদ কর যে কোন পাঁচটি)

١- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آَمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

٢- وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآَتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (٢٠) يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (٢١) قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ (٢٢) قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٣)

٣- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣٥) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٣٦)

٥- لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آَمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (٨٢) وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آَمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (٨٣) وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ (٨٤) فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (٨٥)

٦- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (٩٢) لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآَمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (٩٣)

٧- جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٩٧) اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٩٨) مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (٩٩) قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠٠)

٨- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (١) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ (٢) وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ (٣) وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (٤)

٩- بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (٢٨) وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (٢٩) وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (٣٠) قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (٣١) وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٣٢)

(ب) مجموعة: الأسئلة المؤجزة : ٥٠

(খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর-৫০)

أجب عن الأسئلة التالية (عشرة فقط)-

(নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও যে কোন দশটি)

1- ما معنى العقود بين موضحا-

٢- ما معنى البهيمة ؟ بين موضحا

٣- فسر بقوله تعالى "اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي"

٤-دل بفرائض الوضوء بالاية القرآنية وبين بيانا شافيا.

٥-ما المراد بقوله تعالى "إعدلوا هو اقرب للتقوى"

٦- ما معنى المحسنين ؟ أوضح لهم.

٧- ما يفهم بالاية الكريمة وميثقاه الذي واثقكم به"

٨- فسر بقوله تعالى "يحرفون الكلم عن مواضعه الكلم"

٩- ما المراد بقوله تعالى "وجعل الظلمات والنور"

١٠-كيف خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه الصلوة والسلام بين بيانا شافيا-

١١- ما معنى السير أوما حكمه في الشريعة بين بيانا

١٢- ما معنى الحمد لغة وشرعا؟ وما مراده بالاية الكريمة "الحمد لله الذي خلق السموت والارض"

١٣- ما المراد بلفظ الأجل ؟ بين مؤجزا-

١٤- فسر الآية "كتب على نفسه الرحمة"

١٥- ما هو الفوز المبين؟ بين بالتفصيل.

(ج) مجموعة : الأسئلة المفصلة : ١٠

(গ. বিস্তারিত প্রশ্নের উত্তর-১০)

أجب واحدة عن الأسئلة التالية-

(নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও যে কোন একটি)

١- أذكر نبذة العلامة القاضي محمد ثناء الله الغاني فتى نشأته العلمية ورحلاته واشهر شوخه وتلاميذه ومكانته العلمية ومؤلفاته ووفاته

٢- بين عن كتاب التفسير المظهري و ميزانه و خصائصه